পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 43 Monday, 12 January, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা ✱ ২৭ পৌষ ১৪৩২, সোমবার, ১২ জানুয়ারি ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

## যাদবপুর থেকে মিছিল শুভেন্দুর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জানুয়ারিঃ** বৃহস্পতিবারের ঘটনার প্রতিবাদে যাদবপুর এইটবি বাসস্ট্যান্ড থেকে মিছিল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। রবিবার বিকেলের এই মিছিলের গন্তব্য দেশপ্রিয় পার্ক। বৃহস্পতিবার আইপ্যাক-এর কর্ণধারের বাড়ি ও তাঁর অফিসে ইডির হানা, সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর পৌঁছে যাওয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ ফাইল নিয়ে বেরিয়ে আসার ঘটনাক্রমকে ধিক্কার জানিয়ে এ দিনের এই প্রতিবাদ মিছিল। যদিও এই মিছিল নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি শাসকদল। মিছিল থেকে সংবাদমাধ্যমকে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''এখানে ফিল্ম স্টার নেই, রুদ্রনীল ঘোষ এখন পলিটিক্যাল। সে দিন সরকারের একটা শো ছিল। আজকেরটা ন্যাচারাল। ভবানীপুরে হারিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী করে তার পরে আমি থামব। যা পারে করে নিক। আর সকলে দেখেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফাইল কেড়ে এনেছেন, সগর্বে তা বলেওছেন। সব ছিনতাই করে নিয়ে গিয়েছেন।'' তারই প্রতিবাদে বিজেপির এ দিনের মিছিল বলে জানান দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। এ দিন সাংবাদিক সম্মেলন থেকে তৃণমূলকে কটাক্ষ করে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ''তৃণমূল আর দুর্নীতি সমার্থক। মুখ্যমন্ত্রীর এই ফাইল ছিনতাই সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করল। ফাইলগুলি আনার সময়ে সঙ্গে ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী। তাঁরা রাজ্য সরকারের পুলিশ। তাদের নিয়ে এ কাজে নেমে পড়লেন। সারা দেশের মানুষ হাসছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক আচরণের প্রতিবাদে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে যাদবপুর এইটবি বাস স্ট্যান্ড থেকে রাসবিহারী পর্যন্ত মিছিল হচ্ছে।'' যদিও শুভেন্দুর এই মিছিলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল। দলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তীর কথায়, ''দাঁড় কাক ময়ূরের পালক পরলেই কি ময়ূর হয়ে যায়? শুভেন্দু অধিকারীকেও আজীবন মমতাদির আলোয় আলোকিত থাকতে হবে। মমতাদি যাদবপুর থেকে মিছিল করেছিলেন, তাই শুভেন্দুকেও নকল করে যাদবপুর থেকেই মিছিল করতে হবে। ঠিক যে ভাবে ২১ জুলাই-ই শুভেন্দুকে সভা করতে হয়। কিন্তু দিনের শেষে দাঁড় কাক কাকই থাকে, কোনও দিন ময়ূর হয় না।''

## বিএলও-দের নতুন নির্দেশিকা কমিশনের

# 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকা তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করতে হবে'

**নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১১ জানুয়ারিঃ** 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকা তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করতে হবে বিএলও-দের', বিএলও-দের নতুন নির্দেশিকা নির্বাচন কমিশনের। 'অ্যাপে আপলোড করার আগে সমস্ত তথ্য সার্টিফাই করতে হবে বিএলও-দের। কীসের ভিত্তিতে ম্যাপিং করে অ্যাপে দেখানো হচ্ছে, কারণ দর্শাতে হবে। ২০০২ সালের ও ২০২৫ সালের তথ্যও মিলিয়ে দেখতে হবে বিএলও-দের।' বিএলও অ্যাপে নতুনভাবে সংযোজন করা হল, সেটা হল ডিসক্রিপেন্সি ইন ম্যাপিং, কোয়ালিটি চেক ইলেকটারস ফোটো। এবং বিএলও ঐক্যমঞ্চ তাঁরা জানাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে যেহেতু বিএলও-দের তরফ থেকে বলা হয়েছে, একেবারে ২০০২ সালের ক্ষেত্রে এইরকম কোনও ভোটার থাকে, যাদের আনম্যাপ ছিল, কিন্তু কোনও ম্যাপিংয়ের লিক যদি পাওয়া যায়, তাহলে তাঁদের যে তথ্য এবং তার সঙ্গে সেই ভোটারের ২০২৫ এর তথ্য, সবকিছু কিন্তু এবার আপলোড করতে হবে। এবং আপলোড করার পর অবশ্যই ফোটো সহ যেমন আপলোড করবে, তার সঙ্গে সার্টিফাই করতে

বিএলও-দের। এটা তাঁদের নতুন দায়িত্ব। এবং এই নিয়ে বিএলএ ঐক্যমঞ্চ সোচ্চার হয়েছেন, দিনদিন বিএলও-দের উপর এই ধরণের নতুন দায়িত্ব, চাপানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে অপশনের পর অপশন কমিশনের তরফ থেকে আসছে। প্রসঙ্গত, ভোটার তালিকায় গরমিলের অভিযোগে চার আধিকারিক ও ১ কর্মীর বিরুদ্ধে এফআইআর-এর নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসককে এই এফআইআর করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভোটার তালিকায় গরমিলে অভিযুক্ত সরকারি অফিসারদের সাসপেনশন ও এফআইআর নিয়ে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এসআইআর-এ নাম নথিভুক্তির করার ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগে ৪ আধিকারিক ও ১ কর্মীর বিরুদ্ধে এফআইআর-এর নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। জেলা নির্বাচনী আধিকারিক বা জেলাশাসককে এফআইআর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুর পূর্বের এইআরও দেবোত্তম দত্তচৌধুরী, এইআরও তথাগত মণ্ডল, ক্যাজুয়াল ডেটা এন্ট্রি অপারেটর সুরজিৎ হালদার, পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার ইআরও বিপ্লব সরকার, এইআরও সুদীপ্ত দাস এই পাঁচজনের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট দুই জেলার জেলাশাসক তথা জেলা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে এফআইআর করতে বলেছে কমিশন। এই নিয়ে রিপোর্টও চাওয়া হয়েছে। কমিশন সূত্রে খবর,এই ৪ জন সরকারি অফিসার এবং একজন ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ভোটার তালিকায় ভুয়ো নাম নথিভুক্ত করেছিলেন। নিয়মভঙ্গের অভিযোগে, অভিযুক্ত আধিকারিকদের শোকজ করেছিল নির্বাচন কমিশন। তাঁদের বিরুদ্ধে রাজ্যের তকালীন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে এফআইআর করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশিকা কার্যকর হয়নি। উল্টে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

## সোমনাথ স্বাভিমান পর্বে 'শৌর্য যাত্রা'য় প্রধানমন্ত্রী

**সংবাদ সংস্থা, গির, ১১ জানুয়ারিঃ** ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আর আধুনিক উন্নয়নের মেলবন্ধন ঘটাতে দু'দিনের সফরে নিজের রাজ্য গুজরাটে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর এই সফরের মূল আকর্ষণ হিসেবে রবিবার গুজরাটের গির সোমনাথ জেলায় সোমনাথ মন্দির রক্ষার্থে প্রাণ বলিদানকারী বীরদের স্মরণে আয়োজিত 'শৌর্য যাত্রা'-র নেতৃত্ব দিলেন প্রধানমন্ত্রী। সোমনাথ স্বাভিমান পর্বের অঙ্গ হিসেবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গুজরাটের ঐতিহাসিক সোমনাথ মন্দির ঘিরে রবিবার শুরু হল 'সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব।' আর গুজরাট সফরে গিয়ে প্রথমেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পৌঁছন স্লোগানও দিতে থাকেন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মোদির শোভাযাত্রার সঙ্গেই রাজস্থান, পাঞ্জাব, মণিপুর, গুজরাট এবং অন্যান্য রাজ্যের শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশনা করেছিলেন। এর আগে এক্স-এ নিজের পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'সোমনাথ মন্দির যুগ-যুগ ধরে মানুষের আস্থা, শক্তি ও সাহসের প্রতীক। এর ঐতিহ্য আমাদের পথ দেখায়।' তিনি আরও উল্লেখ করেন, ১০২৬ সালের জানুয়ারিতে প্রথমবার হামলা হয়েছিল এই মন্দিরে। সেই দিনের পর থেকেই বহুবার এই পবিত্র স্থান আক্রান্ত হয়েছে, তবু প্রতিবারই নতুনভাবে পুনর্নির্মিত হয়ে দাঁড়িয়েছে সোমনাথ। প্রধানমন্ত্রী তাঁর পোস্টে মন্দিরের সাম্প্রতিক আচার-

সোমনাথে। দিনের শুরুতেই সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে শুরু হওয়া 'শৌর্য যাত্রা'- সোমনাথের ঐতিহাসিক লড়াই ও পুনর্জাগরণের স্মরণে আয়োজিত এই শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এরপর সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে তিনি সোমনাথ মন্দিরে বিশেষ পূজা-অর্চনা করেন। এদিন সোমনাথ মন্দিরে উপস্থিত হওয়া কয়েক হাজার দর্শনার্থী প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। 'শৌর্য যাত্রায়' ১০৮টি অশ্বের শোভাযাত্রা ছিল, যা বীরত্ব ও আত্মবলিদানের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়। বার বার ধ্বংস করার চেষ্টা সত্ত্বেও সোমনাথ মন্দির ভারতের স্থিতিস্থাপকতা, বিশ্বাস এবং জাতীয় গৌরবের এক শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দির রক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং ইতিহাসের সেই অধ্যায়কে স্মরণ করানো অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছেন আয়োজকেরা। 'শৌর্য যাত্রা' শুরু হতেই ডমরু-ধ্বনিতে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানো হয়। তাঁকে এক ঝলক দেখার জন্য রাস্তার দু'ধারে জনতার ঢল নামে। শুধু তাই নয়, তাঁরা 'মোদি-মোদি' অনুষ্ঠানের ছবি এবং ওঙ্কার মন্ত্রপাঠের ড্রোন ভিডিও শেয়ার করেছেন। সোমনাথে দিনব্যাপী কর্মসূচির পর প্রধানমন্ত্রী রাজকোটের উদ্দেশে রওনা দেন। দুপুর ১টা ৩৫ মিনিট নাগাদ তিনি পৌঁছান মারওয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেখানে বাণিজ্য মেলা ও প্রদর্শনীতে অংশ নেন। এরপর কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্র অঞ্চল ঘুরে দেখেন এবং ভাইব্র্যান্ট গুজরাট সম্মেলনে যোগ দেবে। রবিবার বিকেলে তিনি আহমেদাবাদ মেট্রোর দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্বোধন করেন। সেক্টর ১০এ থেকে মহাত্মা মন্দির পর্যন্ত এই মেট্রো পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে আহমেদাবাদ ও গান্ধীনগরের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় হবে। উল্লেখ্য, ১০২৬ সালে প্রথমবার আক্রান্ত হয় সোমনাথ মন্দির। ১৯৫১ সালে সোমনাথ মন্দিরের আধুনিকীকরণ করা হয়। ২০০১ সালে সেই আধুনিকীকরণের ৫০ বছর পূর্তি হয়। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী ও লালকৃষ্ণ আডবাণী। আর চলতি ২০২৬ সালের ১৯৫১ সালের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের ৭৫ বছর পূর্ণ হবে।

## বিজেপির সভায় বাধা, লেকটাউনে তুলকালাম, ধস্তাধস্তিতে জখম পুলিশকর্মী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জানুয়ারিঃ** লেক টাউনে বিজেপির সভা ঘিয়ে ধুন্ধুমার! তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলল গেরুয়া শিবির। তাদের দাবি, লেক টাউন কালিন্দি মোড় এলাকায় দলের কর্মসূচির প্রস্তুতির সময় একদল তৃণমূল সমর্থক বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপর চড়াও হন। ঘটনায় একাধিক বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ। তাঁদের বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে লেক টাউন কালিন্দি মোড়ে দলের 'সংকল্প যাত্রা' কর্মসূচি রয়েছে। সেই কর্মসূচির প্রস্তুতি হিসেবেই শনিবার রাত থেকে এলাকায় বিজেপির পতাকা লাগানোর কাজ চলছিল। অভিযোগ, সেই সময়েই স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা সেখানে এসে বাধা দেন। বিজেপি কর্মীদের পতাকা লাগাতে দেওয়া হয়নি বলেই অভিযোগ। প্রথমে বচসা শুরু হলেও পরে পরিস্থিতি হাতাহাতি ও মারধরে গড়ায় বলে বিজেপির দাবি। গেরুয়া শিবিরের বক্তব্য, ঘটনাস্থলে উপস্থিত তিন থেকে চার জন বিজেপি কর্মী গুরুতরভাবে আহত হন। রাতের ঘটনার পর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় রবিবার সকালে তাঁদের বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আহতদের চিকিৎসা করা হয়েছে। বিজেপির দাবি, আহতদের মধ্যে দলের সক্রিয় কর্মী ও সমর্থক-দু'পক্ষই রয়েছেন। এই ঘটনার পর থেকেই লেক টাউন এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে। বিজেপির অভিযোগ, শাসকদলের তরফে পরিকল্পিতভাবেই তাঁদের কর্মসূচি বানচাল করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'সংকল্প যাত্রা' ঘিরে যে প্রস্তুতি চলছিল, তা আটকাতেই এই হামলা বলে দাবি বিজেপির। গেরুয়া শিবিরের নেতাদের বক্তব্য, গণতান্ত্রিকভাবে কোনও কর্মসূচি করতে গেলেই তাঁদের উপর হামলা নামিয়ে আনা হচ্ছে। পাশাপাশি পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। অভিযোগ, ঘটনার সময় পুলিশি হস্তক্ষেপ যথেষ্ট সক্রিয় ছিল না।

## ভাঙড়ে তৃণমূল ও আইএসএফের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ, এলাকাজুড়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ভাঙড়, ১১ জানুয়ারিঃ** ভাঙড়ে তৃণমূল কংগ্রেস এবং আইএসএফ-এর মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে, যা এলাকায় ব্যাপক অশান্তি সৃষ্টি করেছে। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, পুলিশের কাছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার প্রয়োজন পড়ে। সংঘর্ষের পর এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং সড়কে তীব্র যানজটের পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এদিন সকালে চিনিপুকুরে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে আইএসএফ। শিবিরে রক্তদান করতে আসা স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য এটি ছিল একটি মহত কাজ, কিন্তু ওই শিবিরে যাওয়ার পথে আইএসএফ কর্মীদের উপর তৃণমূল কর্মীরা হামলা চালায়। একাধিক সূত্রের দাবি, তৃণমূলের কিছু কর্মী এই শিবিরে উপস্থিত হয়ে আইএসএফ কর্মীদের উপর লাঠি, লোহার রড দিয়ে আক্রমণ চালায়। এ সময় বেশ কয়েকজন আইএসএফ কর্মী গুরুতর আহত হন এবং তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হামলার পরই স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য তারা তৎকালীন সময়ে তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা এবং মারামারি চলতে থাকে, ফলে ঘটনাস্থলে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পুলিশে কাঁদানে গ্যাস এবং লাঠিচার্জ ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, আইএসএফের কিছু নেতাকর্মী এলাকায় শান্তি ভঙ্গ করার চেষ্টা করছিল, এবং তাদের কর্মীরা প্ররোচনা দেওয়ার জন্য রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিল। তৃণমূলের দাবি, আইএসএফের এই ধরনের

কর্মকাণ্ড স্থানীয় ভোটব্যাঙ্কের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে, এবং তারা এই প্রভাবশালী দলকে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করছে। অপরদিকে, আইএসএফের পক্ষ থেকে তৃণমূলকে আক্রমণ করে বলা হয়েছে, তাদের নেতা ও কর্মীরা একাধিক বার আইএসএফ কর্মীদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। আইএসএফের দাবি, তারা শুধুমাত্র সেবামূলক কাজে যুক্ত এবং ভোটের সময় রাজনৈতিকভাবে বিপদগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে এই ধরনের আক্রমণ করা হচ্ছে। এলাকায় অশান্তির কারণে পুলিশ নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করেছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। তবে, সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় এবং সন্দেহ তৈরি হয়েছে। অনেকে জানাচ্ছেন, একাধিক রাজনৈতিক দলগুলি এলাকায় নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই ধরনের সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে, যা স্থানীয় জনজীবনকে বিপন্ন করে তুলছে।

## শুভেন্দুর গাড়ি-হামলার ঘটনায় ফোন করলেন খোদ অমিত শাহ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ও চন্দ্রকোনা, ১১ জানুয়ারিঃ** তাঁর মন্ত্রক রিপোর্ট চেয়েছে। এবার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ফোনে কথা বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় শুভেন্দুর গাড়িতে হামলার অভিযোগ ঘিরে রাজনীতির পারদ ক্রমশ চড়ছে। এই আবহে শুভেন্দুর সঙ্গে শাহ ফোনে ১৫ মিনিট কথা বলেছেন। জানা গিয়েছে, হামলার ঘটনা নিয়ে শুভেন্দুর কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য নেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এদিকে, হামলার ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে ৫টি ভিডিয়ো পাঠিয়েছে বিধানসভার বিরোধী দলনেতার অফিস। গতকাল পুরুলিয়ায় কর্মসূচি সেরে ফেরার পথে রাত ৮টা ২০ মিনিট নাগাদ চন্দ্রকোনা রোডে শুভেন্দুর গাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। রাস্তার একধারে দাঁড়িয়েছিলেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। উল্টোদিকে তৃণমূলের পতাকা হাতে কয়েকজন দাঁড়িয়েছিলেন। শুভেন্দুর গাড়ি যাওয়ার সময় হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। বিধানসভার বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, হামলাকারীদের সঙ্গে পেট্রল, ডিজেল ছিল। গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনার অভিযোগও তুলেছেন তিনি। ঘটনার পর সোজা চন্দ্রকোনা পুলিশের বিট হাউসে পৌঁছে যান শুভেন্দু। হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। আইসির রুমে মেঝেতে বসে পড়েন। তিনি বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না দোষীদের গ্রেফতার করা হবে, ততক্ষণ তিনি অবস্থান বিক্ষোভ অফিসের কাছ থেকে ঘটনার রিপোর্ট চেয়ে পাঠায়। গতকাল রাতেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কথা বলেন শুভেন্দুর সঙ্গে। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা যখন থানায় বসেছিলেন, তখন ১৫ মিনিট দু'জনের কথা হয়। জানা গিয়েছে, কীভাবে হামলা হয়েছে, তা বিস্তারিতভাবে শাহকে জানিয়েছেন শুভেন্দু। এদিকে, বিরোধী দলনেতার অফিস থেকেও ঘটনার ৫টি ভিডিয়ো

করবেন। ৬ ঘণ্টা পর থানা থেকে বেরোন তিনি। গভীর রাতে থানার বাইরে থেকে ঘটনাস্থল পর্যন্ত মশাল মিছিলের নেতৃত্ব দেন। শুভেন্দুর গাড়িতে হামলার অভিযোগ নিয়ে রাজনৈতিক তরজার মধ্যেই গতকাল রাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিধানসভার বিরোধী দলনেতার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে পাঠানো হয়েছে। এখন দেখার, এরপর শাহর দফতর কী পদক্ষেপ করে। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ইতিমধ্যে আদালতে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন। আগামী ১৩ জানুয়ারি চন্দ্রকোনায় প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হবেন বলেও তিনি জানিয়েছেন।

# ইরানে হামলা চালাবে আমেরিকা? বিক্ষোভ দমনে নৃশংসতার মধ্যেই হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

**সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ১১ জানুয়ারিঃ** ইরানে সরকারবিরোধী আন্দোলন তীব্রতর হওয়ায় সে দেশে সামরিক হস্তক্ষেপের পথ কি খুলে রাখছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প? এমনই জল্পনা জোরালো হচ্ছে ওয়াশিংটনে। নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর প্রতিবেদনে দাবি, ইরানের পরিস্থিতি নিয়ে ট্রাম্পকে নতুন সামরিক বিকল্পের বিষয়ে ব্রিফ করা হয়েছে। একাধিক মার্কিন আধিকারিকের বক্তব্য, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিলেও পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে সীমিত আঘাতের কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবছেন প্রেসিডেন্ট। ডিসেম্বরের শেষ দিক থেকে ইরানে শুরু হওয়া বিক্ষোভ এখন কার্যত শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি, আর্থিক সঙ্কট ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া এই আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রায় সম্পূর্ণ ইন্টারনেট বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বিক্ষোভ থামেনি। মানবাধিকার সংগঠনগুলির দাবি, এখনও পর্যন্ত অন্তত ৭২ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ২,৩০০-র বেশি মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিকে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই কোনও আপসের ইঙ্গিত দেননি। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের খবর অনুযায়ী, তিনি আরও কঠোর দমননীতির ইঙ্গিত দিয়েছেন। শনিবার ইরানের অ্যাটর্নি জেনারেল মহম্মদ মোভাহেদি আজাদ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন,

বিক্ষোভকারীদের 'ঈশ্বরের শত্রু' হিসেবে দেখা হবে- যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এমনকি আন্দোলনে সহায়তা করলেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন। বিক্ষোভে ফের শোনা যাচ্ছে ইরানের প্রাক্তন সম্রাট শাহ মহম্মদ রেজা পাহলভির পক্ষে স্লোগান। তাঁর পুত্র রেজা পাহলভিও প্রকাশ্যে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ডাক দিয়েছেন। ইরানের অস্থিরতার প্রভাব ছড়িয়েছে দেশের বাইরেও। লন্ডনে ইরানি দূতাবাসে এক বিক্ষোভকারী উঠে পুরনো 'লায়ন অ্যান্ড সান' পতাকা টাঙান। প্যারিস, বার্লিন-সহ ইউরোপের বিভিন্ন শহর এবং ওয়াশিংটনেও বিক্ষোভ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্প ফের ইরানের শাসকদের সতর্ক করেছেন। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, প্রয়োজনে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে, যদিও স্থলবাহিনী পাঠানোর প্রশ্ন নেই। সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, ''ওরা বড় বিপদে আছে। আমরা আঘাত করব এমন জায়গায়, যেখানে সবচেয়ে বেশি ব্যথা পাবে।'' একই সঙ্গে তিনি আশাও প্রকাশ করেন, সংঘাত এড়ানো সম্ভব হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রাম্প লেখেন, 'ইরান হয়তো আগে কখনও এতটা স্বাধীনতার কাছাকাছি আসেনি। আমেরিকা সাহায্য করতে প্রস্তুত।' মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। আলোচনায় ছিল ইরান, সিরিয়া ও গাজা পরিস্থিতি। তবে মার্কিন প্রশাসনের অন্দরেও সতর্কতা রয়েছে। একাধিক শীর্ষ সামরিক কর্তার মতে, যেকোনও হামলায় এমন ভারসাম্য রাখতে হবে, যাতে ইরানের সাধারণ মানুষ সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে না পড়ে এবং মার্কিন ঘাঁটি বা কূটনৈতিক দফতরে পাল্টা হামলার ঝুঁকি না বাড়ে। উল্লেখ্য, মাত্র ছ'মাস আগেই 'মিডনাইট হ্যামার' অভিযানে ইরানের তিনটি পরমাণু ঘাঁটিতে হামলার নির্দেশ দিয়েছিলেন ট্রাম্প। সেই ঘটনার পর ফের উত্তাল পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে এখন গোটা বিশ্ব। ওয়াশিংটনের পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ভর করছে, ইরানের শাসকগোষ্ঠী বিক্ষোভ দমনে কতটা দূর যেতে প্রস্তুত, তার উপরই।

## ঔপনিবেশিক মানসিকতার লোকজন ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিলঃপ্রধানমন্ত্রী

গির সোমনাথ, ১১ জানুয়ারি ঃ ঔপনিবেশিক মানসিকতার লোকজন ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিল, সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দুর্ভাগ্যবশত, স্বাধীনতার পর ঔপনিবেশিক মানসিকতার লোকজন আমাদের গৌরবময় অতীতকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে। তারা ইতিহাসকে মুছে ফেলার জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করেছে। যারা সোমনাথ মন্দিরের জন্য ল।াই করেছিলেন, তাঁদের প্রাপ্য স্বীকৃতি ও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিছু ইতিহাসবিদ ও রাজনীতিবিদ এমনকি এই আক্রমণকারীদের ইতিহাসকে ধামাচাপা দেওয়ারও চেষ্টা করেছেন। ধর্মীয় আক্রমণকে কেবল লুটপাট হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আমাদের পাঠ্যবইয়ে শেখানো হয়েছে যে, সোমনাথ মন্দিরটি এর ধনসম্পদ লুট করার জন্য ধ্বংস করা হয়েছিল। ঘৃণা, নৃশংসতা এবং সন্ত্রাসের সেই নিষ্ঠুর ইতিহাস আমাদের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছিল।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ২০২৬ সালটি সেই সময়ের সঙ্গে মিলে যায় যখন স্বাধীনতার পর ১৯৫১ সালের ১১ মে বর্তমান সোমনাথ মন্দিরটি ভক্তদের জন্য পুনরায় খুলে দেওয়া হয়েছিল, যার পঁচাত্তর বছর পূর্ণ হবে। এই দুটি মাইলফলক একত্রে সোমনাথ স্বাভিমান পর্বের ভিত্তি তৈরি করেছে। এই আয়োজনটি ধ্বংসের স্মৃতিচারণ হিসেবে নয়, বরং সহনশীলতা, বিশ্বাস এবং সভ্যতার আত্মসম্মানের ১০০০ বছরের দীর্ঘ যাত্রার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।

## নতুন বছরে পাহাড়ে পর্যটকদের সুখবর, টয়ট্রেনে জঙ্গল সাফারি ফের চালু করল ডিএইচআর

দার্জিলিং, ১১ জানুয়ারি ঃইংরেজি নতুন বছরের শুরুতেই পাহাড়ে বেড়াতে আসা পর্যটকদের জন্য বড় সুখবর শোনাল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ফের চালু হল টয়ট্রেনে জঙ্গল সাফারি। আপাতত সপ্তাহে দু'দিন, শনিবার ও রবিবার এই বিশেষ সাফারি পরিষেবা মিলবে। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে এক বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় নতুন বছরের দ্বিতীয় রবিবার অর্থাৎ আজ থেকেই এই পরিষেবার সূচনা হয়েছে।প্যাকেজ পদ্ধতিতে এই জঙ্গল সাফারি উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকরা। শিলিগুড়ি জংশন থেকে সকাল ১০টায় টয়ট্রেন ছেড়ে সোজা গয়াবাড়ি পৌঁছবে। পথে মহানন্দা সংরক্ষিত বনাঞ্চল পড়বে। সৌভাগ্য থাকলে ট্রেনে বসেই দেখা মিলতে পারে বুনো হাতির পাল, বাইসন, হরিণ এমনকি বাঘেরও।এর আগে গত সেপ্টেম্বরে রংটং পর্যন্ত জঙ্গল সাফারি চালু হলেও, এবার তা আরও আকর্ষণীয় রূপে ফিরল। সুকনা, রংটং, পাগলাঝোরা ও তিনধারিয়ার মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন যাত্রীরা। প্যাকেজে ব্রেকফাস্ট, গয়াবাড়িতে লাঞ্চ এবং সন্ধ্যায় চা-কফির সঙ্গে মোমো রয়েছে। ট্রেনের কামরায় মহিলা কর্মী থাকবেন, ফলে নিরাপত্তাও নিশ্চিত। মাথাপিছু ভাড়া ২,২০০ টাকা।রবিবার প্রথম যাত্রার সূচনা করেন ডিএইচআর আধিকারিকরা। প্রথম দিনেই ২৬ জন যাত্রী এই সাফারিতে অংশ নেন। যাত্রীরা কামরার পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থার কর্ণধার সঞ্জয় গোস্বামী জানান, প্রতি শনি ও রবিবার ছাড়াও সরকারি ছুটির দিনেও এই পরিষেবা মিলবে।

## ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

# ৫৩-তম নতুন দিল্লি বিশ্ব বইমেলার উদ্বোধন ধর্মেন্দ্র প্রধানের

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি ঃকেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান শনিবার নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে ৫৩-তম নতুন দিল্লি বিশ্ব বইমেলার উদ্বোধন করেছেন। বইমেলার উদ্বোধন করার পর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, বিগত ৫৩ বছর ধরে একটানা আয়োজিত হয়ে আসা দিল্লি বইমেলা প্রকাশনা জগতে একটি মর্যাদাপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য মঞ্চে পরিণত হয়েছে। এখন ভারত প্রকাশনা ও বই বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।ভারত মণ্ডপমে দিল্লি বইমেলা ২০২৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে একটি ডুগডুগি বাজাতে দেখা যায়। তিনি বলেন, এটি অত্যন্ত গর্বের বিষয় এটি ভারতের বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতার শিখর এবং প্রতিচ্ছবি। এটি এখন একটি জাতীয় উৎসবে এবং বিশ্বের বৃহত্তম বইমেলায় পরিণত হয়েছে। আমরা সবাই ভারতের সামরিক শক্তিতে গর্বিত এটি আমাদের সকলের জন্য গর্বের উৎস। ভারতের নতুন প্রজন্মের এই বিষয়ে জানা উচিত, আর এই কারণেই বইমেলার জন্য এই বিষয়বস্তুটি বেছে নেওয়া হয়েছে।ন্যদিকে ভারতের প্রকাশনা শিল্প বর্তমানে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে বলে শনিবার মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয়. শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তিনি বলেন, ডিজিটাল যুগেও বই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু এবং নয়াদিল্লি বিশ্ব বইমেলা আজ জ্ঞান, চিন্তা ও সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ মিলনস্থল।গত শনিবার ভারত মণ্ডপমে ৫৩তম নয়াদিল্লি বিশ্ব বইমেলার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয়. শিক্ষামন্ত্রী। ১০ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই মেলা। মেলায় ৩৫টিরও বেশি দেশ থেকে এক হাজারের বেশি প্রকাশক অংশ নিয়েছেন এবং তিন হাজারের বেশি স্টল বসেছে। পাশাপাশি ছ'শোরও বেশি সাহিত্যধর্মী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এবছর প্রথমবারের মতো সাধারণ মানুষের জন্য প্রবেশ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রাখা হয়েছে।এবছর মেলার থিম রাখা হয়েছে ' সামরিক ইতিহাস-শৌর্য ও প্রজ্ঞা ৭৫'। স্বাধীনতার ৭৫ বছরে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সাহস, ত্যাগ ও দেশ গঠনে অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোই এই থিমের মূল উদ্দেশ্য। থিম প্যাভিলিয়নে সামরিক ইতিহাস সংক্রান্ত পাঁচশোর বেশি বই, প্রদর্শনী এবং ১৯৭১-এর যুদ্ধ ও কার্গিল যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন রয়েছে।শিক্ষামন্ত্রী বলেন, জ্ঞান আদান-প্রদানের এই উৎসব দেশপ্রেমের চেতনাকেও আরও দৃঢ় করবে।

# আইপ্যাক দপ্তরে ইডি অভিযানের প্রেক্ষিতে অমিত শাহের বিরুদ্ধে অভিযোগে সরব তৃণমূল, পাল্টা তোপ স্মৃতি ইরানির

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি ঃ আইপ্যাকের অফিসে ইডি-র অভিযানের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগে মুখ খুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেত্রী ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। শনিবার কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস ইচ্ছাকৃতভাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাবমূর্তি কলুষিত করার চেষ্টা করছে এবং এই অভিযোগের কোনও সাংবিধানিক বা প্রশাসনিক ভিত্তি নেই।স্মৃতি ইরানি স্পষ্ট ভাষায় জানান, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি কোনওভাবেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে কাজ করে না। তাঁর কথায়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো বিষয়টি না জেনেই অমিত শাহের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন। তিনি বলেন, ইডি একটি স্বাধীন তদন্তকারী সংস্থা, যার কাজকর্ম নির্দিষ্ট আইন ও কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেও ইডি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জবাবদিহি করে না। তাই কোনও তদন্তকে কেন্দ্র করে সরাসরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম জ।ানো সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আইপ্যাক দপ্তরে ইডি-র অভিযানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়েও তীব্র সমালোচনা করেন স্মৃতি ইরানি। তিনি দাবি করেন, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এমন নজির খুব কমই দেখা গেছে, যেখানে একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কোনও আর্থিক কেলেঙ্কারি বা হাওয়ালা সংক্রান্ত অভিযানের সময় অভিযুক্তদের রক্ষা করতে নিজে পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তাঁর মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে দ্রুততা ও তৎপরতার সঙ্গে পুলিশ নিয়ে সেখানে পৌঁছেছেন, তা স্বাভাবিক প্রশাসনিক আচরণের বাইরে এবং নজিরবিহীন। বিজেপি নেত্রীর বক্তব্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাজে বাধা সৃষ্টি করা বা রাজনৈতিক চাপ তৈরি করার চেষ্টা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে শুভ নয়। তিনি বলেন, যদি কেউ সত্যিই আইনের শাসনে বিশ্বাস করেন, তবে তদন্তকারী সংস্থাকে তার কাজ করতে দিতে হবে। তদন্তের বিরোধিতা করে বা তার পিছনে রাজনৈতিক ষ।যন্ত্রের তত্ত্ব খা।া করে আসল প্রশ্নগুলো থেকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।এই ঘটনায় রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছ।িয়েছে। একদিকে তৃণমূল কংগ্রেস কেঃেদ্রর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলছে, অন্যদিকে বিজেপি দাবি করছে, রাজ্যের শাসক দল তদন্তের ভয়েই কেন্দ্রীয় সংস্থার কাজকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে। স্মৃতি ইরানির বক্তব্য সেই রাজনৈতিক দ্ব ঃদ্বকে আরও তীব্র করে তুলেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। আইপ্যাক দপ্তরে ইডি-র অভিযান এবং তা ঘিরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া, কেঃদ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ও বিজেপির পাল্টা জবাব-সব মিলিয়ে এই ঘটনা রাজ্য ও কেঃেদ্রর সংঘাতকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। সামনের দিনে এই ইস্যু রাজ্য রাজনীতিতে আরও ব। বিতর্কের জন্ম দেবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

## সামুদ্রিক ইঞ্জিনসহ নানা ধরণের ইঞ্জিন তৈরিতে ইরানের স্বনির্ভরতা অর্জন রয়েছে ওয়াটারজেট ইঞ্জিনও

ইরান,১১জানুয়ারিঃনতুন প্রজন্মের তিন-মেগাওয়াট ইঞ্জিন পুরোপুরি দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরির কাজে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। দেশীয় প্রযুক্তিতে এই ইঞ্জিন উৎপাদনের কাজ ৬০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী আজিজ নাসিরজাদেহ ঘোষণা করেছেন, এই বছরের শেষ নাগাদ এই ইঞ্জিনগুলোর উৎপাদন ৮০ শতাংশ স্থানীয়ভাবে সম্পন্ন হবে। আগামী বছর এসব ইঞ্জিন সম্পূর্ণরূপে দেশীয়ভাবে উৎপাদিত হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। নতুন প্রজন্মের তিন-মেগাওয়াট ইঞ্জিন।তিন মেগাওয়াটের ইঞ্জিনের বিবরণ।৩ মেগাওয়াট শক্তি এবং ১৮ টন ওজনের এই ধরণের ইঞ্জিনের ঘূর্ণন ক্ষমতা ২০০০ পিএম যা প্রায় ২৫ টন ক্ষমতাসম্পন্ন পাওয়ার-প্ল্যান্ট জেনারেটরের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ছোট কোম্পানি গুলোতে এই ইঞ্জিন ব্যবহার করে বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো সম্ভব। এই ধরণের ইঞ্জিন ব্যবহার করে দেশের বিদ্যুৎ খাতে ভারসাম্যহীনতা নিয়ন্ত্রণে অনেকাংশে সহজ হয়। এই ইঞ্জিনগুলোর উৎপাদন লাইন উদ্বোধনের ফলে সরাসরি কমপক্ষে ২০০ জনের কর্মসংস্থান হবে এবং প্রায় ৬০০ জনের পরোক্ষ কর্মসংস্থান সম্ভব হবে।এক মিলিয়ন ইউরো সাশ্রযইরান হেভি ডিজেল কোম্পানির নির্বাহী কর্মকর্তা ইসা মোরাদি মনে করেন, নতুন প্রজন্মের এই ইঞ্জিন দেশের জন্য ব। ধরণের অর্থনৈতিক সুবিধা নিশ্চিত করবে। প্রতি ইঞ্জিনের জন্য দশ লাখ ইউরোর বেশি বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। তিনি আরও বলেন, তিন মেগাওয়াট ইঞ্জিন বেশি পরিমাণে উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের রেল পরিবহন বহরের গতি বাড়ানো সম্ভব হবে এবং এই খাতের উন্নয়নে আরও গতি আসবে।সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সামুদ্রিক ইঞ্জিন তৈরির ক্ষেত্রে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। এই সাফল্য মূলত সামুদ্রিক শিল্পের উন্নয়ন ও গবেষণা এবং প্রকৌশল ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সক্ষমতার কারণে সম্ভব হয়েছে। এটা বলা যেতে পারে যে, ৩-মেগাওয়াট ইঞ্জিনই প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একমাত্র অর্জন নয়। অন্যান্য ধরণের ইঞ্জিনও স্থানীয় বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদদের মাধ্যমে ডিজাইন করা হয়েছে এবং উৎপাদিত হচ্ছে।নতুন প্রজন্মের তিন-মেগাওয়াট ইঞ্জিনজাতীয় ডিজেল ইঞ্জিন১৩০০ হর্স পাওয়ারের জাতীয় ডিজেল ইঞ্জিন তৈরি হচ্ছে ইরানে। এসব ইঞ্জিন বিভিন্ন মডেলের। কোনোটি কেবল ডিজেল চালিত। আবার রয়েছে হাইব্রিড জ্বালানির ইঞ্জিন। এসব ইঞ্জিন সড়ক, রেলপথ, সামুদ্রিক খাত, তেল, জ্বালানি এবং প্রতিরক্ষা খাতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে। এসব ইঞ্জিন দূষণ হ্রাসের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে বলে জানান।

# ০.২ ডিগ্রিতে নামল পারদ-কনকনে ঠান্ডায় বিপর্যস্ত রাজস্থান

সিকার, ১১ জানুয়ারি ঃ মরুরাজ্য রাজস্থানে শীতের প্রকোপ আরও তীব্র আকার নিয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের শীতল হাওয়ার দাপটে াজস্থানের বিস্তীর্ণ এলাকায় তাপমাত্রা দ্রুত নেমে যাচ্ছে। তারই জ্বলন্ত উদাহরণ সিকার। এই জেলায় পারদ নেমে এসেছে মাত্র ০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। শীতের এমন দাপটে কার্যত হিমাঙ্কের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে জেলার আবহাওয়া। ভোরের দিকে ঘন কুয়াশা, সঙ্গে হিমেল বাতাস-সব মিলিয়ে জনজীবন কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে।সিকারের পাশাপাশি জেলার ফতেহপুর এলাকাতেও শীতের দাপট নজরে প।ছে। সেখানে তাপমাত্রা মাইনাস ০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাস্তাঘাটে জমে উঠছে কুয়াশার আস্তরণ, ভোরের আলো ফুটলেও সূর্যের দেখা মিলছে দেরিতে। বহু জায়গায় যান চলাচল ধীরগতির হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে ভোর ও গভীর রাতে। শীতের কামড়ে স্কুলপড়ুয়া থেকে শুরু করে কর্মজীবী মানুষ-সকলেই প।ছেন চরম দুর্ভোগে।স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, গত কয়েক দিনে শীতের তীব্রতা হঠাৎ করেই বেড়ে গিয়েছে। রবিবার সকালে এক বাসিন্দা জানান, সাধারণত তাঁরা ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ প্রাতঃভ্রমণে বেরোতেন। কিন্তু গত দু'দিনের প্রবল ঠান্ডার কারণে এখন সকাল সাড়ে সাতটার আগে বাইরে বেরোনো কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কনকনে হাওয়ার সঙ্গে তাপমাত্রার এই অস্বাভাবিক পতনে প্রবীণ ও শিশুদের স্বাস্থ্যের দিকেও বাড়তি নজর দিতে হচ্ছে পরিবার গুলিকে।শুধু সিকার নয়, রাজস্থানের অন্য এলাকাতেও একই চিত্র। পাহাড়ি পর্যটন কেন্দ্র মাউন্ট আবুতেও শীতের দাপট স্পষ্ট। সেখানে তীব্র ঠান্ডার সঙ্গে কুয়াশার প্রভাব পর্যটকদের চলাফেরায় বাধা সৃষ্টি করছে। শীতের মরশুমে পর্যটকদের ভিড় বাড়লেও, এবছর ঠান্ডার তীব্রতায় অনেকেই সাবধানতা অবলম্বন করছেন। হোটেল ও পর্যটন সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পর্যটকরা আগেভাগেই গরম পোশাক ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে আসছেন। চাষাবাদের ক্ষেত্রেও এই ঠান্ডা মিশ্র প্রভাব ফেলছে। একদিকে শীতকালীন ফসলের জন্য ঠান্ডা উপকারী হলেও, অতিরিক্ত ঠান্ডা ও কুয়াশায় ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। বিশেষ করে ভোরের দিকে শিশির জমে ফসল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে বলে তাঁদের অভিযোগ। ফলে কৃষকদের একাংশ রাত জেগে জমিতে নজরদারি করছেন। আবহাওয়ার এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে রাতের বেলা অপ্রয়োজনে বাইরে না বেরোনো, প্রবীণ ও শিশুদের উষ্ণ পরিবেশে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকরাও ঠান্ডাজনিত অসুস্থতা এড়াতে গরম পোশাক, কুসুম গরম জল ও প্রয়োজনীয় সুরক্ষার ওপর জোর দিচ্ছেন।সব মিলিয়ে জানুয়ারির শুরুতেই রাজস্থানে শীতের এই চরম রূপ জনজীবনে বড়সড় প্রভাব ফেলেছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েক দিনেও তাপমাত্রা নিম্নমুখী থাকতে পারে। ফলে মরুরাজ্যের বাসিন্দাদের সামনে আরও কিছুদিন কনকনে ঠান্ডার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়াই ভবিতব্য।অন্যদিকে লখনউ ও হরিদ্বারতে, নতুন বছরের শুরুতেই উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় শীতের দাপট আরও জোরালো হয়ে উঠেছে। উত্তর প্রদেশ জু।ে কনকনে ঠান্ডা ও ঘন কুয়াশায় বিপর্যস্ত জনজীবন। রবিবার সকালে কানপুর, অযোধ্যা, মোরাদাবাদ থেকে শুরু করে রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই তীব্র শীত অনুভূত হয়েছে। ভোরের দিকে ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়, যার প্রভাব পড়ে সড়ক ও রেল চলাচলেও।লখনউ-সহ বিভিন্ন শহরে ভোরের দিকে কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় রাস্তাঘাট। ঠান্ডা হাওয়ার সঙ্গে কুয়াশার মিলিত প্রভাবে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মে ছন্দপতন ঘটে। অফিসগামী মানুষ থেকে শুরু করে স্কুলপড়ুয়া পড়েছে সমস্যায়। বহু জায়গায় সকালবেলা যান চলাচল ধীরগতির হয়ে পড়ে, কোথাও কোথাও ট্রেন ও বাস পরিষেবাতেও দেরির খবর মিলেছে।অযোধ্যাতেও দিনভর কনকনে ঠান্ডা বজায় ছিল। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে আসে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। শীত ও কুয়াশা সত্ত্বেও ভক্তদের ঢল নামে রাম জন্মভূমি মন্দিরে। ঠান্ডা উপেক্ষা করে ভোর থেকেই প্রার্থনায় অংশ নিতে দেখা যায় বহু পুণ্যার্থীকে। কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যেই ভক্তিমূলক আবহে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।তাজনগরী আগ্রাতেও শীতের প্রকোপ কম নয়। রবিবার সকালে ঘন কুয়াশায় ঢেকে যায় তাজমহল সংলগ্ন এলাকা। পর্যটকদের একাংশকে সকালবেলা অপেক্ষা করতে হয় কুয়াশা কিছুটা কাটার জন্য। ঠান্ডার সঙ্গে কুয়াশার দাপটে শহরের ব্যস্ততাও কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে।এদিকে উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারেও শীতের দাপট স্পষ্ট। রবিবার সকালে গঙ্গা তীরবর্তী এই তীর্থনগরী ঘন কুয়াশার আস্তরণে ঢাকা প।ে। বিশেষ করে হর কি পৌরি এলাকা পুরোপুরি কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কুয়াশার মধ্যে গঙ্গার আরতি ও পুণ্যস্নান চললেও, ঠান্ডার তীব্রতায় অনেক পুণ্যার্থীকে গরম পোশাকে মু।ে থাকতে দেখা যায়।শীতের এই পরিস্থিতিতে প্রবীণ, শিশু ও অসুস্থদের নিয়ে বাড়তি উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। চিকিৎসকেরা ঠান্ডাজনিত অসুখ থেকে বাঁচতে উষ্ণ পোশাক পরা, অপ্রয়োজনে ভোর বা গভীর রাতে বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দিচ্ছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার আবেদন জানানো হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের ইঙ্গিত অনুযায়ী, আগামী কয়েক দিন উত্তর প্রদেশ ও সংলগ্ন অঞ্চলে শীতের দাপট একই রকমভাবে বজায় থাকতে পারে। ঘন কুয়াশা ও নিম্ন তাপমাত্রা জনজীবনে আরও কিছুদিন প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করা হচ্ছে। ফলে উত্তর ভারতের মানুষকে এখনও কনকনে ঠান্ডার সঙ্গেই দিন কাটাতে প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে।

## লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর প্রয়াণবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন উত্তর প্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রীর

লখনউ, ১১ জানুয়ারি ঃ রবিবার লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর প্রয়াণবার্ষিকীতে লখনউয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন উত্তর প্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য। ৭ নম্বর কালিদাস মার্গে অবস্থিত তাঁর সরকারি বাসভবনে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন তিনি।এদিন উপমুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় জানান, লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সাদাসিধে জীবনযাপন, সততা ও দেশসেবার আদর্শ আজও সকলকে কর্তব্যের পথে অগ্রসর হতে অনুপ্রেরণা জোগায়। তাঁর নেতৃত্ব ও মূল্যবোধ ভারতীয় রাজনীতিতে চিরকাল প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবে বলেও মন্তব্য করেন মৌর্য।প্রসঙ্গত, ১৯০৪ সালের ২ অক্টোবর উত্তর প্রদেশে জন্ম নেওয়া লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ছোটবেলা থেকেই সততা ও সংযমে অভ্যস্ত ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি এমন এক সময়ে দেশকে নেতৃত্ব দেন, যখন খাদ্য সংকট ও সীমান্ত সুরক্ষা-দু'টিই ছিল বড় চ্যালেঞ্জ।১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধের সময় শাস্ত্রীজি দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে উচ্চারণ করেন ঐতিহাসিক স্লোগান-' জয় জওয়ান, জয় কিষাণ'। এই আহ্বানের মধ্য দিয়ে তিনি দেশের সৈনিক ও কৃষকের গুরুত্বকে একসূত্রে বেঁধে আত্মনির্ভর ভারতের ভিত মজবুত করেন। তাঁর নেতৃত্বে দেশের প্রতিরক্ষা শক্তি যেমন দৃঢ় হয়, তেমনই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।ক্ষমতার শীর্ষে থেকেও শাস্ত্রীজির জীবনযাপন ছিল অত্যন্ত সাধারণ। সরকারি সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার থেকে তিনি সর্বদা দূরে ছিলেন। নৈতিকতা, সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠাই ছিল তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তি।১৯৬৬ সালে তাশখন্দ চুক্তির পর তাশখন্দেই তাঁর আকস্মিক প্রয়াণ দেশবাসীকে গভীর শোকে নিমজ্জিত করে। পরবর্তীকালে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে মরণোত্তর ' ভারতরত্ন'সম্মানে ভূষিত করা হয।আজও লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জীবন ও আদর্শ ভারতীয় রাজনীতিতে সাদাসিধে অথচ দৃঢ় নেতৃত্ব, দেশপ্রেম ও নৈতিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে পথ দেখিয়ে চলেছে।

## রবিবার ক্রীড়ামন্ত্রীর হাত ধরে ভারতে বিশ্বকাপ ট্রফি-ট্যুরের সূচনা

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারিঃ রবিবার নয়াদিল্লিতে ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি টুরের সূচনা করলেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে এবং কেন্দ্রীয় ক্রীড়া দফতরের মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া।উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপের ছ'মাস আগে মূল ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি তিন দিনের সফরে ভারতে এসেছে।রাজধানীতে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া, প্রাক্তন বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিলিয়ান ফুটবল গিলবার্তো সিলভা এবং ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে।দিল্লিতে দু'দিন থাকার পর বিশ্বকাপ ট্রফি অসমের গুয়াহাটিতে যাবে। সেটাই হবে বিশ্বকাপ ট্রফির ভারত সফরের শেষ ধাপ।তবে বিশ্বকাপ ফুটবল ট্রফি ঘিরে উৎসবের আমেজ সৃষ্টি করতে পারেনি সমর্থকদের কাছে। বরং সামাজিক মাধ্যমে অনেকেই কটাক্ষ করেছেন,'যখন দেশের ঘরোয়া ফুটবল অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চলছে, তখন ফুটবলের সর্বোচ্চ ট্রফি প্রদর্শন কতটা যুক্তিযুক্ত?

## 'মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ ভিত্তিহীন', মমতা চিঠি দিতেই পাল্টা জ্ঞানেশ কুমারকে লিখলেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জানুয়ারিঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাল্টা ফের দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লিখলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন বলে চিঠিতে লেখেন তিনি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে শুভেন্দু লেখেন, 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এসআইআর প্রক্রিয়াকে লাইনচ্যুত করার চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী।' বাংলায় অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচনের জন্য এসআইআর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে চিঠিতে উল্লেখ করেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। গতকাল জ্ঞানেশ কুমারকে ফের চিঠি লিখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চতুর্থ চিঠি লিখলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। চিঠিতে এসআইআর শুনানিতে ভোটারদের হয়রানি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, কবি জয় গোস্বামী, ক্রিকেটার মহম্মদ শামি এবং অভিনেতা-সাংসদ দীপক অধিকারীকে (দেব) হিয়ারিংয়ের নোটিস পাঠানোর নিন্দা করেন। শুনানিতে সাধারণ মানুষের হয়রানি কমাতে পদক্ষেপ করার অনুরোধ জানান মমতা। টাইপ করা চিঠির শেষে কলম দিয়ে ২ লাইন লেখা ছিল। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'যদিও আমি জানি, আপনি উত্তর কিংবা ব্যাখ্যা দেবেন না। তবু আপনাকে সমস্তটা জানানো আমার দায়িত্ব।'' মুখ্যমন্ত্রীর চিঠির ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই জ্ঞানেশ কুমারকে

চিঠি লিখলেন শুভেন্দু। এর আগেও মুখ্যমন্ত্রীর চিঠির পরই চিঠি লিখেছিলেন তিনি। এবারও যে মুখ্যমন্ত্রীর চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি চিঠি লিখছেন, চিঠির বিষয়বস্তুতেই তা পরিস্কার করে দেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। মুখ্যমন্ত্রী তিন পাতার চিঠি পাঠিয়েছেন জ্ঞানেশ কুমারকে। বিধানসভার বিরোধী দলনেতাও তিন পাতার চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যেকটি অভিযোগকে খারিজ করে যুক্তি দিয়েছেন। গতকাল চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন এসআইআর প্রক্রিয়ায় ৭৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। শুভেন্দুর দাবি, এই তথ্য মনগড়া। এসআইআর-র জন্য এতজনের মৃত্যু হয়েছে, এমন কোনও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য নেই। এই প্রসঙ্গে করোনার সময় মৃত্যুর প্রসঙ্গও টেনে আনেন তিনি। অমর্ত্য সেনদের শুনানির নোটিস পাঠানো নিয়েও যুক্তি দেন শুভেন্দু। আইনের কাছে সবাই সমান বলে চিঠিতে লেখেন। চিঠির শেষে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অনুরোধ করে শুভেন্দু লেখেন, 'আপনার কাছে আমার অনুরোধ, এইসব অন্যপথে চালিত করার কৌশলকে উপেক্ষা করে এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ করুন।'

## রাশিফল

**মেষঃ** জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি চমকার দিন হবে। আপনার শক্তি এবং উৎসাহ তুঙ্গে থাকবে, যা আপনাকে আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে কার্যকর ভাবে যোগাযোগ করতে সাহায্য করবে।
**বৃষঃ** আত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলি একের থেকে বেশি উপায়ে আপনাকে পুরস্কৃত করবে- আপনি নিজের সম্পর্কে ভালো এবং প্রত্যয়ী অনুভব করবেন। বিবাহের যোগ।
**মিথুনঃ**জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনি অনুভব করতে পারেন যে আপনার চারপাশের শক্তি কিছুটা নেতিবাচক, যা আপনার জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।
**কর্কট রাশি ঃ**স্বাস্হ্যের দিকটিতে আরেকটু বেশি যত্নের প্রয়োজন। ব্যবসায়িক কৃতিত্বের জন্য যাঁরা আপনার কাছে আসে তাঁদেরকে শুধু উপেক্ষা করুন। সংসারে শান্তি হবে
**সিংহঃ** জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি চমকার দিন হবে। এটি আপনার জন্য একটি ইতিবাচক দিন হবে। শুভ রং লাল হবে আজ।
**কন্যা ঃ** আপনি আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার ভয থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করুন, কারণ তাক্ষণিকভাবে আপনার স্বাস্থ্যের প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং ভাল স্বাস্থ্য উপভোগে আপনার প্রতিবন্ধকতা আছে। শুভ দিন হবে
**তুলাঃ** জাতক জাতিকাদের জন্য জন্য একটি খুব ভাল দিন হবে। আপনি আপনার জীবনে ভারসাম্য এবং সম্প্রীতি অনুভব করবেন, যা আপনাকে আপনার সম্পর্কগুলিতে স্বাচ্ছন্দ্য দেবে। আর্থিক উন্নতি হবে
**বৃশ্চিকঃ**একটি খুশির দিনে মানসিক উত্তেজনা এবং চাপ এড়িয়ে চলুন। আজ আপনার মা বা বাবার স্বাস্থ্যের জন্য আপনাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। এটি যদিও আপনার আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটাবে তবে সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে। ব্যবসায় সাফল্য
**ধনুঃ** জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি চমকার দিন হবে। এই দিন আপনার জীবনকে ইতিবাচক শক্তিতে ভরিয়ে তোলার একটি সুযোগ পাবেন। সংসারে শান্তি হবে
**মকরঃ**একটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। আজ ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহায়তায় কিছু ব্যবসায়ী আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। শুভদিন।
**কুম্ভঃ**জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি চ্যালেঞ্জে পরিপূর্ণ হতে পারে। আপনার শক্তির স্তর কম থাকতে পারে এবং এটি এক ধরনের সাধারণ অস্বস্তির অনুভূতি তৈরি করতে পারে। পরিবেশে কিছু অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা থাকবে। শুভ দিনআজ
**মীনঃ**আপনার ব্যাধি অসুখীর কারণ হতে পারে। পরিবারে সুখ ফিরিয়ে আনতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা অতিক্রম করার চেষ্টা করুন। জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি চমকার দিন হবে। ব্যবসায় সাফল্য হতে পারে আজকে। সংসারে উন্নতি হতে পারে আজকে।তাক্ষণিকভাবে আপনার স্বাস্থ্যের প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং ভাল স্বাস্থ্য উপভোগে আপনার প্রতিবন্ধকতা আছে। শুভ দিন হবে। বব্যসায় আজ সাফল্য হতে পরে। আর্থিক উন্নতি হবে।

## আবহাওয়া

রাতের মতো দিনেও পশ্চিমবঙ্গবাসীকে কাঁপতে হবে আগামী কয়েকদিন। আপাতত দিনের তাপমাত্রা থাকবে স্বাভাবিকের নীচে। দক্ষিণবঙ্গে রাতের তাপমাত্রাও থাকবে স্বাভাবিকের কম। রাজ্যে শীতের আমেজ বজায় থাকবে অন্তত আরও সাত দিন। সেই সঙ্গে কুয়াশা থাকবে গোটা রাজ্যে। ভোরের দিকে দৃশ্যমানতা অনেকটাই কমে যাবে। উত্তরবঙ্গে কুয়াশার দাপট থাকবে বেশি।রবিবাসরীয় সকালেও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই শীতের আমেজ অনুভূত হয়েছে। উত্তরবঙ্গে শীত তুলনামূলক একটু বেশি। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.২ ডিগ্রি বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী সাত দিন উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন অথবা রাতের তাপমাত্রার কোনও হেরফের হবে না। দক্ষিণবঙ্গে রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম থাকবে। একই ভাবে দিনের বা সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের চেয়ে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম থাকবে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির কিছু অংশে দিনের তাপমাত্রা থাকবে স্বাভাবিকের চেয়ে ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম।

### জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ৬টা ১২মিনিট এবং ৯রাত ১১টা ৫৫মনিট। ভাটা-দুপুর ২টা ৫০মনিট এবং রাত ০২টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১৮মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ০৫মনিটে হতে পারে।

## পর্যটকদের জন্য দারুণ খবর শোনাল ডি. এইচ. আর.

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি ঃ ইংরেজি নতুন বছরের শুরুতেই পাহাড়ের পর্যটকদের জন্য দারুণ খবর শোনাল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ডি. এইচ. আর.। বন্ধ হয়ে যাওয়া জঙ্গল সাফারি আবারও চালু করল ডি. এইচ. আর.। আপাতত সপ্তাহে দু'দিন, শনিবার ও রবিবার টয়ট্রেনে এই জঙ্গল সাফারি হবে। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপে এক বেসরকারি সংস্থার সাহায্য নিয়ে নতুন বছরের দ্বিতীয় রবিবার থেকেই এই পরিষেবার সূচনা হলো। একেবারে প্যাকেজ সিস্টেমে এই সাফারি করতে পারবেন পর্যটকরা। এই সাফারিতে শিলিগুড়ি জংশন থেকে রওনা হয়ে টয়ট্রেনে গয়াবাড়ি পর্যন্ত যাওয়া যাবে। পথে উত্তরবঙ্গের অন্যতম সংরক্ষিত বনাঞ্চল মহানন্দা রয়েছে। কপাল ভালো থাকলে ট্রেনে বসেই দেখা যাবে বুনো হাতির পাল, মুখ উঁচু করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বুনো বাইসন, হরিণ কিংবা বাঘ। গত সেপ্টেম্বরে চালু হওয়া জঙ্গল সাফারি ছিল রংটং পর্যন্ত। রংটংয়ে নেমে চা বাগান ঘুরে দেখার ব্যবস্থা ছিল। এ দিন চালু হওয়া জঙ্গল সাফারি আরও আকর্ষণীয়। সকাল ১০টায় শিলিগুড়ি জংশন থেকে রওনা হয়ে সোজা গয়াবাড়ি। 'খেলনা গাড়ি'তে বসেই দেখতে পাবেন জঙ্গল থেকে চা বাগান। দেখতে পাবেন সুকনা, রংটং, পাগলাঝোরা, তিনধারিয়া। ব্রেক্ক কফাস্ট থাকছে। দুপুরে গয়াবাড়িতে লাঞ্চ। সন্ধ্যায় মোমোর সঙ্গে চা কিংবা কফি। ট্রেনের কামরায় মহিলা কর্মী থাকবেন। সব মিলিয়ে এক নিরাপদ ডে-আউটিং। মাথা পিছু ভাড়া ২ হাজার ২০০ টাকা। বিকেলেই ফিরবে গয়াবাড়ি থেকে। রবিবার এই জঙ্গল সাফারির প্রথম যাত্রার সূচনা করেন ডি. এইচ. আর. আধিকারিকরা। প্রথম দিনেই ২৬ জন যাত্রী সওয়ারি হয়েছেন। কামরার পরিবেশ এবং ব্যবস্থাপনায় খুশি তাঁরা। দায়িত্বপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থার প্রধান সঞ্জয় গোস্বামী বলেন, 'প্রতি শনি ও রবিবার এই পরিষেবা থাকবে। সরকারি ছুটির দিনেও পরিষেবা মিলবে।

## জামালপুরে 'পাড়ায় সংলাপ' কর্মসূচি তিন অঞ্চলে জনসংযোগে তৃণমূল নেতৃত্ব

দুরন্তবার্তা, সুজিত দত্ত, বর্ধমান ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় নির্দেশে শনিবার জামালপুর ব্লকের পারাতল-১, জৌগ্রাম ও চকদিঘী; এই তিনটি অঞ্চলে 'পাড়ায় সংলাপ' কর্মসূচির মাধ্যমে ব্যাপক জনসংযোগ চালালেন দলের জনপ্রতিনিধি ও নেতৃত্বরা। পারাতল-১ অঞ্চলে কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলী মণ্ডল, জেলা পরিষদের সদস্য শোভা দে, ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিট্টু মল্লিক, অঞ্চল সভাপতি মৃণাল কান্তি ঘোষ, কর্মাধ্যক্ষ শিপ্রা ওঝা সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্ব। কর্মসূচির সূচনা হয় স্থানীয় মনসা বাড়িতে দেবী মনসার পুজোর মাধ্যমে। এরপর পর্বতপুর মোড়ে সংক্ষিপ্ত পথসভার আকারে জনসংযোগ করা হয়। পরে দলীয় নেতৃত্বরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে রাজ্য সরকারের গত ১৫ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন এবং মানুষের হাতে 'উন্নয়নের পাঁচালী' বই প্রদান করেন। জৌগ্রাম অঞ্চলে এদিন জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন বিধায়ক অলক কুমার মাঝি। তার সঙ্গে ছিলেন এসটি সেলের জেলা সভাপতি তারক টুডু, প্রধান মল্লিকা মণ্ডল, অঞ্চল সভাপতি মৃদুল কান্তি মণ্ডল সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। ইলসরা গ্রামে জাহের থানে পুজো দেওয়ার পর তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান মানুষের সামনে তুলে ধরেন। দুপুরে কর্মীদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারেন তারা। চকদিঘী অঞ্চলে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক। সঙ্গে ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, মহিলা নেত্রী কল্পনা সাঁতরা, কর্মাধ্যক্ষ জয়দেব দাস, অঞ্চল সভাপতি আজাদ রহমান, প্রধান অসীমা বাগ ও অন্যান্যরা। রঙ্কিনী মাতার পুজোর মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা করে বাড়ি বাড়ি উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন তাঁরা। এভাবেই দলীয় নির্দেশ মেনে নিরবচ্ছিন্নভাবে জনসংযোগ ও সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন জামালপুর ব্লকের তৃণমূল নেতৃত্ব।

## সাদা পোশাকের পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার চার দুষ্কৃতি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি পৌর নিগমের ২৮নং ওয়ার্ডের সর্বহারা কলোনি সবজি বাজারে অভিযান চালায় শিলিগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। অপরাধের ছক কসছিল বেশ কয়েকজন। পুলিশের অভিযানের আঁচ পেয়ে কয়েকজন পালিয়ে গেলেও ধরা পড়ে চারজন। ধৃতদের নাম বিশ্বনাথ রায়, বাড়ি ভাষা। পাপ্পু রায় দক্ষিণ,শান্তিনগর। সুজিত পাসোয়ান, জ্যোতিনগর কলোনি। বিজেন তামাং, কয়লা ডিপো। ধৃতদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে অপরাধমূলক কাজ সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা নানান সরঞ্জাম। আজ ধৃত চারজনকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করে শিলিগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ।

# এস. আই. আর.-এর কাজের চাপে মুর্শিদাবাদে আত্মঘাতী এক বিএলও

দুরন্তবার্তা, মিঠুন হালদার ঃ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের কাজের চাপে ফের আত্মঘাতী হলেন এক বিএলও। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানার অন্তর্গত পাইকমারি চর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত ওই বিএলও-র নাম হামিমুল ইসলাম (৪৭)। শনিবার রাত ১১টা নাগাদ মৃত হামিমুলের দেহ তাঁর কর্মক্ষেত্র পাইকমারি চর কৃষ্ণপুর বয়েজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি ঘরের ভেতরে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়। মৃতের পরিবারের দাবি এস. আই. আর.-এর অত্যাধিক কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে হামিমুল গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। রানিতলা থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। হামিমুল স্থানীয় খড়িবোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব আলাইপুর গ্রামের একটি বুথে বিএলও হিসেবে কর্তব্যরত ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রত্যেকদিনের মত শনিবার সকালে হামিমুল নিজের স্কুলে ক্লাস নিতে গিয়েছিলেন। প্রত্যেকদিন বিকেল নাগাদ ওই ব্যক্তি নিজের কর্মক্ষেত্র থেকে বাড়ি ফিরে আসতেন। কিন্তু শনিবার সময় মত বাড়ি ফিরে না আসায় তাঁর পরিবারের লোকেরা বিভিন্ন এলাকায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। রাত এগারোটা নাগাদ কৃষ্ণপুর বয়েজ স্কুলের একটি ঘরে ওই শিক্ষকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। মৃত ওই বিএলও-র দাদা ফরমান উল কালাম বলেন, শনিবার আমার ভাই সময়মতো স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে না আসায় বিকাল থেকেই আমরা তাঁর জন্য বিভিন্ন এলাকায় খোঁজ খবর শুরু করি। রাত বাড়লে আমাদের পরিবারের এক সদস্য রানিতলা থানার এক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে ভাইয়ের খোঁজে তাঁর কর্মস্থল কৃষ্ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ খোঁজার পর একটি ঘরের মধ্যে আমার ভাইয়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। আমাদের অনুমান জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে এস. আই. আর.-এর কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য তাঁর উপর যেভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছিল তা সহ্য করতে না পেরেই আমার ভাই হামিমুল আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। ভগবানগোলার তৃণমূল বিধায়ক রিয়াত হোসেন সরকার বলেন, বিজেপির চাপে জাতীয় নির্বাচন কমিশন তাড়াহুড়ো করে এস. আই. আর.-এর কাজ শেষ করতে চাইছে। সেই কারণে প্রত্যেক বিএলও-র উপর অত্যাধিক কাজের চাপ রয়েছে। চাপ নেওয়ার ক্ষমতা সকলের নেই। তিনি বলেন, মৃত ওই বিএলও-র পরিবারের সদস্য এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলে আমি জানতে পেরেছি হামিমুলের উপর এস. আই. আর.-এর কাজের জন্য অত্যাধিক চাপ ছিল। ওই ব্যক্তিকে দিয়ে যেভাবে 'ম্যাপিং' এবং 'আনম্যাপিং'-এর কাজ করানো হচ্ছিল তা তিনি নিতে পারেননি। সেই কারণে আত্মহত্যার মত চরম পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। আমরা নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে ধিক্কার জানাই। তাদের জন্যেই একের পর এক নিরীহ মানুষ এবং বিএলও-দের অকালে প্রাণ যাচ্ছে।

# ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সামাজিক ও অনুপ্রেরণা মূলক উদ্যোগ হাসনাবাদে

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, হাসনাবাদঃ রাজ্যে জাঁকিয়ে বসেছে শীত। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুসারে আগামী বেশ কয়েকদিন জারি থাকবে শীতের এই স্পেল। অনেকের কাছেই শীত উপভোগ্য হলেও, শীতের এই অনুভূতি মোটেই সুখকর নয় আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য। সমাজের এই সহনাগরিকদের পাশে থাকার সামাজিক উদ্যোগ হাসনাবাদ ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের। রবিবার সারাদিনব্যাপী আয়োজনের সূচনা হয় ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। হাসনাবাদের তকিপুর রাজলক্ষ্মী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে এই সামাজিক উদ্যোগে শুধু মাত্র শীতবস্ত্র প্রদান নয়,শীতের দিনে মানুষের শারীরিক সুস্থতা নিরিক্ষন করতে ও তাদের সুস্থ রাখতে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও ঔষধ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। শিবির উপস্থিত হন বিভিন্ন বিভাগের স্বনামধন্য চিকিৎসকরা। শীতবস্ত্র প্রদান, বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবিরের পাশাপাশি ছিলো স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজনও। সামাজিক উদ্যোগের পাশাপাশি মঞ্চ থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্লকের উদীয়মান প্রতিভাদের উপহার তুলে দেওয়া হয় উদ্যোক্তাদের তরফে। ছিলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও। এদিনের এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বসিরহাট সাংগাঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন, উদ্বোধনী লগ্নে উপস্থিত হন হাসনাবাদ ১নং ব্লক তৃণমূলের সভাপতি আনন্দ সরকার, ২নং ব্লক তৃণমূলের সহ সভাপতি আখের আলি মন্ডল সহ ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েতের নেতৃত্ব সহ, তৃণমূলের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন, আসলাম গাজী সহ আয়োজকদের উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন আমরা যেদিন থেকে দল করতে এসেছি সেদিন থেকে দল আমাদের শিখিয়েছে রাজনীতির সাথে সাথে মানুষকে জনসেবা করতে হবে ও জনসেবার মধ্যদিয়েই আমাদের প্রতিটা দিন অতিবাহিত করতে হবে। আমরা যেহেতু তৃণমূল করি বছরে ৩৬৫ দিন মানুষের সুখ দুঃখে মানুষের সাথেই আমাদের থাকতে হয়। তার কথায় আমরা তৃণমূল কংগ্রেস আমরাই নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী, তা কথায় বিগত দিনে আসলাম গজীর নেতৃত্বে যে রক্তদান শিবির, বস্ত্র বিতরণ হয়েছিলো এবছর সেই রেকর্ডই ভাঙছে। একটা করে দিন যাবে আমরাই আমাদের রেকর্ডকে ভাঙবো ও উন্নতীর চরম শিখরে আমরা পৌঁছে যাবো। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আসলাম গাজী বলেন, আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিক, সারা বছর আমরা মানুষের পাশে থাকি। তাই এই প্রচন্ড শীতের কথা মাথায় নিয়ে তাদের শীত নিবারণের জন্য এদিন সহস্রাধিক মানুষকে কম্বল, সাল সহ শীতবস্ত্র তুলেদেওয়ার এই আয়োজন। পাশাপাশি শতাধিক মেধাবী ছাত্র ছাত্রী কে উৎসাহ প্রদানে পুরস্কৃত করা হয় বলে জানান আসলাম।

# দেহ সংকারের পর শ্মশানঘাটে যুবক খুন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মিঠুন হালদার শ্মশানে দেহ সৎকার করতে এসে বাঁশের আঘাতে খুন হয়ে গেলেন এক যুবক। শনিবার রাতে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের গোরাবাজার শ্মশান ঘাটে। মৃত যুবকের নাম জয়ন্ত ঘোষ (৩০)। তাঁর বাড়ি ডোমকল থানার অন্তর্গত চাঁদপুর ঘোষপাড়ায়। সূত্রের খবর, শনিবার রাতে এক প্রতিবেশীর দেহ সৎকার করতে গোরাবাজার শ্মশান ঘাটে এসেছিল জয়ন্ত ঘোষ সহ মৃতের বেশ কয়েকজন আত্মীয় পরিজন। অভিযোগ, সেই সময় শ্মশানে থাকা কয়েকটি দেহের মধ্যে কোন দেহটি আগে সৎকার করা হবে তা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বিবাদ বাধে। সেইসময় আচমকাই কয়েকজন পেছন থেকে বাঁশ দিয়ে জয়ন্তকে মাথায় আঘাত করে। ঘটনাস্থলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মৃত্যু হয় জয়ন্তর। জয়ন্তকে বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর আহত হন প্রান্তিক এবং চিরঞ্জিত নামে তাঁর দুই বন্ধু। বর্তমানে তাঁরা মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মৃত জয়ন্ত ঘোষের আত্মীয় পিন্টু ঘোষ জানিয়েছেন, তরবীন দাস নামে ডোমকলের চাঁদপুর ঘোষপাড়ার এক বাসিন্দার মৃতদেহ সৎকার করতে আমরা শনিবার রাতে বহরমপুরের গোরাবাজার শ্মশান ঘাটে আসি। সেখানে সৎকারের জন্য কলাবেড়িয়া গ্রাম থেকে একটি দেহ নিয়ে আসা অন্য একটি পক্ষের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে থাকা কয়েকজনের বচসা হয়। তারপর সব মিটমাটও হয়ে যায়।' তিনি আরও বলেন, আমরা যখন দেহ নিয়ে শ্মশানে অপেক্ষা করছিলাম, তখন জয়ন্ত তাঁর দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে শ্মশান থেকে কিছুটা দূরে চায়ের দোকানে চা খেতে গিয়েছিল। তখনই পেছন থেকে কিছু যুবক এসে জয়ন্তকে মাথায় বাঁশ দিয়ে আঘাত করে। বাঁশের আঘাতে সেখানেই লুটিয়ে পড়ে জয়ন্ত। পাশাপাশি তার দুই সঙ্গীও গুরুতর আহত হয়। খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে ছুটে যাই এবং রক্তাক্ত অবস্থায় তিনজনকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা জয়ন্তকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।দ গোরাবাজার শ্মশানঘাটে কর্মরত এক ব্যক্তি জানান, ঘটনার সময় সেখানে বেশ কয়েকটি দেহ সৎকারের জন্য রাখা ছিল। কিন্তু একটি দেহের পরিবারের লোকজন আসতে দেরি করায় সিরিয়াল নম্বর ৫৮ এবং ৫৯ নম্বরে থাকা দু'টি দেহের মধ্যে কোনটির আগে সৎকার হবে তা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা হয়। এরপরই জয়ন্তের উপর হামলার ঘটনা ঘটে। মৃত জয়ন্ত ঘোষের ভগ্নীপতি চিন্ময় ঘোষ জানান, জয়ন্ত একেবারেই নিরীহ একটি ছেলে। ঘোষপাড়ায় তাঁর যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। রবীন দাস নামে যে ব্যক্তির দেহ সৎকার করতে নিয়ে আসা হয়েছিল সে জয়ন্তর আত্মীয় নয়, প্রতিবেশী মাত্র।। কোনওরকম কারণ ছাড়াই নেশাগ্রস্ত কিছু যুবক জয়ন্তকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুন করল। আমরা খুনিদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করছি। ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বহরমপুর থানার পুলিশ। যদিও এই ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি বলেই জানা গিয়েছে।

# চম্পাহাটি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত ১

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর ঃ অবশেষে বারুইপুরের চম্পাহাটি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃত্যু হল একজনের। মৃত ব্যক্তির নাম গৌরহরি গঙ্গোপাধ্যায়। শনিবার গভীর রাতে টালিগঞ্জের এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালেই মৃত্যু হয় তাঁর। শনিবার দুপুরে বিকট শব্দে কেঁপে উঠেছিল চম্পাহাটি। ঘটনায় অন্তত চারজন গুরুতর আহত হন। তাঁদের মধ্যেই ছিলেন বছর ৩৫ এর গৌরহরি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাতেই এম আর বাঙ্গুরে নিয়ে আসা হয় গৌরহরি গঙ্গোপাধ্যায়কে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। শনিবার দুপুরে চম্পাহাটির বাজি কারখানায় কাজ চলছিল। তারই মধ্যে ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে কারখানাটি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, আচমকা অন্তত ২-৩ বার বিকট শব্দ কানে আসে। তাঁরা সকলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখেন, অদূরে কারখানার একাংশ ধসে পড়েছে। অ্যাসেবস্টাস টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল আশেপাশের আরও তিনটি বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারখানায় কাজের মাঝেই বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হন চারজন। জানা যায়, গৌরহরির গঙ্গোপাধ্যায়ের শরীরের প্রায় ৮৫ শতাংশও আগুনে ঝলসে গিয়েছিল। তাঁর বাড়ি ক্যানিং এর পিয়ালি এলাকায়। রবিবার সকালে সেই খবর পৌঁছানো মাত্র শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। অন্যদিকে ঘটনায় আহত আরও দুজন কিষাণ মণ্ডল এবং রাহুল মণ্ডলের অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে কিষাণ মণ্ডলেরও চিকিৎসা এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালেই চলছে। ঘটনার পরেই প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, শনিবার দুপুরে বিকট শব্দ কানে আসে অন্তত ২-৩ বার। তাঁরা বেরিয়ে দেখেন, বাজি তৈরির একটি কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটেছে। বিধান মণ্ডল নামে একজন ওই কারখানার মালিক। তবে ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত ওই কারখানার মালিকের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর জেলা পুলিশ। কেন এই বিস্ফোরণ তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ওই বাজি কারখানার লাইসেন্স ছিল কি না। তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

# নিজেরাই পাচারের টাকা লুটছে শাসক দল, হাওড়া পুরসভার ভোটও এরা করাতে পারেনি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নিজেরাই পাচারের টাকা লুটছে শাসক দল, হাওড়া পুরসভার ভোটও এরা করাতে পারেনি। হাওড়ায় বিজেপি'র 'পরিবর্তন সংকল্প সভা'য় মন্তব্য বিপ্লব দেবের। হাওড়া সদর জেলা বিজেপি'র ডাকে 'পরিবর্তন সংকল্প সভা'য় ডুমুরজলা রিং রোডে ওই মন্তব্য করেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সভায় ছিলেন হাওড়া জেলা সদর বিজেপির সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বিপ্লব দেব বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে হাওড়ার নিজস্ব পরিচিতি আছে। তৃণমূলের শাসনে এই ঐতিহাসিক শহর অবহেলিত। প্রায় সাত বছর হয়ে গেল এখানে সরকার পুরসভার নির্বাচন করতে পারল না। এর থেকে লজ্জার কি আছে? মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সবচেয়ে প্রাচীন শহরের মান সম্মান রাখেননি। তাঁর মন্ত্রী, সঙ্গ-পাঙ্গ'রা সব খেয়ে ফাঁকা করে দিয়েছে। মানুষ বামেদের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এনেছিলেন। কিন্তু তিনি শুধু দুটো উপহার দিয়েছেন। একটা ভাইপো আর একটা আইপ্যাক। আর কিছু দেয়নি রাজ্যকে। আইপ্যাকের অফিসে ইডি অভিযান করল। দিদি সরকার নিয়ে চলে গেছে আটকাতে। প্রতীক জৈনকে বাঁচাতে। একজন অবাঙালিকে বাঁচাতে। অথচ উনি বলেন বিজেপি অবাঙালিদের নিয়ে আসছে। রাজ্যে বংশবাদের রাজনীতি শুরু করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্মসংস্থান নেই। মহিলারা অসুরক্ষিত। ভীমরতি ধরেছে মুখ্যমন্ত্রীর। তৃণমূলকে তিনিই শেষ করেছেন। রাজ্যে সম্পদ রয়েছে। কিন্তু সেগুলো থেকে সরকার রেভিনিউ পাচ্ছেনা। কয়লা পাচার হয়ে টাকা নিজেরা লুটছে শাসকদল। আগামী বিধানসভা নির্বাচন রাজ্যকে বাঁচানোর নির্বাচন। প্রসঙ্গতঃ, এদিনের বিজেপির সভায় বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী পদ্ম শিবিরে যোগ দেন। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে তৃণমূল সরকারের সীমাহীন চুরি, দুর্নীতি, খুন, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন ও এসআইআর নিয়ে মিথ্যাচারের প্রতিবাদে ভারতীয় জনতা পার্টির হাওড়া সদর সাংগঠনিক জেলার ডাকে 'পরিবর্তন সংকল্প সভা' অনুষ্ঠিত হয়।

## ঝিকিরা -হাওড়া রুটের বাসের চাকায় পিষ্ট পথচারী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়াঃ রবিবার সকালে হাওড়ার জয়পুর থানা এলাকার ঝিকিরায় একটি পেট্রোল পাম্পের কাছে এক পথচারীকে পিষে দেয় ঝিকিরা-হাওড়া রুটের একটি বাস। এই ঘটনা চোখের সামনে ঘটতে দেখে জনতা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। জখম পথচারীকে উদ্ধার করে অমরাগোড়ী হাসপাতালে পাঠালে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এর আগে উত্তেজিত জনতা গাড়ি ভাঙচুর করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নামানো হয় বাফ। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। মৃতের নাম কার্তিক দোলুই (৫৪)।

## বাসন্তীতে শিশু চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার এক মহিলা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বাসন্তীঃ দুই বছরের শিশুকে চুরি করে পালানোর অভিযোগে এক মহিলাকে হাতেনাতে ধরে গাছে বেঁধে বেধড়ক মারধর স্থানীয়দের। পরে পুলিশ গিয়ে মহিলাকে উদ্ধার করে। ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর পুলিশ জেলার বাসন্তী থানার কাঁঠালবেড়িয়া এলাকায়। পুলিশ জানা গিয়েছে, ধৃত মহিলার নাম মানোয়ারা গাজি। তিনি জীবনতলা এলাকার বাসিন্দা। শিশুকে চুরি করে পালাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ উঠে। বাচ্চাটি চিৎকার করলে স্থানীয় বাসিন্দারা মহিলাকে তাড়া করে ধরেফেলেন। বাসন্তীর শাহানারা মোল্লা নামে এক মহিলা অভিযোগ করেন মানোয়ার তাঁর সন্তানকে চুরি করে পালিয়েছেন। মানোয়ারা সঠিক উত্তর দিতে না পারায় শিশু চুরির অভিযোগে তাঁকে গাছে বেঁধে বেধড়ক মারধর করেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। মহিলাকে উদ্ধার করে তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে শিশুটিকেও। অভিযুক্ত মহিলা কোনও শিশু পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত কিনা, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। আগে এই রকম কোনও অপরাধ মহিলা করেছিলেন কিনা, তাও দেখা হচ্ছে। ধৃতকে রবিবার আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেসের আজ থেকে অনশন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুডি ঃ মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্প কে বন্ধ করে দিয়েছে বিজেপি সরকার।আর এর ই প্রতিবাদে কংগ্রেসের অনশন মঞ্চ। বিবিজি রামজি নামে নতুন প্রকল্প চালু করে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার। এর প্রতিবাদে অনশন কর্মসূচি পালন করবে জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস গতকাল এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা ঘোষণা করে। প্রদেশ কংগ্রেসের সহ সভাপতি নির্মল ঘোষ দস্তিদার বলেন কেন্দ্রের এই জনবিরোধী নিতির প্রতিবাদে লাগাতার চলবে আন্দোলন। কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্প থেকে মহাত্মা গান্ধীর নাম বাদ দেওয়া সেটি দেশের জন্য ক্ষতিকারক। আজ থেকেই গান্ধী মূর্তির থেকে শুরু হলো প্রতিকি অনশন। উপস্থিত হয়েছিলেন জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্বর।

## নির্বাচনের দিন যতই এগোচ্ছে ততই উত্তপ্ত বাংলার রাজনীতি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নির্বাচন এগিয়ে আসতেই উত্তপ্ত হচ্ছে বাংলার রাজনীতি। তৃণমূলের দলীয় পতাকা নর্দমায় ফেলে দিয়ে সংকল্প সভার প্রস্তুতি নিচ্ছিল বিজেপি এই অভিযোগে সরব তৃণমূল। উত্তেজনা দুর্গাপুরের ১৬নং ওয়ার্ডের ধান্ডাবাগ বাগান পাড়ায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপির দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে তৃণমূলের দলীয় পতাকা ফেলে দেয়। পরদিন সকলেই নজরে আসে। এরপরই তৃণমূলের কর্মীরা সরব হয়। তৃণমূলের প্রাক্তন পুরপিতা পল্লব নাগ ও সুশীল চ্যাটার্জী বলেন, তৃণমূল কর্মীরা চাইলে আধ ঘন্টায় প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্তু আমরা নোংরা রাজনীতি করি না। যারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবো। পাল্টা বিজেপির মুখপাত্র সুমন্ত মন্ডল বলেন, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ধারাবাহিকভাবে চলছে। নিজেরাই দলীয় পতাকা নর্দমায় ফেলে দিয়েছে। আর উত্তেজনা ছড়াতে বিজেপির নামে দোষ দেওয়া হচ্ছে।

## খাঁচায় বন্দি চিতাবাঘ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বনদপ্তরের খাঁচায় বন্দি হল পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য বানারহাট থানা এলাকায়। বাসিন্দারা সাত সকালে বনদপ্তরের পাতা খাঁচার সামনে গিয়ে দেখতে পান। খাঁচার ভেতরে একটি চিতাবাঘ ধরা পড়েছে। বনকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করেন। উল্লেখ্য যে আগে খুটাবাড়ি এলাকা থেকেই চিতাবাঘের আক্রমণে এক শিশুর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনার পর থেকেই বনদপ্তর এলাকার বিভিন্ন চা বাগান ও সংলগ্ন চা বাগানে চিতাবাঘ ধরার জন্য একাধিক খাঁচা পেতে রাখে।

# বিবেকানন্দের আদর্শে যুব জাগরণ; নবদ্বীপে ভাবানুরাগী যুব সম্মেলনে উৎসাহের জোয়ার।

দুরন্তবার্তা, গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া ঃ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুব সমাজকে মানবিক ও দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন শাখায় অনুষ্ঠিত হল স্বামী বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুব সম্মেলন। রবিবার ১১ই জানুয়ারি ২০২৬, রামকৃষ্ণ মিশন, নবদ্বীপ শাখার উদ্যোগে এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক-এর সহযোগিতায়, নদীয়া জেলা স্বামী বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুব সম্মেলন সমিতির তত্ত্বাবধানে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ১২৮ জন যুব প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, স্বামী বিবেকানন্দের গান ও তাঁর বাণী পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। প্রথম পর্বেই যুব প্রতিনিধিরা তাঁদের ভাবনা ও অভিজ্ঞতা সকলের সামনে তুলে ধরেন। এরপর যুব জাগরণে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা বিষয়ে বিশদ ও প্রাঞ্জল আলোচনা করেন অধ্যাপক ডঃ শুভব্রত ধর। পরবর্তী পর্বে তবর্তমান ছাত্রসমাজ ও স্বামী বিবেকানন্দ শীর্ষক বিষয়ে আলোকপাত করেন স্বামী তপোনিষ্ঠানন্দ মহারাজ, প্রধান শিক্ষক, রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয়, সারগাছি। সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব, যেখানে যুব প্রতিনিধিদের বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক ও ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী অমরেশ্বরানন্দজি মহারাজ জানান, সুবক্তাদের উদ্দীপ্ত ও চিন্তাশীল বক্তব্যে যুব প্রতিনিধিরা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তাঁর আশা, এই সম্মেলনের মাধ্যমে প্রত্যেক প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে নিজেদের জীবন গড়ে তুলে আরও ভালো মানুষ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে সমাজে অবদান রাখবেন।

# বাঙালিদের অসম্মান করছেন মোদী, অভিযোগ সাংসদ প্রসূনের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ 'পড়াশোনা করেননি। শুধু বড়ো বড়ো কথা বলে বেড়াচ্ছেন। একদিন বাঙালিরাই তো দেশকে বাঁচিয়েছে। সেই বাঙালিদেরই উনি আজকে অসম্মানিত করছেন। উনি ভোটে গোহারা হারবেন।' প্রধানমন্ত্রী মোদীকে এভাবেই আক্রমণ শানালেন তৃণমূল সাংসদ প্রসূন ব্যানার্জি। রবিবার সকালে দক্ষিণ হাওড়ায় ২ দিনব্যাপী বিবেক চেতনা উৎসবে উপস্থিত হয়ে প্রসূন ব্যানার্জি আরও বলেন, 'মমতা যতদিন থাকবেন বাংলায় ওনাকে কেউ হারাতে পারবে না। অভিষেক ব্যানার্জিও ওনাকে যোগ্য সহযোগিতা করছেন।' এদিন মধ্য হাওড়ায় অন্য এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠানে এসে তৃণমূল সাংসদ প্রসূন ব্যানার্জি জানান, আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে এবং অফিসে ইডি হানা নিয়ে তিনি লোকসভাতেও সরব হবেন। তিনি বলেন, আইপ্যাক যেভাবে নির্দেশ দেয় সেভাবে আমরা কাজ করি। আমরা কতটা কাজ করতে পারব সেটা ঠিক হয়। আমাদের খেলাকে ভাঙার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একেবারে অকাজের লোক। পড়াশোনা জানেন না লিখতে পারেন না। শুধু বাংলার নামে বদনাম করে। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া উচিত। আমরাই এখানে জিতব। অন্যদিকে, এর পাশাপাশি গত বৃহস্পতিবার আইপ্যাকে'র কার্যালয়ে ইডি হানার ঘটনায় ধিক্কার জানিয়ে হাওড়ায় মিছিল হয় তৃণমূল কংগ্রেসের। সেই কর্মসূচিতে মন্ত্রী অরূপ রায় বলেছিলেন আমরা চুপ করে থাকবনা। প্রয়োজনে মারামারি করব। এবারে সেই সুরেই হাওড়ার সাংসদ প্রসূন ব্যানার্জি শনিবার সন্ধ্যায় এক অনুষ্ঠানে এসে 'যুদ্ধ ঘোষণা'র কথা বলেন। ইডি হানার খবর পেয়ে সেদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জির যে ভূমিকা তাকে সমর্থন জানিয়ে প্রসূন ব্যানার্জি বলেন, তিনি (মমতা ব্যানার্জি) ঠিক কাজই করেছেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিভিন্ন ভাষণ ও মন্তব্যের পাল্টা হুংকার দেন প্রসূন। সেইসঙ্গে তিনি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কটাক্ষ করেন। প্রসূন ব্যানার্জি বলেন, 'দিদিকে অপমান আমরা মানব না। আমরা চ্যালেঞ্জ নিচ্ছি, ২০২৬-এ মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বেই ফের বাংলায় আমরাই সরকার গড়ব। ১০০ শতাংশ দিদি জিতবে। শুভেন্দু'কে দেখে আমার ঘেন্না হয়। ও 'গো-হারান' হারবে। আমরাই জিতব।' প্রসঙ্গতঃ আইপ্যাক দপ্তরে ইডি হানা এবং মমতা ব্যানার্জিকে কুরুচিকর সম্বোধনের প্রতিবাদে হাওড়া ময়দানে শনিবার তৃণমূল কংগ্রেস বিক্ষোভ দেখায়। যার নেতৃত্বে ছিলেন প্রসূন ব্যানার্জি।

# জয়নগরে মোয়ার গুনগত মান যাচাইয়ে খাদ্য দফতরের অভিযান

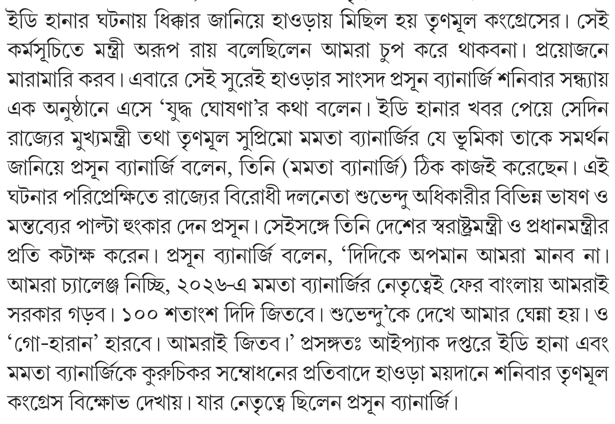

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর ঃ জয়নগরের মোয়ার গুনমান যাচাই করতে এবার খাদ্য দফতরের অভিযান জয়নগরে। শীত পড়তেই বাঙালির লোভনীয় খাবার জয়নগরের মোয়া। আর এই মোয়া আপনারা যেটা খাচ্ছেন সেটা সঠিক তো। আর তাই যাচাই করতে খাদ্য দফতর অভিযানে নামলো জয়নগরে। প্রতিদিনই জয়নগর ও বহড়ুর বিভিন্ন মিষ্টি দোকানগুলিতে জয়নগরের মোয়া বিক্রি হচ্ছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। ছোট থেকে বড় সব দোকানেই উপচে পড়া ভিড় ক্রেতাদের। আর তাই সবার কাছে একটাই প্রশ্ন হল, যে মোয়া তৈরি হচ্ছে, তার গুণমান ঠিক আছে তো। পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখেই কি তৈরি করা হচ্ছে। তা খতিয়ে দেখতেই জয়নগরের বিভিন্ন দোকানে অভিযান চালালো দক্ষিণ ২৪ পরগনা স্বাস্থ্য জেলা খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ। পরীক্ষার জন্য একাধিক জায়গা থেকে তাঁরা মোয়ার বাক্স সংগ্রহ করেছেন। যেসব দোকানে বা কারখানায় পরিচ্ছন্নতার বালাই নেই, সেখানে নোটিস ঝুলিয়েছেন। এছাড়াও বিনা লাইসেন্সে বা রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই ব্যবসা করছেন, তাঁদেরও নোটিস দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। জানা গেছে, পর পর দু'দিন অভিযান চালিয়েছেন আধিকারিকরা। দোকানদারদের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা নানা তথ্য সংগ্রহ করেন। কীভাবে মোয়া তৈরি হচ্ছে, প্যাকেজিং হচ্ছে কীভাবে, সবই খতিয়ে দেখেন তাঁরা। পরিদর্শনের সময় একাধিক দোকানেই পরিছন্নতার অভাব ফুটে উঠেছে। এ ব্যাপারে মালিকদের আরও বেশি সতর্ক হতে পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা। বিক্রেতারা বলছেন, আগে কখনও জয়নগরের মোয়ার গুণগত মান যাচাইয়ের জন্য এমন অভিযান বা নমুনা সংগ্রহ হয়নি। আসলে খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের কাছে মোয়া নিয়ে কমবেশি অভিযোগ আসছিল। তার ভিভিতেই মোয়ার গুণগত মান যাচাই করতে পথে নেমেছেন। জানা গিয়েছে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হাতে না পারলে সংশ্লিষ্ট দোকানদারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ৪৬ সংখ্যা, সোমবার, ২৭ পৌষ ১৪৩২

# ভোটের আগে তদন্তের জোয়ার কি রাজনৈতিক হাতিয়ার?

গত কয়েক বছরে ভারতীয় রাজনীতির এক অস্বস্তিকর ছবি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। রাজ্য বা লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসে, ততই যেন ‘ ভাঙে’ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা-ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট) ও সিবিআই (সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন)-এর। দীর্ঘ সময় ধরে নীরব থাকার পর হঠা ভোটের মুখে অভিযানে নেমে পড়া, গ্রেপ্তার, জেরা, তল্লাশি-এসব এখন আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বরং এক প্রায় নিয়মিত প্রবণতা। প্রশ্ন উঠছে, এটি কি নিছক কাকতাল, নাকি গণতন্ত্রের জন্য উদ্বেগজনক এক রাজনৈতিক বাস্তবতা? তদন্তকারী সংস্থাগুলির কাজ হওয়ার কথা পেশাদারিত্ব, নিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসন বজায় রাখা। অপরাধের তদন্ত কখন শুরু হবে বা কখন গতি পাবে, তা প্রমাণ, সূত্র ও আইনি প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করার কথা-ভোটের ক্যালেন্ডারের উপর নয়। অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, নির্বাচনের ঠিক আগে এজেন্সিগুলির তপরতা অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায়। এই সময়-নির্ভর সক্রিয়তা স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহের জন্ম দেয় এবং সংস্থাগুলির নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। ভারতের মতো বিশাল দেশে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত কম। কাজেই সব আর্থিক বা প্রশাসনিক অপরাধ রাজনৈতিক নেতারাই করেন-এমন ধারণা যুক্তিসঙ্গত নয়। অথচ সাম্প্রতিক কালে ইডি ও সিবিআইয়ের তদন্তের কেন্দ্রে প্রধানত রাজনৈতিক নেতারাই। বিশেষ করে যাঁরা কেন্দ্রের শাসক দলের বিরোধিতা করেন, তাঁদের বিরুদ্ধেই তদন্তের হার বেশি-এই অভিযোগ ক্রমেই জোরালো হচ্ছে। ফলে তদন্তের উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা ও দুর্নীতির সম্পর্ক নতুন কিছু নয়। এটি শুধু তথাকথিত ‘ বিশ্বের’ সমস্যা নয় উন্নত পশ্চিমি গণতন্ত্রেও রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে দুর্নীতি দেখা যায়। ইতিহাস সাক্ষী-বিশ্বজুড়ে বহু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের নেপথ্যে ক্ষমতাসীন নেতাদের দুর্নীতি একটি বড় কারণ ছিল। অর্থা গণতন্ত্রে দুর্নীতি থাকবে-এটি এক নির্মম বাস্তবতা। কিন্তু গণতন্ত্র টিকে থাকে এই কারণে যে, সেখানে দুর্নীতির প্রতিকারের ব্যবস্থাও থাকে-স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, মুক্ত সংবাদমাধ্যম এবং নিরপেক্ষ তদন্তকারী সংস্থা। সমস্যা শুরু হয় তখনই, যখন এই প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাগুলিই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অপব্যবহৃত হয়। ভারতের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, কোনও নেতা কেন্দ্রের শাসক দলে যোগ দেওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে চলা তদন্তের গতি হঠাৎ শ্লথ হয়ে যাচ্ছে, কখনও বা কার্যত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অথচ সেই নেতার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের পেছনে যে যথেষ্ট প্রমাণ ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। এই ঘটনাপ্রবাহ থেকেই জন্ম নিয়েছে তথাকথিত ‘ওয়াশিং মেশিন থিযোরি মেশিন থিয়োরি’-বিরোধী শিবিরের নেতা শাসক দলে গেলেই যেন তাঁর ‘দাগ ধুয়ে যায়। এর উল্টো ছবিটিও সমানভাবে উদ্বেগজনক। বহু ক্ষেত্রে তদন্তের পেছনে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিশেষ করে যখন কোনও রাজ্যে ভোটের ঠিক আগে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী নেতার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়, তখন প্রশ্ন ওঠে-এটি কি সত্যিই আইনের প্রয়োগ, না কি ভোটের ময়দানে প্রতিপক্ষকে দুর্বল করার কৌশল? দীর্ঘদিন নীরব থাকার পর আচমকা সক্রিয় হয়ে ওঠা সব সময়ই রহস্যজনক, আর গত কয়েক বছরে এই রহস্যজনকতার পুনরাবৃত্তি সন্দেহকে আরও ঘনীভূত করেছে। এই বিষয়টি নিয়ে দেশের বিভিন্ন আদালতও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আদালতের পর্যবেক্ষণে বারবার উঠে এসেছে তদন্তকারী সংস্থার স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার প্রশ্ন। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় এই সংস্থাগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এদের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হলে তার প্রভাব পড়ে পুরো ব্যবস্থার উপর। কারণ নাগরিকের আস্থা যদি আইনের রক্ষকদের উপর থেকে সরে যায়, তবে আইনের শাসন কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ইডি বা সিবিআই যদি আইন মেনে, প্রমাণের ভিত্তিতে এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করে, তবে তা দেশের গণতন্ত্র ও অর্থনীতির জন্য মঙ্গলজনক। কালো টাকা, অর্থনৈতিক অপরাধ বা ক্ষমতার অপব্যবহার রুখতে শক্ত তদন্ত জরুরি। কিন্তু তদন্ত যদি কেবল ভোটের অঙ্কে পরিচালিত হয়, তবে তার ফল উল্টো হতে বাধ্য। স্বল্পমেয়াদে রাজনৈতিক লাভ হলেও দীর্ঘমেয়াদে তা গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা হারানো মানেই গণতন্ত্রের ভবিষ্যকে বিপন্ন করা। কারণ গণতন্ত্র কেবল নির্বাচন নয় এটি প্রতিষ্ঠান, নিয়ম ও নৈতিকতার সমষ্টি। যদি নাগরিকরা বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে তদন্ত, গ্রেপ্তার বা মামলার সময়সূচি ঠিক হচ্ছে ভোটের তারিখ দেখে, তবে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি আস্থা ভেঙে পড়বে। সেই ভাঙন সহজে জোড়া লাগে না। আজ ভারতের সামনে প্রশ্নটি তাই অত্যন্ত স্পষ্ট আমরা কি এমন এক গণতন্ত্র চাই, যেখানে তদন্তকারী সংস্থাগুলি আইনের চোখে সবার জন্য সমান হবে? না কি এমন এক ব্যবস্থা, যেখানে ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে তদন্তের দিশাও বদলে যাবে? এই প্রশ্নের উত্তর শুধু রাজনৈতিক দলগুলির নয়, বরং দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ভোটের আগে তদন্তের ‘ যদি সত্যিই আইনের স্বার্থে হয়, তবে তার সময় ও লক্ষ্যবস্তু নিয়ে স্বচ্ছতা থাকা জরুরি। আর যদি তা রাজনৈতিক স্বার্থে হয়, তবে তা গণতন্ত্রের জন্য নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক সংকেত। আজ যে প্রশ্ন উঠছে, তা কেবল ইডি বা সিবিআইকে ঘিরে নয়-তা আসলে ভারতের গণতান্ত্রিক ভবিষ্য নিয়েই। ভোটের আগে ইডি ও সিবিআইয়ের হঠা সক্রিয়তা আজ আর কেবল প্রশাসনিক ঘটনা নয়, তা ভারতের গণতন্ত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে এক গভীর প্রশ্ন তুলে ধরেছে। তদন্তকারী সংস্থাগুলির প্রধান দায়িত্ব হওয়ার কথা আইন অনুযায়ী, নিরপেক্ষ ও পেশাদার তদন্ত চালানো। কিন্তু যখন বারবার দেখা যায় যে নির্বাচনের মুখে বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধেই তদন্তের গতি বাড়ে।

## শ্রীরামকৃষ্ণদেব

৫. সংসারে থেকেও সাধনা সম্ভব-শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন- সংসার ত্যাগ জরুরি নয়, আসক্তি ত্যাগই আসল ত্যাগ,পদ্মপাতার মতো জলে থেকেও জলে ভেজা নয়। ৬. কাম-কাঞ্চন ত্যাগ-তাঁর ভাষায়- কাম (ভোগ) কাঞ্চন (ধন)
এই দুই ঈশ্বরলাভের প্রধান বাধা। ৭. নিরহংকার ও সরলতা-তিনি বলতেন-
জ্ঞানীর চিহ্ন হলো নম্রতা, অহংকার ঈশ্বর থেকে দূরে সরায়,৮. সসঙ্গের গুরুত্ব, পবিত্র মানুষের সঙ্গ, সাধু ও ভক্তের সঙ্গে থাকা, এতে মন ঈশ্বরমুখী হয়।৯. গুরুর প্রয়োজনীয়তা- সঠিক গুরুর পথনির্দেশ ছাড়া, আধ্যাত্মিক উন্নতি কঠিন। ১০. অভিজ্ঞতাই আসল ধর্ম-শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন- শুধু শাস্ত্র পড়া যথেষ্ট নয়, ঈশ্বরকে দেখা ও অনুভব করাই আসল ধর্ম। সংক্ষেপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা- ঈশ্বর এক, পথ

## ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ, একজন আদর্শ মানুষ তৈরি করাই জীবনের লক্ষ্য। ৩. কর্মই উপাসনা-তিনি জোর দিয়ে বলেছেন- অলসতা পাপ, স কর্মই ঈশ্বরসেবা কাজের মধ্য দিয়েই আত্মশুদ্ধি আসে। ৪. গুরু-অনুসরণ অপরিহার্য-ঠাকুরের মতে- সঠিক পথে চলতে হলে জীবন্ত সদ্গুরুর আশ্রয় প্রয়োজন, গুরুর আদর্শে জীবন গড়াই মুক্তির পথ ৫. পরিবার ও সমাজে দায়িত্ব-তিনি পরিবারকে জীবনের মূল ভিত্তি মনে করতেন। দায়িত্বশীল স্বামীস্ত্রী হওয়া, সন্তানকে চরিত্রবান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। এটাই সমাজ সংস্কারের প্রথম ধাপ। ৬. শরীর, মন ও আত্মার সমন্বয়,
ঠাকুর বলতেন- সুস্থ শরীর ছাড়া উন্নত মন সম্ভব নয়
মন শুদ্ধ না হলে আত্মউন্নতি হয় না,তাই তিনটির সমন্বয় জরুরি।৭. আত্মসংযম ও শৃঙ্খলা-তাঁর বাণীতে বারবার এসেছে- সংযম, নিয়মিত জীবনযাপন, ব্রহ্মচর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ,এগুলো মানুষকে শক্তিশালী করে।

# মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এর ব্রাহ্ম ধর্ম হল রক্ষণশীল আর কেশব চন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম উদার

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ গগনেন্দ্র , রবীনন্দ্রনাথ দুজনের কণ্ঠে প্রত্যয়ের এক সুর একটি বাচ্চা মেয়ের জীবন তারা নষ্ট হতে দেবেন না। প্রতিমা প্রথমে রাজি ছিলেন না, সংস্কারের সঙ্গে অজানা আশঙ্কা।রবীন্দ্রনাথ সমস্ত সামাজিক সংস্কার ভাঙার উদ্যোগ নিলেন,উদার হৃদয়ের গগদেন্দ্রো রাজি কিন্তু সমাজ কি এই বিয়েতে সম্মতি দেবে? ১৯১০ সালে এক শীতের দিনে সমস্ত সামাজিক বাধাকে অগ্রাহ্য করে প্রতিমা, রবীন্দ্রনাথের পরিবারে গৃহ লক্ষ্মী হযে. প্রবেশ করলেন। জোড়াসাঁকোতে প্রথম বিধবা বিবাহ হল রথীন্দ্র ও প্রতিমার। নিজের পুত্রের সাথে বাল্যবিধবা কন্যার বিয়ে দিয়ে হৃদয়হীন সমাজের অনুশাসন ভাঙার বার্তা দিলেন রবীন্দ্রনাথ। পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পেটে কি একটা গোলমাল,সর্বদা অসুস্থবোধ করতেন, খাওয়া দাওয়া একেবারেই রোগীর পথ্য। রবীন্দ্রনাথ পুত্রের স্বাস্থের বিষয়ে কেবল ভাবতেন না, বলতেন রথী না জানি আমার আগেই যায়।

একবার দু ঃখ করে বলেছেন রথীর দুর্ভাগ্য,সে আমার পুত্র। তাই রথীর গুণগুলো কারও চোখে পড়ল না,আমার আড়ালে সব চাপা পড়ে গেল মানুষ রথীন্দ্রনাথ আদপে যথেষ্ট লাজুক প্রকৃতির। বিখ্যাত পিতার ছেলে হযেও নিজে কম গুণের অধিকারী ছিলেন না। নানারকম যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করে নতুন কিছু বের করা ছিল তাঁর নেশা। উদয়নে প্রতিমা দেবী - রথীনদ্রনাথের শোবার ঘর। সেখান ছিল মস্ত এক নীচু খাট, টানটান বিছানা, ছোট -বড় কয়েকটি তাকিয়া আর বালিশ। রথীন্দ্রনাথের অভ্যাস বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় লেখালেখি করা।চিঠিপত্র থেকে প্রয়োজনীয় লেখা সব বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাতেই লিখতেন।

ঘরের বড় বড় দরজা,জানলা সব খোলা। কবি ঘনিষ্ঠ রানী চন্দ প্রতিমা- রথীর ঘরের পাশ দিয়ে রাতে শোবার সময় দেখতেন রথীন্দদ্রনাথ বিছানায় শুয়ে শুয়ে লিখেছেন। প্রতিমা দেবী পাশে বসে একটা তাকিয়া কোলে কথা বলেই চলেছেন। রথীন্দ্রনাথ লিখতে লিখতে মাঝে মাঝে একটু হাঁ হুঁ করতেন কি করতেন না এর বেশি নয় তবে তাতে প্রতিমা দেবীর কথা শেষ হত না। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে রানী চন্দ শুতে যেতেন। আবার খুব ভোরে যখন তিনি নেমে আসতেন দেখতেন প্রতিমা সেই ভাবে রথীর সাথে কথা বলছেন। আর রথী শিযরের কাছে বাতি জ্বেলে সেই রকম শোওয়া অবস্থায় বই পড়ছেন। তাই রানী চদ লিখেছেন রথীদা- বোঠানের শয্যার এই দৃশ্যটি আমার বড় মধুর লাগত,এখনো লাগে যখন ভাবি তাঁদের কথা। বোঠান -রথীদাকে আলাদা করে ভাবতে পারি না। দুজনেই যেন এক। তাঁদের কাজ পৃথক আকারের হলেও সুর ছিল এক তারে বাঁধা।

প্রতিমা দেবী বাগান করতে শুরু করলেন, চারিদিকে জুঁই,বেশি, দোলনচাঁপার সারি। রথীন্দ্রনাথের কারখানা ঘর ঢেকে দিলেন বসন্তমালতী ঝুমকোলতায়। ওদিকে রথীন্দ্রনাথ ও বাগান করা শুরু করেছেন। রানী চন্দরা ছুটোছুটি করেন আর দেখেন দুই বাগানের কোনটি সেরা। সেই সব দেখে রথীন্দ্রনাথ হাসেন মিটিমিটি,প্রতিমা খুকখুক করে। দিনে দিনে রথীন্দ্রনাথের বাগানের নেশা বাড়ে।আশ্রমে ঘুরে ঘুরে বেছে গাছ লাগাতেন। স্বামী- স্ত্রীর বাগানে উত্তরায়ণ আলোকিত হয়ে ওঠে ঘন ছায়া ফেলল। শ্যামলে শ্যামলে সবার চোখ জুড়িয়ে যায়, আশ্রমের রাঙামাটি দিকে দিকে ঢাকা পড়ে। প্রতিমা ছিলেন জাত শিল্পী এই সম্পদ তাঁর জন্মগত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদরের ভাগ্নী। জোড়াসাঁকোয় যখন ’ বিচিত্রা’ শুরু হয় সেখানে ছবি আঁকতেন। নিজের

বলে কোনও সময় ছিল না, তাঁকে না হলে রবীন্দ্রনাথের চলত না। আর প্রতিমার নিজের বলে কোনও সময় ছিল না। গুরুদেব আছেন,সংসার আছে, আছে আশ্রম। কত কিছু তাঁর দাযিত্ব। সব হাসিমুখে সামলে নিতেন। প্রতিমা নিজেও খুব সুস্থ ছিলেন না। হাঁপানির সমস্যা ছিল। যখন সেই সাংঘাতিক টান উঠত দাঁড়িয়ে দেখা ছিল দু ঃসহ। রাতের পর রাত, দিনের পর দিন একটানা কষ্ট পেতেন।

রবীন্দ্রনাথের আশপাশে প্রতিমা থাকলেও রথীন্দ্রনাথ সবসময় আড়ালে থাকতেন। আশ্রমের কাজে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ডেকে পাঠালে রথী অন্যদের এগিয়ে.দিয়ে নিজে পিছনে আসতেন, পিছনে বসতেন অথবা দাঁড়িয়ে থাকতেন। কবির অনেক ছবি নানা রঙের কাঠ দিয়ে এমন ’ইনটেড’ ওয়ার্ক করতেন যে আসলের কাছাকাছি যেত। কারুকার্যেও দক্ষ ছিলেন।

সেবার সবাই ঠিক করলেন রথীদ্রনাথের পঞ্চাশ বছরের জন্মোসব পালন করা হবে। বন্ধু,স্নেহাস্পদদের উসাহ তিনি কিছুতেই থামাতে পারেন না। কাতর হয়ে শুধু বললেন আশ্রমে কিছু করো না,বাবামশায.আছেন। তাঁর সামনে আমাকে লজ্জা দিয়ো না। তবে সেই খবর রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছে যায়। তিনি বললেন সবাই ভাল করে আয়োজন কর,আমি নিজে রথীর জন্মোসবে যোগ দেব। সেই খবর পেয়ে রথীনন্দ্রনাথ লজ্জা পেয়ে একপ্রকার বেঁকে বসলেন। শেষে ঠিক হয় অনুষ্ঠান হবে শ্রীনিকেতনে।

আমগাছের ছায়ায় বেদীতে রবীন্দ্রনাথ বসেছেন, পাশে রথীন্দ্রনাথ,উৎসব রঙের হলুদ চাদর গায়ে। ক্ষিতিমোহন সেন,হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীজী মন্ত্র পড়লেন। কবিগুরু আশীর্বাদী কবিতা লিখে এনেছিলেন, পড়লেন,বড় মর্মস্পর্শী সেই কবিতা -মধ্যপথে জীবনের মধ্যদিনে উত্তরিলে আজি,এই পথ নিয়েছিলে চিনে
সাড়া পেয়েছিলে তব প্রাণে
দুরগামী দুর্গমের স্পর্ধিত আহ্বানে,
ছিল যবে প্রথম যৌবন।
শেষ ক’লাইন-
বিদাপ্রহরে রবি দিনান্তের অস্তনত করে
রেখে যাবে আশীর্বাদ তোমার ত্যাগের ক্ষেত্র -, পরে।

গান হল, রথীন্দ্রনাথ নতমস্তকে বসে আছেন। পিতা-পুত্র বসে আছেন পাশাপাশি, অপূর্ব এক দৃশ্য। রানী চঃদ লিখেছেন শুধু একবারই আমরা দেখেছি এ ছবি।

সত্যি বলতে কবির ডান হাত ছিলেন রথীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ নিজের মুখে বলেছেন আমি রথীর উপরে জোর করি নি। রথী আমেরিকা থেকে ফিরে এল,নিজেই একদিন আমার কাজে সে নিজেকে উৎসর্গ করল।।

প্রতিমার জীবনে গ্রহণ করার অসামান্য দক্ষতা ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর দান কম নয়। যেমন ভাল লিখতে পারতেন তেমন ভাল আঁকতে। মামা অবনীন্দ্রনাথের কাছেই হাতেখড়ি। কারুশিল্পের প্রতি গভীর টান। কবির সাথে যখন বিশ্বভ্রমণ গিয়েছিলেন সেই সব দেশের হস্তশিল্পের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করেছেন।

ইন্দোনেশিয়া গিয়ে কাপড়ের ওপর বাতিকের কাজ দেখে সেই শিল্পকে সমত্নে নিয়ে আসেন কলাভবনে। ফ্রান্স থেকে সেরামিকসের কাজ শিখে এসে শ্রীনিকেতনে শেখাবার ব্যবস্থা করেন। রথীন্দ্রনাথের কাঠ, চামড়ার কাজের সঙ্গে তাঁর নিজের দেখা বিদেশি নকশা মিশিয়ে দিতে চাইতেন। গড়ে উঠত নতুন ধরনের ট্রে , ফুলদানি, নানারকম পাত্র কিংবা ল্যাম্পশেড। আজ যা কাপড়ে বা চামড়ার ব্যাগে মোড়ায় বা ঘর সাজানোর উপকরণে শান্তিনি কেতনের বৈশিষ্ট্য বলে যা দেখা যায় বলতে গেলে সবটা প্রতিমার দান।

ইতিহাস গুণবতী স্নিগ্ধ প্রতিমাকে মনে রাখবে ছবি আঁকা বা লেখার জন্য নয়, শান্তিনিকেতনে মেয়েদের জন্যে নৃত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা। নিজে মঞ্চে উপস্থিত হযেছেন কম। তাঁর বিয়ের পর শান্তিনিকেতনে মেযেদের প্রথম অভিনয় ’ লক্ষীর পরীক্ষা ’ প্রতিমা সেজেছিলেন ’ক্ষীরি’। এরপর নিজে অভিনয.না করলেও তিনি ছিলেন রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের প্রাণ। দীর্ঘ চোদ্দো বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর প্রতিমা রাবীন্দ্রিক নৃত্যনাট্যের পাকা রূপ ফুটিয়ে তুললেন ’ চিত্রাঙ্গদা’য়। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ কে প্রতিমা যত গভীরভাবে বুঝতেন ততখানি বোধহয় কেউ বোঝেন নি। রথীর সাথে কবির আদর্শগত বিরোধ হয়েছে কিন্তু প্রতিমার সঙ্গে নয়। প্রতিমা ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।।

# দেববংশের ইতিহাসে প্রথম স্পষ্ট আলো পড়ে বাসুদেবের পুত্র দামোদরদেবের সময়ে

দেববংশের ইতিহাসে প্রথম স্পষ্ট আলো পড়ে বাসুদেবের পুত্র দামোদরদেবের সময়ে। তাঁর নামে প্রাপ্ত দুইখানি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে তিনি ১২৩১ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অন্তত ১২৪৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই তাম্রশাসনগুলির ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে তাঁর রাজ্য বর্তমান ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি নিজেকে ‘ ভূপাল-চক্রবর্ত্তী’ ও ‘ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, যা তাঁর সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিচয় বহন করে। সম্ভবত সেনবংশীয় রাজা বিশ্বরূপসেনের মৃত্যুর পর উদ্ভূত রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগ নিয়ে দামোদরদেব তাঁর পৈতৃক রাজ্যের সীমা আরও বিস্তার করতে সক্ষম হন। দামোদরদেবের মৃত্যুর পর এই দেববংশীয. রাজ্যের ভবিষ্য কী হযেছিল, সে বিষযে. সরাসরি কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ঢাকা জেলার আদাবাড়ী থেকে প্রাপ্ত একখানি জীর্ণ তাম্রশাসন আমাদের সামনে আর এক শক্তিশালী দেববংশীয় শাসকের নাম উপস্থিত করে-দশরথদেব। এই তাম্রশাসনে তাঁর পূর্ণ উপাধি দেওয়া হয়েছে ‘ পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ অরিরাজ-দনুজমাধব দশরথদেব’। তিনি বিক্রমপুরকে রাজধানী করে শাসন করতেন এবং কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের অনুকরণে অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি ও রাজত্রয়াধিপতি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। সেনরাজাদের পরিচিত ‘ উপাধির পরিবর্তে তাঁর শাসনে ব্যবহৃত হয় ‘ যা তাঁকে দেববংশীয় শাসক হিসেবে নির্দেশ করে। তাঁর তাম্রশাসনে উল্লেখ রযেছে যে নারাযণের কৃপায় তিনি গৌড় রাজ্য লাভ করেছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকদের বিবরণ অনুযায়ী এই সমযে.গৌড় তুর্কি শাসনের অধীন ছিল। কিন্তু বাস্তবে বাংলায় তুর্কি প্রভুত্ব সুদৃঢ় হতে বহু বছর সময় লেগেছিল। এই দীর্ঘ অস্থিরতার সমযে. হিঃদু রাজারা বারবার হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে আংশিকভাবে সফলও হয়েছিলেন। সেই প্রেক্ষিতে দশরথদেবের গৌড়ের কিছু অংশ অধিকার করা একেবারে অসম্ভব বা কল্পনাপ্রসূত

বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই দশরথদেবকে অনেক ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বার্ণীর বিবৃত ‘ রাজা দনুজরায়’-এর সঙ্গে এক করে দেখেন। বার্ণীর মতে, দিল্লির সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন যখন ১২৮৩ খ্রিস্টাব্দে তুঘরিল খানের বিদ্রোহ দমনে বঙ্গদেশে অভিযান করেন, তখন সোনারগাঁয়ের রাজা দনুজরায় তাঁর সঙ্গে একটি রাজনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। সোনারগাঁ ও বিক্রমপুর-উভয় অঞ্চলই ধলেশ্বরী নদীতীরবর্তী হওয়ায় বিক্রমপুরের ‘ বিদেশি ঐতিহাসিকদের চোখে ‘ নামে পরিচিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বাংলার কুলজী গ্রন্থেও কেশবসেনের কিছুদিন পর দনুজমাধব নামে এক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সব সূত্র মিলিয়ে বিচার করলে অনুমান করা যায় যে দশরথদেব বলবনের অভিযানের সময়, অর্থাৎ ত্রযো়দেশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করছিলেন। দেববংশের আর একটি শাখার পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীহট্ট অঞ্চলে। শ্রীহট্টের নিকটবর্তী ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত দুইখানি তাম্রশাসন থেকে খরবাণ, গোকুলদেব, নারায়ণদেব, কেশবসেন, ঈশানদেব ও কেশবদেব-এই ধারাবাহিক রাজাদের নাম জানা যায়। এই বংশের কেশবদেব একজন বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন এবং তিনি তুলাপুরুষ যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। ঈশানদেব অন্তত সতেরো বছর রাজত্ব করেছিলেন। লিপির অক্ষরবিন্যাস বিচার করে অনুমান করা হয় যে এই রাজারা ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দশ শতাব্দীতে শাসন করতেন। দেব উপাধির ভিত্তিতে তাঁদের দেববংশীয় বলে মনে করা হলেও, পূর্বোক্ত দেববংশের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায় না। শ্রীহট্ট অঞ্চলের লোককথা ও হট্টনাথের পাঁচালী নামক পুঁথিতে উল্লেখ রয়েছে যে এই অঞ্চলের এক রাজা গৌরগোবিন্দ সুফি সাধক শাহজালালের হাতে পরাজিত হন, যার তারিখ ধরা হয় ১২৫৭ খ্রিস্টাব্দ। কেশবদেবের একটি উপাধি ছিল ‘ গোপী-গোবিন্দ’। এই কারণেই অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, কিংবদন্তির গৌরগোবিন্দ ও এই কেশবদেব সম্ভবত একই ব্যক্তি। সব মিলিয়ে বলা যায়, সেনরাজ্যের পতনের পর বাংলায় হিন্দু রাজশক্তি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। দেববংশীয় রাজারা নানা অঞ্চলে স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন, কখনো আঞ্চলিক সাফল্যও অর্জন করেছিলেন। খণ্ডিত তাম্রশাসন, বিদেশি ঐতিহাসিকদের বিবরণ ও লোককথার মধ্যে ছড়িয়ে থাকা এই ইতিহাস বাংলার মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক বাস্তবতাকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। দেববংশের এই বিস্মৃত অধ্যায় তাই শুধু একটি রাজবংশের ইতিহাস নয়, বরং বাংলার শেষ স্বাধীনতার দীর্ঘ ও জটিল সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

# ভারত-ওমান সামগ্রিক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি

ভারত-ওমান সিইপিএ পণ্য ও পরিষেবা ক্ষেত্রে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পেশাগত আদান-প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণ, এই সব ক্ষেত্রগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি বিস্তৃত কাঠামো প্রদান করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১০.৬১ বিলিযন মার্কিন ডলার, যা ভারত-ওমান অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান পরিসরকে তুলে ধরে। এই চুক্তির ফলে, ওমানে ভারতের রপ্তানির ৯৮.০৮ শুল্ক লাইনে ১০০ শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুনিশ্চিত হয়েছে, যা মোট রপ্তানিমূল্যের ৯৯.৩৮ এবং প্রথম দিন থেকেই কার্যকরী হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, ওষুধ, কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, সামুদ্রিক পণ্য, বস্ত্র, রাসায়নিক, ইলেকট্রনিক্স, প্লাস্টিক এবং রত্ন ও অলঙ্কার-সহ বহু ক্ষেত্রে নতুন রপ্তানির সুযোগ তৈরি হয়েছে। একটি পরিমিত ও ভারসাম্যপূর্ণ উদারীকরণ নীতি যা সংবেদনশীল ক্ষেত্রগুলিকে সুরক্ষা দেবে এবং একই সঙ্গে এমএসএমই ও আঞ্চলিক রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

ভারত-ওমান সমগ্র অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি পণ্য ও পরিষেবা ক্ষেত্রে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পেশাগত আদান-প্রদান এবং নিযন্ত্রণকে একক কাঠামোর মধ্যে য়িে এসেছে। এটি শুধু শুল্ক হ্রাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই বরং দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক সংহতি, বিনিযো়গে বৃদ্ধি এবং শ্রমনির্ভর ক্ষেত্রের বিকাশে সহায়তা করাই এর মূল লক্ষ্য, একই সঙ্গে দেশের স্বার্থ ও সুরক্ষাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ভারত-ওমান অর্থনৈতিক সম্পর্ক-২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ভারত ও ওমানের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১০.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিষেবা ক্ষেত্র ধারাবাহিক বৃদ্ধি হয়েছে, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি, টেলিকম, পরিবহণ ও ভ্রমণ পরিষেবায়। এই বিস্তৃত ও বহুমুখী সম্পর্কই সিইপিএ চুক্তির ভিত্তি তৈরি করে। পণ্য বাজারে প্রবেশাধিকার-সিইপিএর অধীনে ভারত ওমানে ৯৮.০৮ শুল্ক লাইনে ১০০ শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পেযেছে, যা রপ্তানিমূল্যের ৯৯.৩৮ কভার করবে এবং এটি প্রথম দিন থেকেই কার্যকর হয়েছে। আগে অনেক পণ্যে ৫ পর্যন্ত শুল্ক ছিল, ফলে প্রায় ৩.৬৪ বিলিযন্ ডলারের রপ্তানি এখন আরও সহজ হয়ে উঠবে। এতে ওমানের ২৮ বিলিয়ন ডলারের আমদানি বাজারে ভারতের উপস্থিতি আরও শক্তিশালী হবে। ভারতের প্রস্তাব ও সুরক্ষা ব্যবস্থা -ভারত মোট শুল্ক লাইনের ৭৭.৭৯ ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছে, যা ওমান থেকে আমদানির ৯৪.৮১ কভার করে। তবে, কৃষি, বস্ত্র, পেট্রোলিযাম্, দুগ্ধজাত পণ্য, ভোজ্যতেল ও সংবেদনশীল শিল্প ক্ষেত্রকে রক্ষার জন্য একটি ‘ তালিকা’ রাখা হয়েছে। এর ফলে উদারীকরণ ও ঘরোয়া সুরক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হবে।

সব ইঞ্জিনিযারিং পণ্য শুল্কমুক্ত হয়েছে। ২০২৪-২৫ সালে যেখানে রপ্তানি ছিল ৮৭৫.৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০৩০ সালের মধ্যে তা ১.৩-১.৬ বিলিযন্ মার্কিন ডলারে পৌঁছতে পারে। বিশেষ করে ইস্পাত ও যন্ত্রাংশ ক্ষেত্রে এমএসএমইগুলি উপকৃত হবে। ওষুধ, টিকা ও এপিআই শুল্কমুক্ত হযেছে। দ্রুত অনুমোদন (৯০-২৭০ দিন) ও জিএমপি সার্টিফিকেট দ্বারা স্বীকৃতি প্রদানের ফলে খরচ ও সময় কমবে। মাছ ও চিংড়ি সহ সব সামুদ্রিক পণ্য শুল্কমুক্ত হয়েছে। এতে উপকূলীয় অঞ্চলে কর্মসংস্থান বাড়বে। চাল, কলা, আলু, বিস্কুট, মাখন, মধু ও মশলাজাত পণ্যের রপ্তানি আরও বাড়বে। দুগ্ধজাত পণ্য ও ভোজ্যতেলের মতো সংবেদনশীল পণ্যগুলিকে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। বেশিরভাগ পণ্য আগেই শুল্কমুক্ত ছিল, এখন বাকি কয়েকটি পণ্যও শুল্কমুক্ত হয়েছে, ফলে রপ্তানিতে নিশ্চয়তা বাড়বে। অনেক রাসাযনিক পণ্য শুল্কমুক্ত হয়েছে এবং কিছুতে ৫ পর্যন্ত ছাড় মিলেছে, যা শিল্পে সহযোগিতা বাড়াবে ও সবুজ জ্বালানি উদ্যোগে সহাযক হবে।

আগের ৫ শুল্ক তুলে দিযে.শুল্কমুক্ত করা হয়েছে। এতে পোশাক, জুট ও রেশমজাত পণ্যের রপ্তানি সহজতর হবে। সব প্লাস্টিকযত পণ্য শুল্কমুক্ত হয়েছে, যা এমএসএমই-নির্ভর এই ক্ষেত্রকে বড় সুবিধা দেবে। সব পণ্য শুল্কমুক্ত হওয়ায় আগামী তিন বছরে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের রপ্তানি বাড়তে পারে। পরিষেবা, বিনিযো়গে ও পেশাগত আদান-প্রদান-২০২৪ সালে পরিষেবা সংক্রান্ত বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৮৬৩ মিলিয়ন ডলার। ওমান ১২৭-টি পরিষেবা ক্ষেত্র ভারতের জন্য উন্মুক্ত করেছে। আইসিটি কর্মীর সর্বাধিক সীমা ২০ থেকে ৫০ করা হয়েছে। প্রায় ৬,০০০ যৌথ উদ্যোগে সুবিধা পাওয়া যাবে। বড় পরিষেবা ক্ষেত্রে ১০০ এফডিআই এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে সামাজিক সুরক্ষা চুক্তি নিয়েও আলোচনা করা হবে। পরিষেবা ক্ষেত্রে অন্যান্য লাভ-স্বাস্থ্য ও ঐতিহ্যবাহী চিকিসা ব্যবস্থার বিশেষ সংযোজন, উপাদন ক্ষেত্রে শ্রমিক আদান প্রদানের নতুন বিধান এবং ভবিষ্যতে সামাজিক সুরক্ষা চুক্তির উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য।

রাজ্য ও অঞ্চলভিত্তিক লাভ-বস্ত্র, চামড়া, খাদ্য প্রক্রিযাকরণ, সামুদ্রিক পণ্য ও অলঙ্কার শিল্পে কর্মসংস্থান বাড়বে, বিশেষ করে এমএসএমই ক্ষেত্রগুলিতে। নিযন্ত্রণমূলক সহযোগিতা-টিবিটি ও এসপিএস সংক্রান্ত অধ্যায.আন্তর্জাতিক মান, স্বচ্ছতা ও সার্টিফিকেটের পারস্পরিক স্বীকৃতি সুনিশ্চিত করেছে। ওষুধ ও জৈব পণ্যে দ্রুত অনুমোদনের সুবিধা পাওযা. যাবে।

ভারত-ওমান সিইপিএ একটি ভারসাম্যপূর্ণ কিন্তু উন্নয়নমূলক কাঠামো, যা বাণিজ্য, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও সরবরাহ শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করবে, পাশাপাশি, সংবেদনশীল ক্ষেত্রের সুরক্ষাও সুনিশ্চিত করবে। এটি দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করবে।

# স্বামী বিবেকানন্দ, চিন্তা, চেতনা ও মানবতার প্রতীক

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন আধুনিক ভারতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, যিনি ভারতীয় দর্শন, সংস্কৃতি ও মানবতাবাদের বাণী বিশ্বদরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি শুধু একজন সন্ন্যাসী নন, ছিলেন এক শক্তিশালী চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও যুবসমাজের অনুপ্রেরণা। তাঁর জীবন ও আদর্শ আজও ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের মানুষের কাছে পথপ্রদর্শক হয়ে আছে। ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি কলকাতার শিমুলিয়া অঞ্চলে তাঁর জন্ম। তাঁর আসল নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন একজন খ্যাতনামা আইনজীবী এবং মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন ধর্মপ্রাণ ও স্নেহশীলা। ছোটবেলা থেকেই নরেন্দ্রনাথ ছিলেন মেধাবী, যুক্তিবাদী ও সংগীতপ্রি। প্রশ্ন করার সাহস এবং সত্য অনুসন্ধানের প্রবল আগ্রহই তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলেছিল। তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায় শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের সান্নিধ্যে এসে। রামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মিকতা, মানবপ্রেম ও সহজ জীবনবোধ নরেন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। গুরু-শিষ্য সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নরেন্দ্রনাথ ক্রমে হয়ে ওঠেন স্বামী বিবেকানন্দ-যিনি আত্মিক মুক্তির সঙ্গে সমাজসেবাকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১৮৯৩ সালে শিকাগো ধর্ম মহাসভায় তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ তাঁকে বিশ্ববিখ্যাত করে তোলে। আমার ভাই ও বোনেরা বলে ভাষণ শুরু করে তিনি সমগ্র সভাগৃহকে মুগ্ধ করেছিলেন। সেই বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি ভারতীয় বেদান্ত দর্শন, সহনশীলতা ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করে যে ভারত কেবল অতীতের গৌরব নয়, মানবতার ভবিষ্যৎ পথও দেখাতে সক্ষম। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন, মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। এই আদর্শকে বাস্তব রূপ দিতেই তিনি ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজসেবার মাধ্যমে দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। আজও রামকৃষ্ণ মিশন দেশ-বিদেশে মানবসেবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যুবসমাজের প্রতি তাঁর আহ্বান ছিল স্পষ্ট ও শক্তিশালী। তিনি বলতেন, ওঠো, জাগো এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না। আত্মবিশ্বাস, চরিত্র গঠন ও শক্তিশালী মনই জাতি গঠনের মূল ভিত্তি-এই বিশ্বাস তিনি যুবকদের মধ্যে সঞ্চার করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ছিল সংক্ষিপ্ত-মাত্র ৩৯ বছর। ১৯০২ সালের ৪ জুলাই তিনি মহাপ্রয়াণ করেন। কিন্তু তাঁর চিন্তা, আদর্শ ও কর্ম আজও অমর। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, ধর্ম মানে কেবল আচার নয়, ধর্ম মানে মানবতার প্রতি দায়িত্ব।আজকের সমাজে যখন বিভেদ, হিংসা ও স্বার্থপরতা বাড়ছে, তখন স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা আমাদের নতুন করে পথ দেখায়।

# সিএএ-তে আবেদনের ৩ মাসেই মিলল ভারতীয় নাগরিকত্ব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্বস্থলী, ১১ জানুয়ারিঃ** এসআইআর আবহে সিএএ-তে আবেদনের তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকত্বের শংসাপত্র পেল পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীর এক পরিবার। সিএএ-তে আবেদন করে ভারতীয় নাগরিকত্ব পেলে এসআইআর শুনানিতে সেই নথি গ্রাহ্য হবে বলে জানিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ফলে এসআইআর শুনানির মধ্যে নাগরিকত্ব শংসাপত্র পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে পূর্বস্থলীর দাস পরিবার। ওই পরিবার সিএএ-তে আবেদন করে ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার পর তৃণমূলকে আক্রমণ করেছে বিজেপি। গত বছরের অক্টোবরে পূর্বস্থলীর কালেখাতলা পঞ্চায়েতের বড়গাছি গ্রামের সবুজ দাস (৩৭) সিএএ-তে ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। মা, ভাই ও স্ত্রীর ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্যও সিএএ-তে আবেদন জানিয়েছিলেন সবুজ। গত ৮ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে তিনি একটি মেল পান। তাঁর নাগরিকত্ব শংসাপত্র প্রস্তুত বলে তাতে জানানো হয়। পরের দিন কলকাতায় নির্দিষ্ট দফতরে পৌঁছে যান সবুজ। নাগরিকত্বের হার্ড কপি পোস্ট মারফত বাড়িতে পৌঁছে যাবে জানানো হয়। তবে অনলাইন থেকে একটি প্রতিলিপি তাঁকে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর পরিবারের অন্যরাও ভারতীয় নাগরিকত্বের শংসাপত্র পেয়ে যাবে বলে জানানো হয়। ভারতীয় নাগরিকত্বের শংসাপত্র পেয়ে খুশির হওয়া সবুজের পরিবারে। খুশি এলাকায় বসবাস করা বাংলাদেশ থেকে আসা অন্যরাও। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় বসবাস করত সবুজ দাসের পরিবার।

অত্যাচারের ভয়ে সবুজ ও তাঁর ভাইকে নিয়ে ভারতে চলে আসেন তাঁর বাবা চাঁদমনি দাস এবং মা চন্দ্রতারা দাস। পূর্বস্থলীর বড়গাছি গ্রামের মাঝের পাড়ায় দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে বসবাস করছেন তাঁরা। সবুজের বাবা মারা গিয়েছেন। তাঁদের ভোটার, আধার কার্ড রয়েছে। কিন্তু এসআইআর শুরু হতেই দুশ্চিন্তায় পড়েন সকলে। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা মতো সিএএ-তে আবেদন করে সবুজ সহ তাঁর পরিবার। ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার পর সবুজ দাস বলেন, ''ভারতীয় নাগরিকত্ব পেয়ে খুব খুশি। অনেকে বলছিলেন, এসআইআর নাম কাটা যাবে। সেই ভয় নেই এখন।'' একইসঙ্গে তিনি বলেন, ''সিএএ-তে আবেদন প্রক্রিয়া খুবই সহজ। কোনও সমস্যা হয়নি। এখন নাগরিকত্ব পেয়ে পরিবারের সবাই খুশি।'' সবুজের মা বলেন, ''চট্টগ্রামে থাকতাম। ওখানে খুব অত্যাচার হত। সেজন্যই চলে আসি।'' ওই এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশ থেকে আসা পরিবারগুলিকে সিএএ-তে আবেদনের জন্য অনুরোধ জানায় সবুজের পরিবার। বাংলাদেশ থেকে আসা বেশ কয়েকটি পরিবার জানাল, এবার তারাও সিএএ-তে আবেদন করবে। এসআইআর আবহে সিএএ নিয়ে রাজনৈতিক তরজা বেড়েছে রাজ্যে। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলের প্রচারের জন্যই বহু মানুষ সিএএ-তে আবেদন করেননি। এসআইআর প্রক্রিয়ায় তাঁদের নাম না ওঠার জন্য তৃণমূলকেই দায়ী করছে তারা। স্থানীয় বিজেপি নেতা দীপঙ্কর পাল বলেন, ''সিএএ নিয়ে রাজ্যের শাসকদল মিথ্যা অপপ্রচার করছে। সেই প্রলোভনে পা না দিয়ে ভারতীয় নাগরিকত্ব পেতে আবেদন করুন।'' অন্যদিকে, তৃণমূলের বুথ সভাপতি সুধীর মণ্ডল বলেন, ''সবুজ দাস ভারতীয় নাগরিকত্ব পেয়েছেন, তা তাঁরা জানেন না।''

## ওড়িশায় বাংলার পরিযায়ী শ্রমিককে মারধর করে ৫০ হাজার টাকা কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, গোঘাট, ১১ জানুয়ারিঃ** ফের বিজেপি শাসিত ওড়িশায় বাংলার পরিযায়ী শ্রমিককে মারধরের অভিযোগ। আক্রান্ত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম রাজা আলি। বাড়ি হুগলির গোঘাটে। এমনকি, তাঁর রোজগারের ৫০ হাজার টাকা কেড়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। আতঙ্কে রাতারাতি লুকিয়ে সেরাজ্য ছেড়ে পালিয়ে আসেন গোঘাটের ওই যুবক। এরপর থেকেই আতঙ্কে রয়েছেন পরিবারের সদস্যারা। ছেলের উপর নির্যাতনের কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন পরিযায়ী শ্রমিকের অসুস্থ বাবা। ছেলের রোজগারেই চলত সংসার। উপার্জনের টাকা ছিনিয়ে নেওয়ায় এখন সংসার চলবে কীভাবে, তা ভেবেই দিশাহারা পরিবার। জানা গিয়েছে, মাস আটেক আগে ওড়িশার কটকে পাথর মিস্ত্রি হিসেবে কাজে যান গোঘাটের ভাদুর পঞ্চায়েতের বিরামপুর গ্রামের বাসিন্দা রাজা আলি। বাংলা বলায় এর আগেও তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। তারপর থেকে কার্যত লুকিয়েই কাজ করতেন। যে ঘরে ভাড়া থাকতেন, সেখানে ঝামেলা এড়াতে দরজা বাইরে থেকে তালা দিয়ে দিতেন বাড়ির মালিক। বুধবার ১০-১২ জন মিলে তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে এই কাণ্ড ঘটায় বলে অভিযোগ। তারা সকলেই বিজেপি কর্মী বলে আক্রান্তের দাবি। রাজা বলেন, ''আমাকে মারধর করে ৫০ হাজার টাকা কেড়ে নেয়। তারপর জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করে।'' ছেলের আক্রান্ত হওয়ার কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন শেখ মইনুদ্দিন। ছেলের রোজগারে সংসার চলে তাঁদের। এখন কী হবে, সেই ভেবে কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না তাঁরা। আগামী ২২ জানুয়ারি হুগলি সফরে আসছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁদের অসহায় অবস্থার কথা তুলে ধরতে চান পরিবারের সদস্যরা। রাজা আলির গ্রামে প্রায় ১৭০টি পরিবার বসবাস করে। তাঁদের বেশিরভাগই ভিনরাজ্যে কর্মরত। এই ঘটনার পর সকলেই আতঙ্কিত। এই ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। এনিয়ে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণের পাশাপাশি আক্রান্তের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে গেরুয়া শিবির। বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুশান্ত বেরা বলেন, ''সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা কথা। এখানে এসে বাজার গরম করছে। ওখানে যদি বাংলাদেশের স্লোগান জয় বাংলা, জয় বাংলা বলে, সেখানকার লোক সহ্য করবে। ওখানে কয়েক লক্ষ বাঙালি থাকেন। কাউকে কিছু করল না, ওকে মারধর করবে?''

## ধুলিয়ান হিংসায় মৃত দাস পরিবারকে রেখেই পাঁচ হাজার কণ্ঠে হল গীতাপাঠ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১১ জানুয়ারিঃ** বীরভূমের পর এবার মুর্শিদাবাদে গীতাপাঠের আয়োজন। পাঁচ হাজার কণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করা হল মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘিতে। সেই সভায় উপস্থিত হয়েছেন কার্তিক মহারাজ, সঞ্জয় শাস্ত্রী প্রমুখ। এছাড়া এদিনের মঞ্চে স্বাগত জানানো হয় ধুলিয়ান হিংসায় মৃত হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের পরিবারকে। মুর্শিদাবাদের সাগরদীঘির মনিগ্রামে এই গীতাপাঠের আয়োজন করা হয়। সনাতন সংস্কৃতি মঞ্চের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় রবিবার সকালে। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কার্তিক মহারাজ। হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসকে নৃশংসভাবে খুন করার অভিযোগ ওঠে ধুলিয়ানে। সেই ঘটনার প্রসঙ্গ এদিন উঠে আসে অতিথিদের বক্তব্যে। এদিনের অনুষ্ঠানে ধুলিয়ান হিংসায় মৃত চন্দন দাসের ছেলের পড়াশোনা সহ সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ঔরঙ্গবাদ শাখা। গীতাপাঠের মঞ্চ থেকে এ কথা ঘোষণা করেন কার্তিক মহারাজ।

হরগোবিন্দ দাসের পরিবারের হাতে ২০ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও চন্দন দাসের ছেলের হাতে ত্রিশুল তুলে দেন সঞ্জয় শাস্ত্রী। কিছুদিন আগেই কলকাতায় ব্রিগেড ময়দানে ১০ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করা হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধু-সন্তরা উপস্থিত হয়েছিলেন সেখানে। এর কিছুদিন পর বীরভূমে পাঁচ হাজার কণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করা হয়। আর এবার মুর্শিদাবাদে। উল্লেখ্য, এই মুর্শিদাবাদের বেলডাঙাতেই সম্প্রতি বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করেছেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। কোরানপাঠের আয়োজনও করেছিলেন সেখানে।

## হিজলি টাইডাল ক্যানাল সংস্কারে উদ্যোগী সেচ দপ্তর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ১১ জানুয়ারিঃ** মজে যাওয়া হিজলি টাইডাল ক্যানাল সংস্কারে উদ্যোগী হলো সেচ দফতর। কাজ শুরুর আগে শুরু হয়েছে সমীক্ষা। খাল সংস্কার শেষ হলে উপকৃত হবে একশোরও বেশি গ্রাম। এমনটাই দাবি প্রশাসনের। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের মূল নিকাশি হলো হিজলি টাইডাল সংস্কার করা হবে তার রূপরেখা তৈরি করেছে সেচ দপ্তর। জেলা প্রশাসনের 'নো কস্ট' পদ্ধতিতে এই ক্যানাল সংস্কার করা হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। জানা গিয়েছে, প্রাথমিক পর্যায়ে মোট ১২ কিলোমিটার জুড়ে হিজলি টাইডাল ক্যানাল সংস্কার করা হবে। হলদি নদীর তেরপেক্ষা থেকে মস্তারাম মাইতি ঘাট পর্যন্ত সংস্কার করা হবে।

ক্যানাল। এই ক্যানাল তেরপেক্ষায় হলদি নদীতে মিশেছে। ক্যানালের দু'পাশে রয়েছে শতাধিক গ্রাম। এলাকার কৃষি, সেচ ব্যবস্থা এবং নিকাশি পুরোপুরি নির্ভরশীল ওই ক্যানালের উপরে। এলাকাবাসীর একাংশের অভিযোগ, দীর্ঘদিন হিজলি টাইডাল ক্যানাল সংস্কার না হওয়ায় পুরোপুরি মজে গিয়েছে। তার উপর স্থানীয় বাসিন্দারা বিভিন্ন এলাকায় ক্যানালে জাল দিয়ে ঘেরায় সমস্যা আরও বেড়েছে। একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা ব্লক প্রশাসনের কাছে ক্যানাল সংস্কারের জন্য আবেদন করেন। ব্লক প্রশাসন গ্রামবাসীদের সেই আবেদন পাঠিয়ে দেয় সেচ দপ্তরে। কী ভাবে ক্যানাল এর আয়তন প্রায় ১৩.৭৪ লক্ষ ঘন বর্গমিটার। রবিবার সেচ দপ্তর, ব্লক প্রশাসন এবং ঠিকাদার সংস্থার কর্মীরা কাজ করার আগে সমীক্ষার কাজ শেষ করেন। ক্যানাল সংস্কার করা হলে এলাকাবাসী বিভিন্ন ভাবে উপকৃত হবেন বলে দাবি ব্লক প্রশাসনের। নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের বিডিও শুভদীপচৌধুরী বলেন, ''হিজলি টাইডাল ক্যানালে 'নো কস্ট' পদ্ধতিতে সংস্কার করা হবে। ঠিকাদার সংস্থার তরফে মাটি বাবদ রাজস্ব জমা দেওয়া হবে জেলা ভূমি দপ্তরে। সংস্কারের ফলে ক্যানালের দুই পাড়ের বাসিন্দারা উপকৃত হবেন। প্রশাসনের উদ্যোগে খুশি এলাকাবাসী।

## নিজের দোকান থেকে সব সোনার গয়না লুটে নিয়ে গেলেন নিজেই!

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিপুর, ১১ জানুয়ারিঃ** রাতের অন্ধকারে সোনার দোকানের শাটার ভেঙে চুরি। তাও আবার বাজারের মধ্যে। রীতিমতো চাঞ্চল্যকর ঘটনা। দোকানের মালিক থানায় গিয়ে চুরির অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ ছিল, তাঁর দোকান থেকে চুরি যাওয়া সোনার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি তিনি জানান, ড্রয়ারে এক লক্ষ টাকা নগদ ছিল, সেটাও নিয়ে পালিয়েছে চোরের দল। এই অভিযোগ শুনে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্তে নেমে চোখ কপালে পুলিশের, এমনও হয়! সিসিটিভি শেষ পর্যন্ত ওই দোকানের মালিকের বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় ৫০ লক্ষ টাকার গয়না। নিজের দোকানে নিজেই চুরি! কেন এমন ঘটনা? পুলিশ প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে ব্যাঙ্কে ৫০ লক্ষ টাকার ঋণ রয়েছে ওই ব্যবসায়ীর। সেই ঋণ মেটাতেই এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন ওই সোনার দোকানের মালিক। শুধু পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানোই নয়, সংবাদমাধ্যমকে ডেকে দোকানে চুরি হওয়ার গল্প ফেঁদেছিলেন ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ী। শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছিলেন সবটা। সোনার দোকানের মালিক এবং তার

চেক করার কোনও উপায় ছিল না, কারণ দোকানের মালিক জানিয়েছেন, সিসিটিভির হার্ড ডিস্ক নিয়ে পালিয়েছে চোর। শান্তিপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করার পর দোকান থেকে উদ্ধার হয় দুটি গোপন ক্যামেরা। শুরু হয় দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ। মালিকের কথায় অসঙ্গতি দেখেই সন্দেহ হয়। ছেলেকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ওই দোকানের এক কোটি টাকার বিমা করা ছিল। সেই বিমার টাকা নিয়ে ঋণ শোধ করার ছক কষেছিলেন দোকানের মালিক। এমন পরিকল্পনা নতুন নয়। এর আগে এই শান্তিপুর স্টেশন বাজার সংলগ্ন এলাকায় এক পোশাক ব্যবসায়ী দোকানে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।। সে ক্ষেত্রেও এই একই কারণ উঠে আসে। অভিযোগকারীরা নিজেরাই স্বীকার করেন পুলিশের কাছে যে এমন ঘটনা মিথ্যা ছিল।


## KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

**ABRIDGED NIT**

The **Executive Engineer (C) / Borough - IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

**(1) NIT No. : KMC/IX/074/129/2025-2026/APAS**
Name of work : **Improvement of IPS passages at 19B Chetla Hut Road and surrounding areas in Ward No. 074 (APAS/01/0159/96/ 0003);** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **4,99,048.97**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**;

**(2) NIT No. : KMC/IX/074/130/2025-2026/APAS**
Name of work : **Improvement of existing latrines and allied works at 19B Chetla Hut Road in Ward No. 074 (APAS/01/159/96/ 0004);** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **2,99,410.54**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**;

**(3) NIT No. : KMC/IX/074/132/2025-2026/APAS**
Name of work : **Improvement of existing toilet and allied works at 20/1 Chetla Hut Road in Ward No. 074 (APAS/01/159/97/0003);** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **1,99,033.39**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**;

**(4) NIT No. : KMC/IX/074/134/2025-2026/APAS**
Name of work : **Improvement of drainage system at 19A Chetla Hut Road and surrounding area in Ward No. 074 (APAS/01/159/99/0002);** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **3,99,659.51**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**;

**(5) NIT No. : KMC/IX/074/123/2025-2026/APAS**
Name of work : **Improvement of drainage system at 1/H/8 Naba Roy Lane and surrounding in Ward No. 074 (APAS/01/159/94/0001);** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **1,99,717.95**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**;

**(6) NIT No. : KMC/IX/074/135/2025-2026/APAS**
Name of work : **Repairing of drainage system at 70 Alipore Road and surrounding area in Ward No. 074 (APAS/01/159/100/ 0004);** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **1,99,451.70**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**;

**(7) NIT No. : KMC/IX/074/137/2025-2026/APAS**
Name of work : **Repairing of existing toilets at 70 Alipore Road and surrounding areas in Ward No. 074 (APAS/01/159/100/0006);** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **1,99,608.40**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**;

**(8) NIT No. : KMC/IX/074/143/2025-2026/APAS**
Name of work : **Improvement of drainage system at Little Burdwan Road in Ward No. 074 (APAS/01/159/104/0002);** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **1,99,320.98**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **60 days (for Sl. No. 1 to 8);** Last date time of submission of bid : **17.01.2026 - 2 pm (for Sl. No. 1 to 8)**: Tender will be opened on : **19.01.2026 - 2pm (Sl. No. 1 to 8);** The bid forms and other details are available on and from **09.01.2026 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 8).**

**(9) NIT No. : KMC/IX/077/163/2025-2026/APAS**
Name of work : **Repairing of bustee latrine at 72/H/2, 72/H/4, 76, Dr. Sudhir Bose Road and its surrounding areas in Ward No. 77 (APAS/01/159/ 55/0003);** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **1,99,294.52**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**;

**(10) NIT No. : KMC/IX/077/170/2025-2026/APAS**
Name of work : **Improvement of bustee drainage at 11/H/27, M.M. Ali Road to 11/H/20, 11/1H/4, M.M. Ali Road and its surrounding areas in Ward 77 (APAS/01/159/ 52/0001);** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **4,99,019.96**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**;

**(11) NIT No. : KMC/IX/077/171/2025-2026/APAS**
Name of work : **Improvement of bustee I.P.S. passage at 11/H/27, 11/H/20, 11/1H/4, 11/1H/1, M.M. Ali Road and its surrounding areas in Ward No. 77 (APAS/01/159/ 52/0002);** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **3,97,663.96**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**;

**(12) NIT No. : KMC/IX/077/173/2025-2026/APAS**
Name of work : **Repairing of I.P.S. passage at 4, 6, 7, 17, Ekbalpore Road and its surrounding areas in Ward No. 77 (APAS/01/159/76/0002);** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **3,99,568.24**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**;

**(13) NIT No. : KMC/IX/077/174/2025-2026/APAS**
Name of work : **Repairing of bustee toilets at 4, 6, 7, 17, Ekbalpore Road and its surrounding areas in Ward No. 77 (APAS/01/159/76/0003);** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **1,98,303.27**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **30 days;**

**(14) NIT No. : KMC/IX/077/176/2025-2026/APAS**
Name of work : **Repairing of I.P.S. footpath at 23,16, Dr. Sudhir Bose Road, 20, Dent Mission Road and its surrounding area in Ward No. 77 (APAS/01/159/35/0002);** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **1,99,886.46**; Earnest Money : ₹ **4,000.00;**

**(15) NIT No. : KMC/IX/077/177/2025-2026/APAS**
Name of work : **Repairing of I.P.S. footpath at 24, 27, 54, 55, Dent Mission Road and its surrounding areas in Ward No. 77 (APAS/01/159/69/0001) (APAS/01/159/53/0002);** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **3,99,768.48**; Earnest Money : ₹ **8,000.00;**

**(16) NIT No. : KMC/IX/077/178/2025-2026/APAS**
Name of work : **Improvement of bustee IPS passage at 1, 1/H/5, 2/1, Bengali Shah Warsi Lane and its surrounding areas in Ward No. 77 (APAS/01/159/66/ 0003);** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **3,49,394.77**; Earnest Money : ₹ **8,000.00;**

**(17) NIT No. : KMC/IX/077/191/2025-2026/APAS**
Name of work : **Repairing of bustee toilets at 45, 47, Dr. Sudhir Bose Road and its surrounding areas in Ward No. 77 (APAS/01/159/61/0003);** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **1,98,314.88**; Earnest Money : ₹ **4,000.00;** Period of completion : **30 days;**

**(18) NIT No. : KMC/IX/077/192/2025-2026/APAS**
Name of work : **Repairing of bustee toilets at 33, 41, 43, Dr. Sudhir Bose Road and its surrounding areas in Ward No. 77 (APAS/01/159/59/0003);** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **1,99,810.81**; Earnest Money : ₹ **4,000.00;** Period of completion : **30 days;**

**(19) NIT No. : KMC/IX/077/194/2025-2026/APAS**
Name of work : **Improvement of sewer line at 45/H/10, 45/H/13, 45A, Karl Marx Sarani and its surrounding areas in Ward No. 77 (APAS/01/159/ 36/0001);** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **4,99,911.17**; Earnest Money : ₹ **10,000.00;**

**(20) NIT No. : KMC/IX/077/195/2025-2026/APAS**
Name of work : **Improvement of I.P.S. passage at 45/H/10, 45/H/13, 45A, 45A, Karl Marx Sarani and its surrounding areas in Ward No. 77 (APAS/01/159/36/ 0002);** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **3,99,394.68**; Earnest Money : ₹ **8,000.00;**

**(21) NIT No. : KMC/IX/077/143/2025-2026/APAS**
Name of work : **Improvement of bustee I.P.S. passage at 64, 72, Manasatala Lane and its surrounding areas in Ward No. 77 (APAS/01/159/31/0003);** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **3,99,698.17**; Earnest Money : ₹ **8,000.00;**

**(22) NIT No. : KMC/IX/077/151/2025-2026/APAS**
Name of work : **Repairing of bustee toilets at 58, 60, 56, Dr. Sudhir Bose Road and its surrounding areas in Ward No. 77 (APAS/01/159/ 39/0003);** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **1,99,822.43**; Earnest Money : ₹ **4,000.00;** Period of completion : **30 days;**

**(23) NIT No. : KMC/IX/077/157/2025-2026/APAS**
Name of work : **Improvement of I.P.S. passage at 2/4, 2/4D, B.K. Road and its surrounding areas in Ward No. 77 (APAS/01/159/45/0002);** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **2,96,741.17**; Earnest Money : ₹ **6,000.00;**

**(24) NIT No. : KMC/IX/077/162/2025-2026/APAS**
Name of work : **Maintenance of bustee sewer line at 72/H/2, 72/H/6, 76, Dr. Sudhir Bose Road and its surrounding areas in Ward No. 77 (APAS/01/159/55/0002);** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **2,98,679.47**; Earnest Money : ₹ **6,000.00;** Period of completion : **60 days (for Sl. No. 9 to 12, 14 to 16, 19 to 21, 23 & 24);** Last date time of submission of bid : **21.01.2026 - 2 pm (for Sl. No. 9 to 24)**: Tender will be opened on : **24.01.2026 - 2pm (for Sl. No. 9 to 24);** The bid forms and other details are available on and from **13.01.2026 (5 pm) (for Sl. No. 9 to 24);** The Website **https://etender.wb.gov.in (for Sl. No. 1 to 24).**

**CORRIGENDUM**

**(1) NIT No. : KMC/IX/077/181/2025-2026/APAS,**
**(2) NIT No. : KMC/IX/077/182/2025-2026/APAS,**
**(3) NIT No. : KMC/IX/077/183/2025-2026/APAS,**
**(4) NIT No. : KMC/IX/077/145/2025-2026/APAS,**
**(5) NIT No. : KMC/IX/077/187/2025-2026/APAS,**
published in this Newspaper on 01.01.2026 (Key No. : 1849/25-26) of **Engineering (Civil), Br.-IX Department (Sl. No. 1, 2, 5, 6 & 8).** Last date and time of submission of bid will be read as **17.01.2026 - 12 Noon** instead of 08.01.2026 - 2 pm (For Sl. No. 1 to 5); Tender will be opened on **19.01.2026 - 12 Noon** instead of 10.01.2026 - 2 pm (For Sl. No. 1 to 5).

**NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/493 (1st Call),** published in this Newspaper on 11.12.2025 (Key No. : 1661/25-26) of **Roads Department (Sl. No. 3).** Last date and time of submission of bid will be read as **21.01.2026 at 12 Noon** instead of 09.01.2026 at 12 Noon; 1934/25-26


# পড়ুয়াদের বাড়িতে শিক্ষকেরা, ছাত্রভর্তিতে নজর কাড়ল স্কুল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ১১ জানুয়ারিঃ** রাজ্যজুড়ে সরকারি স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা কমেছে। পড়ুয়ার অভাবে স্কুল বন্ধ হওয়ার আশঙ্কাও নতুন নয়। তার উপর স্কুলছুটের সমস্যা। স্কুলশিক্ষায় এমন ছবি যখন হতাশা এনে দেয়, সেই সময়ে আশা জাগানো ছবি ধরা পড়ল পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি ব্লকের গোদাপিয়াশালে। সরকারি স্কুল থেকে মুখ ফিরিয়ে অভিভাবকদের বেশিরভাগই ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য বেসরকারি, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের দিকে ঝুঁকছেন। এই অবস্থায় চলতি শিক্ষাবর্ষে গোদাপিয়াশালের এই এম জি এম হাইস্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা গত বারের চেয়ে প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, গত শিক্ষাবর্ষে যেখানে মোট পড়ুয়া ছিল ৮০০-র কিছু বেশি। সেখানে এ বছর ভর্তি চলাকালীনই পুরোনো ও নতুন মিলিয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১৭৭ জন। আর এই সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষের ধারাবাহিক ও পরিকল্পিত উদ্যোগ। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলার উন্নয়নে এই স্কুলে ফুটবল অ্যাকাডেমি চালু করা হয়েছে। সেই সঙ্গে স্কুলছুট রুখতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের খোঁজ নেওয়া, অভিভাবকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে বাড়িতে গিয়েই পড়ুয়া ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার মতো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি সন্দীপ সিংহ বলেন, ''আজকাল সরকারি

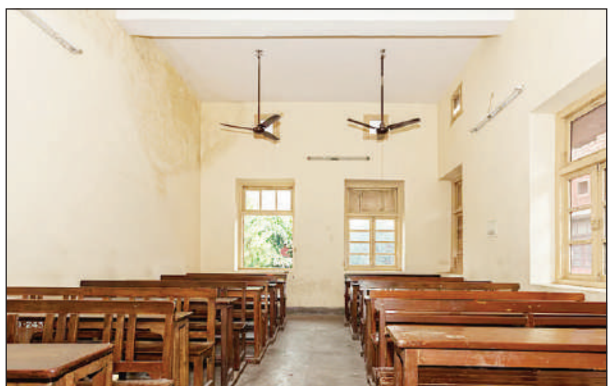

স্কুলগুলি পড়ুয়ার অভাবে ধুঁকছে। কিন্তু আমরা ছাত্রদের অনুকূলে কিছু কর্মসূচি নিয়েছিলাম। তার মধ্যে অন্যতম ফুটবল অ্যাকাডেমি। শুধু এই জেলা বা পাশ্ববর্তী জেলা নয়। হুগলি, বর্ধমান- সহ বিভিন্ন জেলা থেকে পড়ুয়ারা এখানে হস্টেলে থেকে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। সর্বোপরি অভিভাবকরা আমাদের স্কুলের ওপর ভরসা রেখেছেন-এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।'' ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মণিকাঞ্চন রায় বলেন, ''আমরা ছাত্রদের স্কুলমুখী করতে একাধিক কর্মসূচি নিয়েছি। শিক্ষক-শিক্ষিকারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। হস্টেলের ছাত্রদের জন্য বিশেষ কোচিংয়ের ব্যবস্থা করেছি। বৃহত্তর স্কুল ক্যাম্পাস ও শ্রেণিকক্ষকে সিসিটিভির নজরদারিতে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। শান্তিনিকেতনের মতো পরিবেশ, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা অভিভাবকদের কাছে আমাদের স্কুলকে ভরসার জায়গা করে তুলেছে।'' স্থানীয় এক অভিভাবক পরিমল মাহাতো বলেন, ''আজকাল সবাই ভাবে সরকারি স্কুল মানেই পড়াশোনার মান কম। কিন্তু এই স্কুলে এসে সেই ধারণা বদলেছে। প।।শোনার পাশাপাশি খেলাধূলা, শৃঙ্খলা-সব কিছুই রয়েছে। তাই ভরসা করেই সন্তানকে এই স্কুলে ভর্তি করেছি।'' আর এক অভিভাবক সুজাতা মণ্ডলের কথায়, ''ফুটবল অ্যাকাডেমির কথা শুনেই আগ্রহ তৈরি হয়। এসে দেখি পড়াশোনার ব্যবস্থাও খুব ভালো। হস্টেল, কোচিং, নিরাপত্তা-সব মিলিয়ে সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য এই স্কুলের ওপর ভরসা রাখছি।'' শালবনির বিডিও রোমান মণ্ডল বলেন, ''গোদাপিয়াশাল স্কুলের এ বছরে ছাত্রভর্তির পরিসংখ্যান শুনে চমকে গিয়েছি। আগের তুলনায় প্রায় ৫০ শতাংশ বেশি ছাত্র ভর্তি হয়েছে। এটি শুধু শালবনি ব্লক নয়, গোটা জেলার কাছে দৃষ্টান্ত।''


**Office of the NALPUR GRAM PANCHAYAT**
**Block & P.S.-Sankrail, Dist.-Howrah**

1. **2026_ZPHD_985634_1**
2. **2026_ZPHD_985634_2**
3. **2026_ZPHD_985634_3**
4. **2026_ZPHD_985634_4**
5. **2026_ZPHD_983115_1**

Date of opening: **09/01/2026**
Bid submission end date: **21/01/2026**
Sd/- **Pradhan**
**Nalpur Gram Panchayat**



**HDFC BANK**
We understand your world

**রেজিস্টার্ড অফিসঃ** এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

**এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড-এর কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি ও নোটিশ**

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড (''ব্যাংক'')-এর নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাদের সিকিউরিটিজের বিপরীতে ঋণ/ওভারড্রাফট সুবিধা গ্রহণের জন্য ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের বিষয়ে এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে।
চুক্তি অনুযায়ী ঋণ/সুবিধার শর্তাবলী অনুসারে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতাদের ধারাবাহিক ব্যর্থতার কারণে, নিম্নলিখিত ঋণ অ্যাকাউন্টগুলিকে এনপিএ (নন-পারফর্মিং অ্যাসেট) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের কাছে ঋণ প্রত্যাহারের নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে নিম্নলিখিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মাধ্যমে ব্যাংক বন্ধকের অধিকার প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতাদের নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলির সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য ৭ দিনের সময় দিয়েছিল, অন্যথায় ব্যাংক এই বিষয়ে আর কোনো নোটিশ ছাড়াই বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রি করার অধিকার পাবে।
ঋণগ্রহীতারা নির্ধারিত পরিশোধ করতে অবহেলা ও ব্যর্থ হয়েছেন, তাই ব্যাংক বন্ধকগ্রহীতা হিসাবে ঋণ চুক্তির অধীনে তার অধিকার প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতাদের ব্যাংকের কাছে পাওনা অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য **১৯শে জানুয়ারী** ২০২৬ তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজগুলি বিক্রি/নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর ধারা ১৭৬ মেনে এটিকে একটি বিক্রয় নোটিশ হিসাবে গণ্য করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে। ঋণগ্রহীতাদের আরও অবহিত করা হচ্ছে যে, যদি কোনো সময়ে শেয়ার বাজারের অস্থিরতার কারণে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের মূল্য আরও কমে যায় এবং মার্জিন প্রয়োজনীয়তায় আরও ঘাটতি দেখা দেয়, তবে ব্যাংক তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে এই বিষয়ে কোনো অতিরিক্ত নোটিশ ছাড়াই এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রি করে দেবে। বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রির অর্থ সমন্বয়ের পরেও যদি কোনো বকেয়া পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে, তবে ঋণগ্রহীতা(গণ) সেই অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

| ক্রম নং. | লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর | ঋণগ্রহীতার নাম | ৮ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত বকেয়া অর্থের পরিমাণ | বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | XXXXXXXXXX৫৪৩৩ | নীলম পন্ডিত | ৭,৯৮,৬০২.৮৪ | ০৯-০১-২০২৬ |
| ২ | XXXXXXXXXX৬৫০৯ | সঈদ আসিফ ইকবাল | ৪৮,৯৭৮.০০ | ০৯-০১-২০২৬ |

তারিখঃ ১২.০১.২০২৫৬ । স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ স্বা/- । এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

## বেড়ানো

# হাওড়া-কামাখ্যা রুটে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেসঃ সময়সূচি, স্টপেজ ও ভাড়ার সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ

ভারতীয় রেলের ইতিহাসে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হতে চলেছে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস। বিধানসভা নির্বাচনের আগেই এই অত্যাধুনিক ট্রেন পাচ্ছে বাংলা। হাওড়া-কামাখ্যা

রুটে চলতে যাওয়া এই ট্রেনের সম্পূর্ণ টাইমটেবিল ও স্টপেজ তালিকা প্রকাশ করেছে ভারতীয় রেল। যদিও ট্রেনের উদ্বোধনের সরকারি ঘোষণা এখনও বাকি, তবে রেল সূত্রে জানা যাচ্ছে, আগামী ১৮ তারিখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে উদ্বোধন হতে পারে এই নতুন পরিষেবার। রেলমন্ত্রকের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস সপ্তাহে ছয় দিন চলবে। এই রুটে যাত্রীদের দীর্ঘদিনের দাবির কথা মাথায় রেখেই রাতের যাত্রার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে বন্দে ভারতের স্লিপার সংস্করণ। যাত্রার সময় কমানো এবং আরামদায়ক ভ্রমণই এই ট্রেনের মূল লক্ষ্য। হাওড়া স্টেশন থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে ট্রেনটি ছাড়বে এবং পরের দিন সকাল ৮টা ২০ মিনিটে কামাখ্যা পৌঁছবে। বিপরীত দিক থেকে অর্থাৎ কামাখ্যা স্টেশন থেকে ট্রেনটি সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে যাত্রা শুরু করবে এবং পরের দিন সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে হাওড়া পৌঁছবে। রেলের দাবি, এই সময়সূচির ফলে একই রুটের অন্যান্য ট্রেনের তুলনায় যাত্রার সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে। তবে রেলের তরফে জানানো হয়েছে, কামাখ্যা থেকে বুধবার এবং হাওড়া থেকে বৃহস্পতিবার এই ট্রেনটি চলবে না। দীর্ঘ এই যাত্রাপথে হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস মোট ১৩টি স্টেশনে দাঁড়াবে। রেলের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, হাওড়া থেকে ছাড়ার পর ট্রেনটি প্রথমে দাঁড়াবে ব্যান্ডেল স্টেশনে। এরপর একে একে নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, নিউ ফারাক্কা জংশন, মালদহ টাউন, আলুবাড়ি রোড, নিউ জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ বঙ্গাইগাঁও এবং রঙ্গিয়া স্টেশনে থামবে। সবশেষে ট্রেনটি পৌঁছবে কামাখ্যা স্টেশনে। কামাখ্যা থেকে ছা।ার পরেও একই স্টেশনগুলিতেই স্টপেজ থাকবে। উত্তরবঙ্গ এবং অসমের যাত্রীদের জন্য এই ট্রেন বিশেষ সুবিধা এনে দেবে বলেই মনে করছে রেল। বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস হবে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এবং ১৬ কোচের অত্যাধুনিক ট্রেন। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ১৬টি কোচের মধ্যে থাকবে-এই ট্রেনে একসঙ্গে ৮০০ জনেরও বেশি যাত্রী আরামদায়কভাবে যাত্রা করতে পারবেন। রাতের যাত্রার কথা মাথায় রেখে কোচগুলির ভিতরের নকশা ও সুবিধা তৈরি করা হয়েছে।

ভাড়া কত হবে? ভাড়ার ক্ষেত্রেও যাত্রীদের স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছে রেল। জানা গিয়েছে, খাবারের খরচ-সহ- এসি থ্রি-টায়ার ভাড়াঃ প্রায় ২,৩০০ টাকা। এসি টু-টায়ার ভাড়াঃ প্রায় ৩,০০০ টাকা। ফার্স্ট ক্লাস এসি ভাড়াঃ প্রায় ৩,৬০০ টাকা। রেলের দাবি, এই ভাড়া একই রুটের অন্যান্য প্রিমিয়াম ট্রেনের তুলনায় প্রতিযোগিতামূলক এবং যাত্রীবান্ধব। নিরাপত্তা ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা- নিরাপত্তার দিক থেকেও বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেসে রাখা হয়েছে একাধিক অত্যাধুনিক ব্যবস্থা। ট্রেনে থাকছে- কবচ অ্যান্টি -কলিশন সিস্টেম, এমার্জেন্সি টক-ব্যাক সিস্টেম, আধুনিক ফায়ার সেফটি ও নজরদারি ব্যবস্থা। এছাড়াও যাত্রীদের আরামদায়ক যাত্রার জন্য উন্নত সাসপেনশন, নীরব চলাচল এবং আধুনিক শৌচালয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রেল পরিষেবায় নতুন মাইলফলক- বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ইতিমধ্যেই দেশের অন্যতম প্রিমিয়াম ট্রেন হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এবার সেই বন্দে ভারতের স্লিপার সংস্করণ চালু হওয়ায় দীর্ঘ দূরত্বের রাতের যাত্রায় নতুন দিগন্ত খুলতে চলেছে। বিশেষ করে বাংলা, উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের যাত্রীদের কাছে এই ট্রেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে মনে করছে রেল।

# বরফে মোড়া সিকিমে রেকর্ড ভেঙে ১৭ লক্ষের বেশি ভ্রমণকারী, ফেব্রুয়ারিতেই খুলছে লাচেন-গুরুদোংমার

বরফে ঢাকা পাহাড়, ঝকঝকে সাদা উপত্যকা আর তুষারপাতের নৈসর্গিক দৃশ্য-এই মোহেই সিকিমে পর্যটনের ইতিহাসে নতুন রেকর্ড

তৈরি হয়েছে। ২০২৫ সালে রাজ্যটিতে ভ্রমণ করেছেন ১৭ লক্ষেরও বেশি পর্যটক, যা সিকিমের পর্যটন শিল্পে এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। শুধু গত বছরই নয়, চলতি বছরের শুরুটাও হয়েছে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই পর্যটকের ঢল নেমেছে সিকিমে। এরই মধ্যে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসেই খুলে দেওয়া হবে লাচেন ও গুরুদোংমার হ্রদের পথ, ফলে পর্যটনের গতি আরও বা।বে বলেই আশা করা হচ্ছে।

পর্যটনে নতুন রেকর্ড- সিকিম পর্যটন দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব সি শুভকর রাও জানিয়েছেন, ২০২৫ সালে সিকিমে পর্যটক আগমনের সংখ্যা পৌঁছেছে ১৭.১২ লক্ষে। এর আগের বছর অর্থা ২০২৪ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৬.২৫ লক্ষ। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে পর্যটক বৃদ্ধির হার চোখে পড়ার মতো। এই পর্যটকদের মধ্যে দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা পর্যটকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৯৫ হাজারের বেশি, পাশাপাশি ১২ হাজার বিদেশি পর্যটকও সিকিম ভ্রমণ করেছেন। প্রশাসনের মতে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি পরিকাঠামো উন্নয়ন ও পর্যটন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এই বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

নতুন বছরে তুষারপাত, পর্যটকের ভিড়-২০২৬ সালের শুরুতেই যেন সিকিমকে সাজিয়ে তুলেছে প্রকৃতি। উত্তর সিকিমে টানা তুষারপাত পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। বরফে ঢাকা পাহাড়ি গ্রাম, জমে থাকা সাদা তুষার আর শীতের রোদ-সব মিলিয়ে উত্তর সিকিমে এখন ‘নেই’ পরিস্থিতি। লাচুং, ইয়ুমথাং উপত্যকা, থাংগু-প্রায় সব জায়গাতেই হোটেল ও হোমস্টে সম্পূর্ণ বুকড। শুধু উত্তর সিকিম নয়, পূর্ব সিকিমের জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র নাথু-লা পাস ও ছাঙ্গু হ্রদেও পর্যটকের সংখ্যা বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। পর্যটন দপ্তরের আধিকারিকদের মতে, জানুয়ারি মাস জুড়েই এই ভিড় বজায় থাকার সম্ভাবনা প্রবল। রাস্তা খুলতেই বা।ছে বুকিং- সিকিম পর্যটন দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব সি শুভকর রাও জানান, অক্টোবর মাসে হড়পা বানের কারণে সড়ক যোগাযোগ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নেটওয়ার্ক পুনরুদ্ধার হওয়ায় পর্যটকের সংখ্যা আবার বাড়ছে। তিনি আরও জানান, নাগা-লাচুং রুট চালু হওয়ায় উত্তর সিকিমে পর্যটকদের বুকিং উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই রুট খুলে যাওয়ায় পর্যটকদের যাতায়াত অনেক সহজ হয়েছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে পর্যটন শিল্পে।

ফেব্রুয়ারিতে খুলছে লাচেন ও গুরুদোংমার-পর্যটকদের জন্য সবচেয়ে ব। সুখবর হলো-ফেব্রুয়ারি মাসেই খুলে যেতে চলেছে লাচেন ও গুরুদোংমার হ্রদের রুট। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, লাচেন রুটের তারাম চু সেতুর কাজ প্রায় শেষের পথে। এই সেতু চালু হলেই লাচেন এবং গুরুদোংমার হ্রদে পর্যটকদের প্রবেশ পুরোপুরি স্বাভাবিক হবে।

সি শুভকর রাও বলেন, লাচেন রুট খুলে গেলে উত্তর সিকিমে পর্যটনের নতুন অধ্যায় শুরু হবে। তুষারপাত চলতে থাকায় সেখানে পর্যটকদের ভিড় আরও বাড়বে বলেই আমরা আশাবাদী। উত্তর সিকিমের পাশাপাশি পশ্চিম ও দক্ষিণ সিকিমেও পর্যটকদের বুকিং বা।ছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। পেলিং, রাবাংলা, নামচি, রিনচেনপংয়ের মতো জায়গাগুলিতে হোটেল ও হোমস্টেগুলিতে ভালো সাড়া মিলছে। যারা তুলনামূলক শান্ত পরিবেশে প্রকৃতি উপভোগ করতে চান, তাঁদের কাছে এই অঞ্চলগুলো ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বর্তমানে সিকিমে থাকা হোটেল, রিসোর্ট ও হোমস্টেগুলিতে প্রতিদিন প্রায় ৪২ হাজার থেকে ৪৫ হাজার পর্যটক থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে পর্যটকের সংখ্যা বাড়তে থাকায় ভবিষ্যতে আরও হোমস্টে তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। টানা পর্যটক বৃদ্ধিতে স্বাভাবিকভাবেই খুশি সিকিমের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। হোটেল মালিক, হোমস্টে পরিচালকেরা বলছেন, দীর্ঘদিন পর এমন ধারাবাহিক বুকিং তাঁদের ব্যবসায় নতুন প্রাণ ফিরিয়েছে। শীতকালীন পর্যটনের পাশাপাশি গ্রীষ্মের মরসুমেও একই ধারা বজায় থাকবে বলে তাঁদের আশা। সব মিলিয়ে বরফে ঢাকা সিকিম এখন পর্যটনের স্বর্গরাজ্য। রাস্তা, সেতু ও পরিকাঠামো উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে যদি আবহাওয়া সহায়ক থাকে, তবে ২০২৬ সালেও পর্যটন সংখ্যায় নতুন রেকর্ড গড়তে পারে সিকিম-এমনটাই মনে করছেন প্রশাসনিক আধিকারিক থেকে শুরু করে পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

# নিশানায় মার্কিন ঘাঁটি ও ইজরায়েলঃ আমেরিকাকে প্রকাশ্য হুমকি ইরানের

১১ জানুয়ারি ঃ মধ্যপ্রাচ্যে ফের ঘনীভূত হচ্ছে যুদ্ধের মেঘ। ইরানের মাটিতে বড়সড় সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা করছে আমেরিকা-এমন ইঙ্গিত ঘিরেই উত্তপ্ত পরিস্থিতি। ইজরায়েলের তরফে এই বার্তা প্রকাশ্যে আসার পর আর চুপ থাকেনি তেহরান। স্পষ্ট ও কড়া ভাষায় আমেরিকাকে হুঁশিয়ারি দিল ইরান-যদি ইরানের উপর হামলা হয়, তবে পালটা আঘাত আসবে শুধু আমেরিকার উপর নয়, গোটা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে থাকা মার্কিন ঘাঁটি ও ইজরায়েলের উপরও। সব মিলিয়ে ফের রণদু ন্দুভি বেজে উঠেছে এই অস্থির অঞ্চলে। ইরানে মার্কিন হামলার সম্ভাবনা নিয়ে যখন আন্তর্জাতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে, তখন এই ইস্যুতে মুখ খুললেন ইরানের সংসদ অধ্যক্ষ মোহাম্মদ বাঘের কালিবাফ। সংসদে দেওয়া এক তীব্র ভাষণে তিনি একযোগে আমেরিকা, ইজরায়েল এবং দেশের ভিতরের বিদ্রোহীদের নিশানা করেন। কালিবাফ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ইরানের জনগণের জেনে রাখা উচিত, যারা অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা কঠোরতম ব্যবস্থা নেব। যাদের গ্রেপ্তার করা হবে, তাদের ভয়ংকর শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। এরপরই আমেরিকা ও ইজরায়েলকে উদ্দেশ করে আরও কড়া বার্তা দেন তিনি। কালিবাফ বলেন, ইরানের উপর যদি কোনওরকম হামলা হয়, তাহলে আমরা দখল করে রাখা অঞ্চল-ইজরায়েল-এবং এই অঞ্চলে থাকা সমস্ত মার্কিন সামরিক ঘাঁটি, স্থাপনা ও যুদ্ধজাহাজকে নিশানা করব। এখানেই থামেননি তিনি। তাঁর হুঁশিয়ারি, আমরা শুধু আক্রমণের পর প্রতিক্রিয়া জানাব না। বিপদের কোনওরকম লক্ষণ দেখলেই আগাম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে যায়, ইরান আর প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে নেই। বরং প্রয়োজনে আগাম হামলার কৌশলও নিতে প্রস্তুত তারা। যা মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে।

**CHANGE OF NAME**
I, Hedaitulla Sk S/O-Sajadur Sk residing at Vill-Gakunda , Po-Gajdharpara , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 , do hereby declare that in my certain official records, my name & my wife's name has been mistakenly printed as Hedaitulla Sekh (my name) & Jesmina Bibi (my wife's name) instead of both person's correct name, Hedaitulla Sk (my name) & Jesmina Khatun (my wife's name) declared by Magistrate affidavit Berhampore court on 06/01/2026

**CHANGE OF NAME**
I, Achhenuddin Mondal (Old Name) S/O–Kaimuddin Mondal residing at Vill & PO-Mominpur , PS-Domkal , Murshidabad, West Bengal 742303 do hereby declared that I have changed my name from Achhenuddin Mondal to Achen Uddin Mondal and henceforth I shall be known as Achen Uddin Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 09/01/2026. My name Achen Uddin Mondal & Achhenuddin Mondal both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Shyamal Mandal (Old Name) S/O–Bishnu Mondal resident of Maniknagar , Ps-Santipur , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741404 do hereby declared that I have changed my name from Shyamal Mandal to Shyamal Mondal and henceforth I shall be known as Shyamal Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 09/01/2026. My name Shyamal Mondal & Shyamal Mandal both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Lalchand Sk (Old Name) S/O–Majed Shaikh resident of Vill-Khamarpara , Po-Doulatabad , Ps-Murshidabad , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my name from Lalchand Sk to Lalchand Shaikh and henceforth I shall be known as Lalchand Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 09/01/2026. My name Lalchand Shaikh & Lalchand Sk both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Majed Sk (Old Name) S/O–Abdul Gofur Sk resident of Vill-Khamarpara , Po-Doulatabad , Ps-Murshidabad , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my name from Majed Sk to Majed Shaikh and henceforth I shall be known as Majed Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 09/01/2026. My name Majed Shaikh & Majed Sk both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Joydev Dutta (Old Name) S/O–Tinkari Dutta resident of Kaliganj Kumorpara , Kaliganj , Nadia West Bengal, Pin-741150 do hereby declared that I have changed my name from Joydev Dutta to Joydeb Dutta and henceforth I shall be known as Joydeb Dutta (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 09/01/2026. My name Joydeb Dutta & Joydev Dutta both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Safikul Sekh (Old Name) S/O–Ismail Shaikh resident of Vill-Nabinnagar , Po-Natna , Ps-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741160 do hereby declared that I have changed my name from Safikul Sekh to Safikul Shaikh and henceforth I shall be known as Safikul Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 09/01/2026. My name Safikul Shaikh & Safikul Sekh both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Nabiruddin Sekh (Old Name) S/O–Tamej Sekh resident of Madhyapara , Sadikhanndiyar , Jalangi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my name from Nabiruddin Sekh to Nabir Sekh and henceforth I shall be known as Nabir Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 09/01/2026. My name Nabir Sekh & Nabiruddin Sekh both are same and one identical person.

**নাম পরিবর্তন**
আমি, বিকাশ রাজবংশী, পিতা-কৃষ্ণধন রাজবংশী, গ্রাম- শ্রীকণ্ঠপুর, পোস্ট- নুতনগ্রাম, থানা-কান্দী, জেলা- মুর্শিদাবাদ ৭৪২১৪০, আমার সঠিক নাম বিকাশ রাজবংশী, পিতা-কৃষ্ণধন রাজবংশী, যেটা আমার আধার কার্ড (৯৭৬৭-৭১০৩-২৩৮১) ও পাসপোর্ট নম্বর (N5282482) উল্লেখিত আছে।এবং আমার ভুল নাম- বিক্রম রাজবংশী, পিতা-কেষ্টধন রাজবংশী যেটা আমার ভোটার লিস্ট তালিকা নম্বর ৬৮- কান্দী অংশ নং-২১২ ক্রমিক নং- ৫০৭ ভোটার নম্বর (WOB-1772300) উল্লেখিত আছে। আমার নাম বিকাশ রাজবংশী, পিতা-কৃষ্ণধন রাজবংশী এবং বিক্রম রাজবংশী, পিতা-কেষ্টধন রাজবংশী দুজনেই একই ব্যক্তি

**নাম পরিবর্তন**
আমি, তুহিনা বিবি, স্বামী-আব্বাসউদ্দিন সেখ গ্রাম- নবগ্রাম, পোস্ট-হাজারপুর নবগ্রাম, থানা-কান্দী, জেলা- মুর্শিদাবাদ ৭৪২১৩৬, আমার সঠিক নাম তুহিনা বিবি, যেটা আমার আধার কার্ড (৬৮৭২-৯৭৫৭-৭৯২৯) ও ভোটার কার্ড নম্বর (WOB1922996) উল্লেখিত আছে। এবং আমার ভুল নাম তুহিনা খাতুন এবং তুহিনা বেগম যেটা আমার ছেলে এবং মেয়েযর জন্ম সার্টিফিকেটে উল্লেখিত আছে। আমার নাম তুহিনা বিবি, এবং তুহিনা খাতুন এবং তুহিনা বেগম সকলেই একই ব্যক্তি

**CHANGE OF NAME**
I, Harun SK S/o Late Chorat Ali Sekh residing at Vill. Bara Meigachhi, P.O. Gourdanga, P.S. Katwa, Dist. Purba Bardhaman West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my wife's actual name Rafika Bibi instead of Mithu Bibi, vide an affidavit sworn before the S.D.E.M Court at Katwa dated on 05/09/2024. Mithu Bibi and Rafika Bibi both are same and one identical person.

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য
পত্রিকা

**CHANGE OF NAME**
I , MD Esrafil SK @ MD Israfil Sekh @ Israfil Md SK @ Mohammad Israfil Sekh, S/O- Sekh Jaynal Abedin resident of Vill-Veliri, P.O.- Masagram, P.S.- Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713401, have changed my name and shall henceforth be known as ‘SEKH MAHAMMED ISRAFIL’ vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 09/01/2026. That MD Esrafil SK, MD Israfil Sekh, Israfil Md SK, Mohammad Israfil Sekh and Sekh Mahammed Israfil all are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I , Sekh Asgar Ali, S/O- SK Allarakha @ Allarakha Sekh resident of Vill-Sahahossainpur, P.O.- Sahahossainpur, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713408, have changed my name and shall henceforth be known as ‘SK ASGAR ALI’ vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 09/01/2026. That Sekh Asgar Ali and SK Asgar Ali both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I MOUSHUMI KHATUN W/O MD HAFIZUL ISLAM SARDAR residing at Vill-Sadigachhi, P.O.-Bhebia, P.S.-Hasnabad, Dist-North 24 Parganas-743456, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MOUSHUMI SARDAR as declared before the Judicial Magistrate 1st Class at Barasat Court, North 24 Parganas vide affidavit No 28814/25 Dated 29/11/2025. MOUSHUMI KHATUN and MOUSHUMI SARDAR both are same and identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Parvez (old name) son of Md Yusuf, residing at 37A, Cantopher Lane, Entally, Kolkata – 700014, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Parvez Khan (new name) as sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata vide affidavit No. 293 dated 04/12/2025. Parvez (old name) and Parvez Khan (new name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Parvez (old name) son of Md Yusuf, residing at 37A, Cantopher Lane, Entally, Kolkata – 700014, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Parvez Khan (new name) as sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata vide affidavit No. 293 dated 04/12/2025. Parvez (old name) and Parvez Khan (new name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Sekh Hidayetulla S/o Late Sekh Akbar Ali Residing at Suratsingpur, P.o - Kankrakuli, P.s - Dhaniakhali, District - Hooghly, Pin- 712302, West Bengal India, that my deceased father who previously known as Sk Akbar Ali (Old Name) shall henceforth be known as Sekh Akbar Ali (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 09-01-2026. I declare that my deceased father Sk Akbar Ali (Old Name) and Sekh Akbar Ali (New Name) is same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Sujata Saha (Old Name) W/o Jayanta Saha Residing at 2/A, Gossain Para Lane, P.o - Hatkhola, P.s - Shyampukur District - Kolkata, Pin - 700005, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Tanushree Saha (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 6 Dated 08-01-2026. Sujata Saha (Old Name) and Tanushree Saha (New Name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, ROOP DEYBISWAS, BISWAS ROOP DEY (Old Name) S/o Chhabi Dey Biswas Residing at 172/2B, Picnic Garden Road, Vtc+P.o - Tiljala, District - South 24 Parganas, Pin - 700039, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as ROOP DEY BISWAS (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 13/2026 Dated 09-01-2026. ROOP DEYBISWAS, BISWAS ROOP DEY (Old Name) and ROOP DEY BISWAS (New Name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Pashupatinath V, (Old Name) S/o Swaminathan Viswanathan Residing at Cascades, Tower -3, Flat-802, Uniworld City, Opposite Karigori Bhawan, Newtown, Action Area -3, Vtc+P.o - New Town Action Area-III, District - North 24 Parganas, Pin - 700160, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Pashupathinath Viswanathan (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 14/2026 Dated 09-01-2026. Pashupatinath V, (Old Name) and Pashupathinath Viswanathan (New Name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Sanat Kumar Mallick (Old Name) S/o Late Tarapada Mallick Residing at EF 43, 1943 Rajdanga Main Road, P. Majumder Bridge, Kasba, Vtc+P.o - E.K.T, District - Kolkata, Pin - 700107, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sanat Mallick (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 07-01-2026. Sanat Kumar Mallick (Old Name) and Sanat Mallick (New Name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Nimesh Kr Dhruv son of Pravinchandra Shantilal Dhruv, residing at 17 Mohini Mohan Road, 1st floor, Flat -1D, Bhawanipur, Kolkata-700020, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Nimesh Pravinchandra Dhruv as declared before the Notary Public at Kolkata, vide affidavit No 18 Dated 07/01/2026. Nimesh Kr Dhruv and Nimesh Pravinchandra Dhruv both are same and identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Abhijit Kumar Shaw (Old Name) S/o Ajay Kumar Shaw Residing at Mayurakshi Apartment, 288, Gopal Lal Thakur Road, P.o+P.s - Baranagar, District - Kolkata, Pin - 700036, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Abhijit Shaw (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 08-12-2025. Abhijit Kumar Shaw (Old Name) and Abhijit Shaw (New Name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Uttam Mondal (Old Name) S/o Late Haribar Mondal Residing at Bagpota Road Sonali Park, Sarsuna, District - Kolkata, Pin - 700061, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Uttam Kumar Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-01-2026. Uttam Mondal (Old Name) and Uttam Kumar Mondal (New Name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Poulami Santra Talukdar (Old Name) W/o Avirup Talukdar Residing at 1/1B/1, Ramkrishna Naskar Lane, P.o+P.s - Beliaghata, District - Kolkata, Pin - 700010, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Poulami Santra (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 09-01-2026. Poulami Santra Talukdar (Old Name) and Poulami Santra (New Name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Samsul Haque (Old Name) S/o Sk Jahur Alam Residing at 61C/1B, Elliot Road, P.o - Park Street, P.s - Park Street, District - Kolkata, Pin - 700016, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sk Samsul Haque (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 09-01-2026. Samsul Haque (Old Name) and Sk Samsul Haque (New Name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Anup Bhuwalka (Old Name) S/o Narayan Das Bhuwalka Residing at 34, Jelia Para Lane, P.o - Salkia, P.s - Golabari, District - Howrah, Pin - 711106, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Anup Kumar Bhuwalka (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 09-01-2026. Anup Bhuwalka (Old Name) and Anup Kumar Bhuwalka (New Name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Birendra Kothari (Old Name) S/o Somarendra Path Kothari Residing at 27, Badri Das Tempal Street, P.o - Shyam Bazar, P.s - Manicktala, District - Kolkata, Pin - 700004, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Biren Kothari (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 09-01-2026. Birendra Kothari (Old Name) and Biren Kothari (New Name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Hafigul Islam (Old Name) S/o Abubakar Mondal Residing at Vill - Jashaikati, P.o - Jashaikati, P.s - Baduria, District - North 24 Parganas, Pin - 743401, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Hafijul Islam (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 09-01-2026. Hafigul Islam (Old Name) and Hafijul Islam (New Name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Sk Hidayetullah (Old Name) S/o Late Sekh Akbar Ali Residing at Suratsingpur, P.o - Kankrakuli, P.s - Dhaniakhali, District - Hooghly, Pin - 712302, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sekh Hidayetulla (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 09-01-2026. Sk Hidayetullah (Old Name) and Sekh Hidayetulla (New Name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Samsunara Begam (Old Name) W/o Sk Hiru Lal Ali Residing at Dedhara (Majer Para), P.o - Dedhara, P.s - Dhaniakhali, District - Hooghly, Pin - 712302, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Musammat Samsunnara Kazi Bibi (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 09-01-2026. Samsunara Begam (Old Name) and Musammat Samsunnara Kazi Bibi (New Name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Sk Hiralal (Old Name) S/o Sk Abdul Rahaman Residing at Dedhara (Majer Para), P.o - Dedhara, P.s - Dhaniakhali, District - Hooghly, Pin - 712302, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sk Hiru Lal Ali (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 09-01-2026. Sk Hiralal (Old Name) and Sk Hiru Lal Ali (New Name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, ASIT ROY, residing at Sarkarpara Dhan Colony, P.O. & P.S.- Gobardanga, North 24 Parganas, WB-743252. As per Birth Certificate of my son SANJIT ROY his date of birth is 30.10.1988 is recorded issued by Gobardanga Municipality, No A002286 dated 21.01.1989, Registration No. 172 dt. 15.11.1988. In all documents (Madhyamik Admit Card, Madhyamik Certificate, Aadhaar Card 4945 6421 7097, PAN card AWMPR2870D, EPIC card NNR1784362) of my son Sanjit Roy D.O.B. has been recorded as 06.01.1989. By the court affidavit of Ld. Judicial Magistrate 1st Class, at Barasat being Sl. No. 9731 dt. 11.12.25 get rectification of my said son's date of birth from 06.01.1989 to 30.10.1988.

**CHANGE OF NAME**
I, Bidhan Chandra Sarkar (old name) S/o- Biswanath Sarkar residing at Goaljan, Goaljan, Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin-742188 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from BIDHAN CHANDRA SARKAR to BIDHAN SARKAR and henceforth I shall be known as BIDHAN SARKAR (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 10/01/2026. BIDHAN CHANDRA SARKAR (old name) and BIDHAN SARKAR (new name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Nasima Begum (old name) W/o-Rafikul Islam residing at Kanapur, Chhabghati, Suti, Dist-Murshidabad, Pin-742201 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from NASIMA BEGUM to NASIMA KHATUN and henceforth I shall be known as NASIMA KHATUN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 10/01/2026. NASIMA BEGUM (old name) and NASIMA KHATUN (new name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, (Old Name) RABINDRA NATH HIRA S/o- KESHAB HIRA Residing at, Vill - Mobarakpur, Post- Haripur Chhitka, Ps- Tehatta, Dist- Nadia, Pin- 741163, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from RABINDRA NATH HIRA To RABIN HIRA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RABIN HIRA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 26 Dec 2025, RABIN HIRA and RABINDRA NATH HIRA both are Same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Iyamin Sk (Old name) S/O- Kaifat Mondal, Resident at, Vill & Po-Gudiha, Ps & Dist-Murshidabad, Pin- 742302, West Bengal, I have changed my name Iyamin Sk to Yamin Mondal (New name) I shall be known as Yamin Mondal vide affidavit no. 05 AC 455212 before the Notry at Berhampore on 11/11/2025 Yamin Mondal & Iyamin Sk same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Golam Mustafa Sk (Old name) S/O-Yamin Mondal, Resident at, Vill & Po-Gudiha, Ps & Dist-Murshidabad, Pin-742302, West Bengal, I have changed my name Golam Mustafa Sk (to Golam Mostafa Sk (New name) I shall be known as Golam Mostafa Sk vide affidavit no. 10 AC 785287 before the Notry at Berhampore on 11/11/2025 Golam Mostafa Sk & Golam Mustafa Sk same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Golam Mustafa Sk (Old name) S/O-Yamin Mondal, Resident at, Vill & Po-Gudiha, Ps & Dist-Murshidabad, Pin-742302, West Bengal, I have changed my name Golam Mustafa Sk (to Golam Mostafa Sk (New name) I shall be known as Golam Mostafa Sk vide affidavit no. 10 AC 785287 before the Notry at Berhampore on 11/11/2025 Golam Mostafa Sk & Golam Mustafa Sk same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I HARA KRISHNA BASAK S/O-Haripada Basak Resident of Vill- Gopinathpur,Madhyapara,P.O-Nasaratpur, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal,Pin-713519 do hereby declare that I have changed my name from HARA KRISHNA BASAK to HAREKRISHNA BASAK and henceforth I shall be Known as HAREKRISHNA BASAK in all purpose, Vide affidavit no..15, sworn before the Notary public at Nabadwip, Dist- Nadia, West Bengal,on Date-08/01/2026 HAREKRISHNA BASAK and HARA KRISHNA BASAK both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Aswarya Sharma (old name) Daughter of Sunil Kumar Sharma, residing at 14B, Nazir Lane, Po-Khidderpore, Ps-Watgunge, Kolkata-700023, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as SAMRIDDHI SHARMA (new name), as declared before the 1st class Judicial Megistrate, Alipore, vide an affidavit no.39747 dated 25/06/2025. Aswarya Sharma (old name) and Samriddhi Sharma (new name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Sk Abu Kassaim (old name) Son of Sk Noor Hossain, residing at 2, Parui Paka Road, Sarsuna, Ps-Parnasree, Kolkata-700061, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Abu Kashem (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 05/01/2026. Sk Abu Kassaim (old name) and Sk Abu Kashem (new name) both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**
I, Sk Sahil Hossain (old name) Son of Sk Abu Kashem, residing at 2, Parui Paka Road, Sarsuna, Ps-Parnasree, Kolkata-700061, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Shahil Hossain (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 05/01/2026. Sk Sahil Hossain (old name) and Sk Shahil Hossain (new name) both are same and one identical person.

# পুর্বোদয়ঃ উচ্চ গতির ট্রেন যাত্রা
# পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যে চলবে ভারতের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন

কলকাতা, ১২ জানুয়ারীঃ পশ্চিমবঙ্গের জন্য নতুন বছরের এক আননন্দ সংবাদ হিসেবে, ভারতীয় রেলওয়ে হাওড়া-গৌহাটি (কামাখ্যা)

রুটে ভারতের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালুর ব্যবস্থা করেছে। এই ট্রেনটি পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যে উচ্চ গতির ট্রেন যাত্রার নতুন যুগের সূচনা করবে। এটি যাত্রীদের জন্য একটি আরামদায়ক যাত্রা অভিজ্ঞতা প্রদান করবে এবং বিমান ভাড়ার তুলনায় অনেক কম খরচে চলবে, সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনবে। নতুন স্লিপার ক্লাস বন্দে ভারত ট্রেনটি হাওড়া - গৌহাটি (কামাখ্যা) রুটটি প্রায় ১৪ ঘণ্টায় সম্পন্ন করবে, যেখানে অন্যান্য ট্রেন প্রায় ২০ ঘণ্টা সময় নেয়।

ভান্ডে ভারত স্লিপার ট্রেনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হলো- ট্রেনসেটের আকার হাওয়ার্ডিনামিক ডিজাইনের, যা ১৮০ কিমিঘণ্টা গতি অর্জন করতে সক্ষম, দীর্ঘ দূরত্বের যাত্রায় দ্রুততা নিশ্চিত করে এবং যাত্রীর আরাম ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখে।

যাত্রী ওঠানামার সময় নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য দরজা কার্যক্রমের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে নিযন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় স্লাইডিং প্লাগ দরজা ও বাধা সনাক্তকরণ ব্যবস্থা।

কোচের মধ্যে মসৃণ চলাচলের জন্য সম্পূর্ণ স্কেলযোগ্য ফ্লেক্সিবল গ্যাংওয়ে, যা শব্দ হ্রাস করে এবং যাত্রীর আরাম বৃদ্ধি করে।

ব্রেকিং ও অ্যাক্সিলারেশনের সময় ঝাঁকুনি কমাতে অর্ধ-স্থায়ী কাপলারের ব্যবহার, যা যাত্রার আরাম বাড়ায়।

উন্নত সাসপেনশন সিস্টেম যা উচ্চ গতিতেও যাত্রাকে স্থিতিশীল রাখে এমনকি ১৮০ কিমিঘণ্টায় বরফ-ভরা জলের কনটেইনারও না গড়িয়ে থাকে।

যাত্রীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য কোচে সিসিটিভি নজরদারি ব্যবস্থা।

রিয়েল-টাইম যাত্রা তথ্য, নিরাপত্তা ঘোষণা ও যাত্রী নির্দেশনার জন্য পূর্ণাঙ্গ প্যাসেঞ্জার অ্যানাউন্সমেন্ট এবং প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন সিস্টেম । সুগন্ধিবিহীন ভ্যাকুয়াম টয়লেট সিস্টেম, ভারতীয় ও পশ্চিমা টয়লেটসহ, যা হাইজিন নিশ্চিত করে এবং জল খরচ কমায়। উন্নত কুশন ও আসনের নকশা সহ আরামদায়ক বার্থ। ফার্স্ট ক্লাস কোচের উপরের বার্থে সহজে উঠার জন্য বিশেষ সিঁড়ির ব্যবস্থা। উন্নত লাইটিং এবং ইন্টেরিয়র ডিজাইন, যাতে আরও সুন্দর ও আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আধুনিক যাত্রী সুবিধাঃমাবাইল হোল্ডার, ম্যাগাজিন র‍্যাক, পানি বোতল রাখার স্থান, স্ন্যাক টেবিল এবং প্রশস্ত লাগেজ রুম।

হানিকম্ব সিঁড়ি যাতে উপরের বার্থে সহজ ও নিরাপদে উঠা যায়।

বার্থ রিডিং লাইট সহ ৩-পিন চার্জিং সকেট, ঙ্গঙ্কক্ক টাইপ ক ও ক্ট পোর্ট। জরুরি পরিস্থিতিতে সরাসরি গার্ডের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য এমার্জেন্সি টক ব্যাক ইউনিট। যাত্রী সুবিধার জন্য এবং পরিবেশ দূষণ কমানোর জন্য ছোট পান্ট্রি, বয়লার, কুলার, হট কেস, রেফ্রিজারেশন ইউনিট এবং বোতল ক্রাশার সহ। প্রতিটি ডিটিসি-তে প্রবীণ বা সীমিত গতিশীলতার ব্যক্তির জন্য বিশেষ বার্থ এবং টযলেট। প্রতিটি ডিটিসি কোচের ল্যাভেটরিতে বেবি সিটার।

অগ্নি সনাক্তকরণ ব্যবস্থা, ফায়ার-ওয়ার্থি ব্যারিয়ার দরজা এবং রিয়েল-টাইম সিসিটিভি মনিটরিং। নিঃশব্দ ব্যবস্থা, যাতে শান্ত ও আরামদায়ক স্যালুন পরিবেশ বজায় থাকে।

আন্তর্জাতিক EN ১৫২২৭ ক্র্যাশ সেফটি স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী নির্মিত।

কেন্দ্রীভূত কোচ মনিটরিং সিস্টেম যা RMPU-এর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি নিশ্চিত করে। ট্রেন সংঘর্ষ প্রতিরোধ ব্যবস্থা চলাচলের নিরাপত্তা বাড়ায়।

চালকের কেবিনে এয়ার কন্ডিশনিং, যাতে ক্রু দীর্ঘ ও উচ্চ গতির যাত্রায় সতর্ক ও কার্যকর থাকে।

প্রপালশন যন্ত্রাংশ কোচের নিচে বসানো হয়েছে, যা অভ্যন্তরীণ স্থান সর্বাধিক করে, স্থিতিশীলতা বাড়ায় এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহজ করে।

ট্রেনের সব উপকরণ EN 45545 HL3 মান অনুযায়ী, যা আগুনের ঝুঁকি কমায় এবং জরুরি পরিস্থিতিতে নিরাপদ উচ্ছেদ নিশ্চিত করে।

ফার্স্ট AC কোচে হট ওয়াটার শাওয়ার সুবিধা, দীর্ঘ ও রাত্রীকালীন যাত্রায় যাত্রীদের আরামদায়কতা নিশ্চিত করার জন্য।

সমস্ত এটেনড্যান্টদের জন্য বার্থ, যাতে যথেষ্ট বিশ্রাম সম্ভব হয়।

Wi-Fi রাউটার এবং অ্যাক্সেস পয়েন্ট নেটওয়ার্ক। জরুরি পরিস্থিতিতে যাত্রীদের ক্রুকে সতর্ক করার জন্য প্যাসেঞ্জার এলার্ম ইমার্জেন্সি পুশ বাটন। যাত্রীরা এই ট্রেনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের যাত্রা এখন আরও দ্রুত, নিরাপদ ও আরামদায়কভাবে করতে পারবে।

# মালিগাঁওয়ে৭০তম জোনাল রেলওয়ে উইক অ্যাওয়ার্ডস সেরেমনির আয়োজন

মালিগাঁও, ১১ জানুয়ারিঃ ৭০তম জোনাল রেলওয়ে উইক অ্যাওয়ার্ডস সেরেমনি ১০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে মালিগাঁওয়ের রঙ ভবনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তবের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয।অনুষ্ঠানে বিভাগীয় প্রিন্সিপাল হেড এবং মুখ্য কার্যালয়ের অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন, যাঁরা অনুষ্ঠানটিকে অলঙ্কৃত করেন এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও অনুকরণীয পারফরম্যান্সের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্তদের অভিনঃদন জানান। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিজন এবং মুখ্য কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিক ও কর্মচারীদের তাঁদের অসামান্য পরিষেবা, পেশাগত উকর্ষ এবং দক্ষতা, সুরক্ষা ও যাত্রী পরিষেবার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মর্যাদাপূর্ণ বিশিষ্ট রেল সেবা পুরস্কার, ২০২৫ প্রদান করা হয়েছে।বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে তাঁদের নিষ্ঠা এবং অনুকরণীয় পারদর্শিতার জন্য মোট ৪৯ জন পুরস্কারপ্রাপ্তকে সম্মানিত করা হয়েছে। পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে সাধারণ প্রশাসন, বাণিজ্যিক, চিকিসা এবং সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন বিভাগ থেকে দুজন করে এবং পার্সোনেল, সেফটি,সিকিউরিটি এবং স্টোরস বিভাগ থেকে একজন করে পুরস্কারপ্রাপ্ত রয়েছেন।এই আধিকারিকদের তাঁদের কার্যকর প্রশাসনিক সহাযতা, গ্রাহক-কেন্দ্রিক পরিষেবা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং রেলওয়ের সুরক্ষা ও পরিচালন ব্যবস্থা শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য সম্মানিত করা হয়েছে। এছাড়াও, ইলেকট্রিক্যাল ও অপারেটিং বিভাগ থেকে ৭ জন করে, মেকানিক্যাল বিভাগ থেকে ৮ জন এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে সর্বোচ্চ ১৫ জন পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই সম্মাননা লাভ করেন ট্র্যাকশন ও লোকো পরিচালন, ট্রেন পরিচালন ও ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনা, রোলিং স্টক রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়ার্কশপ, কোচিং ডিপো, ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিকাঠামো উন্নযনে তাদের প্রশংসনীয . প্রচেষ্টা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সামগ্রিক কর্মক্ষমতা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

কামাখ্যা কোচিং ডিপোকে উকৃষ্ট প্রদর্শন এবং শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বিশিষ্ট রেলসেবা পুরস্কার (ভিআরএসপি), ২০২৫-এর সাম্প্রতিক পুরস্কার বিজয়ীদের তালিকায়২০২৫-এর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ কোচিং ডিপো পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের বক্তৃতাকালে জেনারেল ম্যানেজার এবং বরিষ্ঠ আধিকারিকরা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতেসুরক্ষা, সময়ানুবর্তিতা এবং যাত্রী সন্তুষ্টি উন্নত করতে পেশাদারিত্ব, ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও নিরলস অবদানের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্তদের প্রশংসা করেন। তারা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কর্মীদের মধ্যে মেধার স্বীকৃতি এবং শ্রেষ্ঠত্বকে উসাহিত করার প্রতি তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

# ১৫ বছরের বায়ো-ওয়েস্ট পাহাড় সরাতে আদালতের হস্তক্ষেপ, আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে যৌথ কমিটি গঠন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার,১১ জানুযারি ঃ দীর্ঘ ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল চত্বরে জমে থাকা বিপুল পরিমাণ বায়ো-ওয়েস্ট অবশেষে পরিবেশ আদালতের হস্তক্ষেপে আলোচনার কেন্দ্রে এল। পরিবেশবিদ সুভাষ দত্তের দাযের করা মামলার প্রেক্ষিতে ওই বিপজ্জনক বর্জ্য অপসারণের জন্য একটি যৌথ কমিটি গঠনের নির্দেশ দিল পরিবেশ আদালত। কমিটিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে আদালতের কাছে। দীর্ঘদিন ধরেই প্রশ্ন উঠছিল-কে নেবে দাযিত্ব? হাসপাতালের মর্গ সংলগ্ন এলাকায. জমে থাকা এই বাযো-ওয়েস্ট পাহাড় থেকে প্রতিনিযত ছড়াচ্ছে তীব্র দুর্গন্ধ। বর্ষা এলেই পরিস্থিতি আরও ভযাবহ হযে .ওঠে। দূষণের জেরে আশপাশের বাসিন্দাদের জীবন দুর্বিষহ হযে. উঠেছে বলে অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এই সমস্যার গুরুত্ব বুঝে গত বছর জানুযারিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তৎকালীন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে এসে সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিযে .দেখেন। তার পর স্বাস্থ্য ভবনের উদ্যোগে হাসপাতাল চত্বরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ওই বর্জ্য সরিযে .নিযে .গিযে .টিনের গার্ডওযাল দিযে .ঢেকে রাখা হয। কিন্তু তাতে সমস্যার স্থাযী. সমাধান হযনি বলেই অভিযোগ। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার সফরে এসে পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত

ফের এই বায়ো-ওয়েস্টের পাহাড়ের বিষযটি নজরে আনেন। এরপরই তিনি অবিলম্বে বর্জ্য অপসারণের দাবিতে পরিবেশ আদালতের দ্বারস্থ হন। মামলার শুনানিতে পরিবেশ আদালত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলে। আদালত জানতে চেযেছে, দূষণের জন্য দাযী. এই বাযো.-ওযেস্ট অপসারণে এমন কী জটিলতা ছিল, যার কারণে ১৫ বছরেরও বেশি সময .ধরে কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওযা. যাযনি। আদালতের পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট, বিষযটি প্রশাসনিক গাফিলতির দিকেই ইঙ্গিত করছে। এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত একটি যৌথ কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয। ওই কমিটিতে জেলাশাসক এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিরা থাকবেন। তাঁদের দাযিত্ব হবে পুরো বিষযটি খতিযে দেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়া।শুধু জেলা হাসপাতাল নয, সুভাষ দত্ত মামলায় আরও একটি গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। তিনি জানান, আলিপুরদুয়ার পুরসভার আওতাধীন মাঝেরডাবরি সলিড ওযেস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প এলাকাতেও বিপুল পরিমাণ বাযো.-ওযেস্ট জমে রযেছে। যা পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক বিপজ্জনক।হাসপাতালের মর্গের পাশে জমে থাকা বর্জ্য পাহাড় থেকে নির্গত দুর্গন্ধে আশপাশের এলাকায. বসবাসকারী মানুষজন চরম দুর্ভোগে রয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বর্ষাকালে দূষণের মাত্রা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। সংক্রমণের আশঙ্কাও থাকে সব সময়।এ বিষযে. জেলা হাসপাতালের সুপার পরিতোষ মণ্ডল সরাসরি মন্তব্য করতে না চাইলেও বলেন, অর্থ দপ্তরের বরাদ্দ না পাওয়াতেই সমস্যা তৈরি হয়েছে। টাকা পেলেই বাযো.-ওযেস্ট অপসারণ করা হবে। অন্যদিকে, হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেযারম্যান সুমন কাঞ্জিলাল এই মামলাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, এই সমস্যা ১৫-২০ বছর আগের। তখন সুভাষ দত্তের নজরে বিষযটি পড়েনি কেন? এখন হঠা মামলা করা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই। এখন প্রশ্ন একটাই- পরিবেশ আদালতের কড়া অবস্থানের পর এবার কি সত্যিই আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল চত্বর বাযো.-ওযেস্ট মুক্ত হবে? নাকি রিপোর্টের পরও ফাইলের মধ্যেই আটকে থাকবে সমস্যা-সেই দিকেই তাকিযে .রযেছে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষ।

# পুরুলিয়ায় সত্যিই বরফ পড়ছে, খড়ের গাদায় হাত দিয়ে চমকে উঠল ওরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১১ জানুয়ারি ঃ দার্জিলিং বা কাশ্মীর নয়! এবার পুরুলিয়াতেই তুষারপাত! রেকর্ড শীতের দাপটে জঙ্গলমহলের তাপমাত্রা যখন স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই নীচে। কয়েকদিন আগে কোল্ড ডে বা শীতল দিনের অ্যালার্টও জারি করা হয়েছিল। তবে এত ঠান্ডা যে বরফ পড়বে! এতটা আশা করেননি স্থানীয় বাসিন্দারা। সাত সকালে উঠে খড়ের গাদার দিকে তাকিয়ে চমকে গেলেন এলাকাবাসী। গত বেশ কয়েকদিন ধরেই জাঁকিয়ে শীত পড়েছে পশ্চিমের জেলা পুরুলিয়ায়। সঙ্গে চলছে শৈত্য প্রবাহ। তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করছিল ৫-৬ ডিগ্রিতে। আগুন জ্বালিয়ে হাত-পা গরম করতে হয়েছে মানুষজনকে। এরই মধ্যে চোখে পড়ল ভূমি তুষার। শনিবার বান্দোয়ানের পাহাড়-জঙ্গলঘেরা ডাঙ্গা এলাকায় দেখা যায় ভূমি তুষার। রবিবারও দেখা গেল একই ছবি। ঝালদা থেকে খামার যাওয়ার রাস্তার ধারের খড়ের গাদার উপরে জমে রয়েছে সাদা আস্তরণ। যা দেখে রীতিমত চমকে যাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ভোরে প্রাতঃ ভ্রমণে বেরিয়ে এই দৃশ্য নজরে আসে বলে জানান এলাকার বাসিন্দা বিমল কুইরি, ঠাকুরদাস মাহাত, সত্যনারায়ণ স্বর্ণকারেরা। তাঁরা কাছে গিয়ে দেখেন, খড়ের উপর সাদা আস্তরণ আসলে ভূমি তুষার। অস্বাভাবিক এই দৃশ্য উপভোগ করতে ভি। জমাতে দেখা যায় এলাকাবাসীকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, চলতি মরশুমে শীতের তীব্রতা রেকর্ড ছুঁয়েছে। তাঁদের কথায়, কাশ্মীর বা দার্জিলিং নয়, ঝালদাতেই যেন বরফ উপভোগ করছি। অন্যদিকে, প্রবল ঠান্ডায় দুর্ভোগে প।ছেন বয়স্ক ও শিশুরা। সকালে বাড়ি থেকে বেরনো কঠিন হয়ে পড়ছে বলে জানান বাসিন্দারা।

# হুঁশিয়ারি মাসুদ আজহারের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃএক হাজারেরও বেশি আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী প্রস্তুত রয়েছে। ভারতে অনুপ্রবেশের অনুমতি দেওয়ার জন্য এই আত্মঘাতী বাহিনী তাকে চাপ দিচ্ছে। আত্মঘাতী হামলাকারীদের সংখ্যা প্রকাশ করলে দুনিয়াজুড়ে শোরগোল পড়ে যাবে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের প্রধান মাসুদ আজহারের একটি অডিও রেকর্ডিং সামনে এসেছে। সেখানেই এমন চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন পাক মদতপুষ্ট এই জঙ্গি নেতা। নিজের ভাষায় মাসপদ আজহারকে বলতে শোনা যাচ্ছে যে, ‘এই আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরা একজন নয়, দু’জন নয়, ১০০ জন নয়, এমনকী ১,০০০ জনও নয়। যদি আমি পুরো সংখ্যাটা বলে দিই, তাহলে আগামীকাল বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমে তোলপাড় শুরু হয়ে যাবে।’ অডিওতে জইশ-ই-মহম্মদ প্রধান মাসুদ আজহার ‘শহাদত’-এর কথা তুলে বলেন, তাঁর সংগঠনের জঙ্গিরা নাকি কোনও পার্থিব সুবিধা চায় না, শুধু ‘মৃত্যুর পরের জয়’-ই তাদের লক্ষ্য। তবে, ওই অডিও রেকর্ডিংটির তারিখ এবং সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য জঙ্গি নেতা মাসুজ আজহার বছরের পর বছর ধরে ভারতের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বিবৃতি দিয়ে আসছে। ২০০১ সালের সংসদ হামলা এবং ২০০৮ সালের মুম্বই হামলা-সহ বেশ কয়েকটি বড় সন্ত্রাসবাদী হামলার মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। গত বছর ২২শে এপ্রিল পাহালগাঁও হামলার জবাবে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ‘অপরেশন সিঁদুর’ অভিযান চালায়।

# টোটো চালিয়ে গ্রামে উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন পঞ্চায়েত প্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি,গোয়ালপোখর, উত্তর দিনাজপুর, ১১ জানুয়ারি ঃ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের ১৫ বছরের উন্নযন কার্যক্রম সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ‘ পাঁচালি’ এবং ‘ পা।।, আমাদের সমাধান’ নামে এক নতুন প্রচারাভিযান শুরু করেছে। এ উদ্যোগকে আরও কার্যকর করতে ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ নিয়েছেন গোয়ালপোখরের গোয়াগাঁও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহম্মদ আলাউদ্দিন। তিনি নিজে ই-রিকশা বা টোটো চালিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প, সুবিধা এবং ভবিষ্য পরিকল্পনার তথ্য পৌঁছে দিচ্ছেন। মহম্মদ আলাউদ্দিন জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কথা সাধারণ মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওযাই তার প্রধান লক্ষ্য। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী এই বয়সেও মানুষের জন্য এত কাজ করছেন। সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে নিজেই যদি টোটো চালিয়ে প্রচারে বেরোই, তা হলে অসুবিধার কী আছে? এ উদ্যোগের মাধ্যমে আলাউদ্দিন সরাসরি সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করছেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত প্রধানকে কাছে পেয়ে তারা তাঁদের দৈনন্দিন সমস্যা এবং প্রয়োজনীয. সহাযতার বিষযে. সরাসরি কথা বলতে পারছেন। কিছু পরিবার জানিয়েছে, টোটোতে ঘুরে আসা পঞ্চাযেত প্রধানের সঙ্গে সংলাপের ফলে সরকারি সুবিধা ও প্রকল্প সম্পর্কে তারা আরও স্পষ্ট ধারণা পেয়েছেন।

গোয়াগাঁও ২ নম্বর গ্রামের মানুষদের মধ্যে এই উদ্যোগের প্রশংসা হচ্ছে। তাঁরা বলছেন, সরাসরি একজন জনপ্রতিনিধি তাঁদের কাছে আসার ফলে সরকারি প্রকল্প, পেনশন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধার তথ্য অনেক বেশি সহজে পৌঁছাচ্ছে। বিশেষ করে বৃদ্ধ, মহিলারা এবং দূরবর্তী অঞ্চলের মানুষ এই প্রচারণার মাধ্যমে তাঁদের সমস্যা দ্রুত তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়া, টোটো বা ই-রিকশায় চলা হওয়ায় প্রচারণা পরিবেশবান্ধব এবং গ্রামীণ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে। স্থানীয়রা মন্তব্য করেছেন, প্রচারণা হচ্ছে সরাসরি, এবং আমরা চাইলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমস্যা তুলে ধরতে পারছি। তবে এই উদ্যোগে বিজেপি’র নেতারা কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। উত্তর দিনাজপুর জেলা বিজেপি সহ-সভাপতি সুরজি সেন বলেন, সারাবছর দুর্নীতি করে এখন টোটো চালিয়ে ‘ পাঁচালি’ প্রচার করে কী লাভ? এ অঞ্চলের উন্নয়ন শুধু তৃণমূল কর্মীদের জন্য হয়েছে। যতই ‘ পাঁচালি’ প্রচার করা হোক, ২০২৬ সালের নির্বাচনে মানুষ ভোট বাক্সে জবাব দেবে। বিজেপি’র এ মন্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, রাজনীতির ময়দানে প্রচারণা কার্যকর হলেও বিরোধীদল এটিকে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছে। তারা মনে করে, সাধারণ মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে ভোটের ফলাফলের দিকে মনোযোগ দেওয়া হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এমন প্রচারণা শাসক দলের জন্য একটি কৌশলগত পদক্ষেপ। সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওযা. এবং সমস্যা শুনে সমাধানের প্রক্রিযা. দেখানো নির্বাচনী প্রভাব বাড়াতে পারে। বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে যেখানে মানুষ সরকারি প্রকল্প ও সুবিধার সঠিক তথ্য পাচ্ছেন না, সেখানে এই ধরনের প্রচারণা কার্যকর হতে পারে। তবে তারা সতর্ক করে বলেন, কেবল প্রচারণা যথেষ্ট নয। প্রকল্প ও সুবিধাগুলোর বাস্তব প্রভাব, মানুষের জীবনে তা কতটা কার্যকর হচ্ছে, সেটাই ভোটের সময. মূল প্রভাব ফেলবে।

গোয়ালপোখরের গোয়াগাঁও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চাযেত প্রধান মহম্মদ আলাউদ্দিনের উদ্যোগ একদিকে সরাসরি মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করছে, অন্যদিকে রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিচ্ছে। টোটো চালিয়ে সরকারি প্রকল্প ও উন্নযনের বার্তা পৌঁছে দেওযা. তার ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টা। এলাকা বাসীর কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওযা. যায, যদিও বিরোধী দল এটিকে রাজনৈতিক প্রচারণা হিসেবে উপস্থাপন করছে।মহম্মদ আলাউদ্দিনের এই পদক্ষেপ প্রদর্শন করে, জনপ্রতিনিধি ও জনগণ সরাসরি সংযোগ স্থাপন করলে জনসেবা আরও কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আগামী নির্বাচনের সময .এটি কতটা প্রভাব

# হাতির করিডরে চড়ুইভাতি কেন? ডুয়ার্সে তরুণদের বেপরোয়া পিকনিকে বাড়ছে বিপদের আশঙ্কা

ডুয়ার্স, ১১ জানুয়ারি ঃ শীত পড়তেই ডুয়ার্স ও আশপাশের অরণ্যাঞ্চলে পিকনিকের মরশুম শুরু হযেছে। কিন্তু আনন্দের এই ভিড়ই এখন উদ্বেগের বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বন দপ্তর ও পরিবেশকর্মীদের কাছে। কারণ, যে সব এলাকা বহুদিন আগেই নিষিদ্ধ পিকনিক জো.ন হিসেবে চিহ্নিত, সেখানেই অবাধে ঢুকে পড়ছে চড়ুইভাতির দল। আরও উদ্বেগের বিষয়, এই সব এলাকাই মূলত হাতির চলাচলের করিডর। মালবাজার, গোরুমারা, চাপড়ামারি, চিলাপাতা থেকে শুরু করে আলিপুরদুযার, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অরণ্যাঞ্চলে একই চিত্র। আট থেকে কুড়ি জনের ছোট ছোট দল ফযেল প্যাকেটে মোড়া রান্না করা খাবার নিযে .চার-পাঁচটি বাইক কিংবা দু’-তিনটি গাড়িতে চেপে ঢুকে পড়ছে জঙ্গলের ভিতরে। অধিকাংশই জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুযার, শিলিগুড়ি ও কোচবিহারের তরুণ-যুবক। স্থানীয় প্রশাসনের নজরদারির ফাঁক গলে নিয়মিত বসছে চড়ুইভাতির আসর। সিরুবাড়ি মাল বস্তি এলাকার পাথরঝোরা অঞ্চলে লেইতি নদীর ধারে, ভুট্টাবাড়ির জঙ্গল ঘেঁষা চালতাবাগান হাতি করিডরে পিকনিকের ভিড় বেড়েছে। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়া ও ভ্লগারদের প্রচারে কিছু জায়গা ‘ স্পট’ হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, যা বিপদ আরও বাড়াচ্ছে। বুড়িখোলা বিটের জঙ্গলে স্থানীয .কযেকজনের বিরুদ্ধে টাকা নিযে .পিকনিকের দল বসানোর অভিযোগ উঠেছে। কালিম্পংয়ের মংপং জঙ্গল সংলগ্ন মংপং স্পট, চাপড়ামারি লাগোযা. নকশালখোলা, আলিপুরদুযা.রের চিলাপাতা জঙ্গল লাগোযা. এলাকা-প্রায . প্রতিদিনই এখানে মানুষের আনাগোনা বাড়ছে। এই সব পিকনিক দলের গন্তব্য মূলত জঙ্গল লাগোযা. ছোট নদী, ঝোরা বা নির্জন এলাকা। হোম-স্টে নয, বরং ‘ জাযগা আবিষ্কারের নেশা’তেই ঝুঁকি নিচ্ছেন তাঁরা। ধান পাকার এই সমযে. সন্ধ্যার পর খাদ্যের খোঁজে জঙ্গল ছেড়ে বেরিযে .আসে হাতির পাল। বন দপ্তরের আধিকারিকদের আশঙ্কা, যে কোনও মুহূর্তে মানুষের সঙ্গে হাতির সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। গত বছর দার্জিলিংয়ের দুধিযা. এলাকায. পিকনিক চলাকালীন আচমকা হাতির আগমনে চরম আতঙ্ক ছড়িযেছিল। চলতি মরশুমে ইতিমধ্যেই দু’টি ঘটনায .বিপদের ইঙ্গিত মিলেছে। আলিপুরদুযারে এক পিকনিক দল মদ্যপ অবস্থায. সন্ধ্যার পরেও জঙ্গলের ভিতরে থেকে যায। খবর পেযে .বন দপ্তরকে বাহিনী পাঠিযে. তাদের উদ্ধার করতে হয়। গোরুমারার মূর্তি নদীর ধারে চড়ুইভাতি চলাকালীন হঠা বুনো হাতি এসে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। গ্রামবাসীদের দাবি, নিষেধ থাকা সত্ত্বেও বিরিযা.নি, মাংসের প্যাকেট নিযে. জঙ্গলে ঢোকা হচ্ছে। খাবারের তীব্র গন্ধে হাতি ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী আকৃষ্ট হওযা.টাই স্বাভাবিক। শুধু হাতিই নয, ভালুক নিযেও আশঙ্কা বাড়ছে বলে জানাচ্ছেন পরিবেশকর্মীরা। জলপাইগুড়ির ডিএফও বিকাশ ভি বলেন, জঙ্গল লাগোযা. এলাকায় পিকনিক পুরোপুরি নিষিদ্ধ। আমরা নজরদারি বাড়িযেছি। রেঞ্জারদের থানার সহযোগিতা নিতে বলা হযেছে। জেলা পুলিশ সুপার উমেশ গণপথ খণ্ডবহালে জানিযেছেন,বন দপ্তরের অনুরোধ অনুযাযী নিষিদ্ধ এলাকায পিকনিক পার্টির প্রবেশ রুখতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রশ্ন উঠছে, অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় আর ‘ বানানোর তাগিদে মানুষ কি নিজের এবং বন্যপ্রাণীর জীবনকে এভাবে ঝুঁকির মুখে ফেলতেই থাকবে? সময .থাকতেই কড়া নজরদারি ও সচেতনতা না বাড়ালে বড় দুর্ঘটনা যে শুধু সমযের অপেক্ষা, তা মানছেন বন আধিকারিকরাও।

# বিজেপি কর্মীদের গুলি করে মারার নিদান, স্মারকলিপি পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ বিজেপি কর্মীদের গুলি করে মারার নিদান। আর তাই ঘিরে তুঙ্গে রাজনীতি। প্রতিবাদে হলদিবাড়ি থানায় বিক্ষোভ বিজেপির। I-PAC কর্তার বাড়িতে ইডি হানার প্রতিবাদে সভা হচ্ছিল। তাতে বক্তব্য রাখছিলেন জলপাইগুড়ির তৃণমূল শহর সভাপতি অমিতাভ বিশ্বাস। তিনি বিজেপি কর্মীদের গুলি করার নিদান দেন। তারই প্রতিবাদে ও তৃণমূলের ওই নেতাকে দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে রবিবার বিকেলে বিজেপির হলদিবাড়ি তিন মণ্ডলের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল ও হলদিবাড়ি থানার স্মারকলিপি দেন। উপস্থিত ছিলেন, বিজেপির হলদিবাড়ি টাউন মন্ডলের সভাপতি প্রদীপ সরকার, দক্ষিণ মন্ডলের সভাপতি শঙ্কর বর্মন, উত্তর মন্ডলের সভাপতি পীযুষকান্তি রায়, বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলার যুব মোর্চার সহ সভাপতি জ্যোতি বিকাশ রায, জলপাইগুড়ি জেলার কমিটির সদস্য অপূর্ব কুমার রায। প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার I PAC কর্তা প্রতীক জৈনের বাড়ি ও তাঁর অফিসে তল্লাশি চালায় ইডি। তল্লাশি অভিযানের মাঝেই ঢুকে পড়ে ফাইল নিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অভিযোগ করেছিলেন, ছক করে দলের স্ট্র্যাটেজি, প্ল্যানিং, প্রার্থী তালিকা হাতিয়ে নেওয়ার ছক কষা হয়েছে। খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন তিনি। বৃহস্পতিবার বিকাল চারটের সময় জায়গা-জায়গায় তৃণমূল কর্মীদের সভা করার নির্দেশ দেন। শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি শুক্রবার পথে নামেন নিজেও। এই আবহের মধ্যেই জলপাইগুড়িতে বিজেপি কর্মীদের গুলি ও ক্কক্ত্ব-র পশ্চাদেশে ডান্ডা মারার নিদান দিয়ে বিতর্কে জড়ালেন তৃণমূল নেতা। তিনি বলেন, আমরা দেখলাম ইডি গেল আইপ্যাকে। আর তারপর আমাদের প্রার্থী তালিকা চুরি করে নিয়ে গেল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেইটাই বাঁচাতে গিয়েছিলেন। তারই প্রতিবাদে আমরা মিছিল করলাম। নরেন্দ্র মোদী চোর। এই চোরের বিরুদ্ধেই আমাদের প্রতিবাদ। ইডির পশ্চাদেশে ডাণ্ডা মারা উচিত। বিজেপির চামচাগিরি চলবে না। তারই প্রতিবাদে বিজেপির স্মারকলিপি জমা দেয়। বিজেপির মন্ডল সভাপতি প্রদীপ সরকার বলেন, এই ধরনের কথাবার্তা। তৃণমূল যে গুন্ডাদল তার প্রমাণ দিলেন উনি। হলদিবাড়ির রাজনীতি এরকম নয়। আমরা দেখেছি পঞ্চায়েত নির্বাচনে হলদিবাড়িতে প্রার্থীই দিতে পারত না তৃণমূল।

**BILLAGRAM GRAM PANCHAYAT**
**Belari, Purba Bardhaman, Ausgram-I Panchayat Samity**
**Notice Inviting e-Tender/NIT No.: 09/2025-26, SL No.- 1 to 4**
Invites e-tender for the work: Installation of Purified drinking water System at 2(Two) different places and Installation of Solar Operated Purified drinking water System at 2 (Two) different places. Date for opening of Financial Proposal (Online) **30/01/2026 at 12.00 PM.** For details visit **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan**
**Billagram Gram Panchayat**

**BILLAGRAM GRAM PANCHAYAT**
**Belari, Purba Bardhaman, Ausgram-I Panchayat Samity**
**Notice Inviting e-Tender/NIT No.: 10/2025-26, SL No.- 1 To 2**
Invites e-tender for the work: (1) Const. of Drain from Belari Drinking water plant to main drain at Belari (2) Installation of Community Garbage Containers for Collecting Plastic Waste Materials at various places under Billagram GP Area. Date for opening of Financial Proposal (Online) **30/01/2026 at 12.00 PM.** For details visit **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan**
**Billagram Gram Panchayat**

# শিরোপাধারীদের বিদায় করে ১১৭ বছর আগের স্মৃতি ফেরাল ম্যাকালজফিল্ড

ম্যাকলসফিল্ড, ১১ জানুয়ারি (হি.স.)ঃ বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো ফুটবল টুর্নামেন্ট এফএ কাপ। টুর্নামেন্টটির তৃতীয় রাউন্ডে শনিবার ঘরের মাঠে প্যালেসকে ২-১ গোলে হারায় নন-লিগের দল ম্যাকালজফিল্ড, যে দলের কোচ প্রাক্তন ইংলিশ তারকা ফুটবলার ওয়েইন রুনির ভাই জন রুনি। ইংলিশ ফুটবলের ষষ্ঠ স্তরের দল ম্যাকালজফিল্ড, ইংলিশ ফুটবল পিরামিডে প্যালেসের চেয়ে যারা ১১৭ ধাপ পিছিয়ে। আর তাদেরই কাছে কি না হেরে বসলো ক্রিস্টাল প্যালেস! এই জয় ম্যাকালজফিল্ডের উল্লেখযোগ্য উত্থানের সবশেষ নজির। দলটিকে পাঁচ বছর আগে ন্যাশনাল লিগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, তাদের মোট ঋণ ছিল ৫ লক্ষ পাউন্ডের বেশি। এক মাস পরে ক্লাবটি কিনে নেন ব্যবসায়ী রবার্ট স্মেথার্স্ট। ২০২১-২২ মরসুমে নবম স্তরে উঠে আসে ম্যাকালজফিল্ড। তারপর থেকে চার মরসুমে তিন ধাপ এগিয়েছে তারা।

## ভারত-নিউজিল্যান্ড ওয়ানডে সিরিজ, বাদ গেলেন পন্থ,এলেন জুরেলকে

মুম্বই, ১১ জানুযারি (হি.স.)ঃ রবিবার নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ থেকে বাদ পড়েছেন ভারতের উইকেটরক্ষক ঋষভ পন্থ এবং তার জায়গায় দলে ডাকা হবে ধ্রুব জুরেল, ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। ভদোদরার বিসিএ স্টেডিযামে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া প্রথম ওয়ানডে সেটের প্রাক্কালে নেটে অনুশীলন করার সময় পন্থ চোট পান।বিসিসিআই এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিযেছে, শনিবার বিকেলে ভারতের অনুশীলন সেশনের সময় নেটে ব্যাট করার সময়.ঋষভ পন্থ তার ডান পাশের পেটের অংশে হঠাৎ অস্বস্তি অনুভব করেন। তাকে তাক্ষণিকভাবে এমআরআই স্ক্যানের জন্য নেওযা. হযেছিল এবং বিসিসিআই মেডিকেল টিম তার ক্লিনিকাল এবং রেডিওলজিক্যাল ফলাফল নিয়ে একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছে।পন্থ-এর সাইড স্ট্রেইন (অবলিক মাসল টিয়ার) ধরা পড়েছে এবং পরবর্তীতে তাকে ওযানডে সিরিজ থেকে বাদ দেওযা হয়েছে, বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে। জানা গেছে প্রচণ্ড আঘাতের কারণে আঘাতটি সেরে উঠতে কমপক্ষে ১০ দিন সময় লাগবে। বিজয় হাজারে ট্রফির নকআউট পর্বের জন্য বেঙ্গালুরুতে উত্তর প্রদেশ দলের সঙ্গে থাকা জুরেলকে ডাকা হযেছে। ২৪ বছর বয়সী এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন, সাত ইনিংসে দুইশত ও চারটি অর্ধশতক সহ ৫৫৮ রান করেছেন। ভিএইচটি লিগ পর্যায়ে তিনি লিস্ট এ ক্রিকেটে তার সর্বোচ্চ রান, অপরাজিত ১৬০ রান করেছেন।

## এক্সেটারের বিপক্ষে ১০ গোলের জয়ে ম্যান সিটির অভিষেকে গোল করলেন সেমেনিও

ম্যানচেস্টার, ১১ জানুযারি (হি.স.)ঃ শনিবার এফএ কাপের তৃতীয় রাউন্ডে এক্সেটার সিটিকে ১০-১ গোলে পরাজিত করে ঘানার নতুন ফরোয়ার্ড আন্তোইন সেমেনিও তার ম্যানচেস্টার সিটির অভিষেকে গোল করেন। ইতিহাদ স্টেডিযামে সিটির নির্মম প্রদর্শনের দ্বিতীয়ার্ধে সেমেনিও গোল করেন এবং আঘাতে জর্জরিত মিডফিল্ডার রদ্রিও ২০২৪ সালের মে মাসের পর প্রথমবারের মতো গোল করেন। শুক্রবার ৬৫ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের বিনিময়ে বোর্নমাউথ থেকে সিটিতে যোগ দেন সেমেনিও এবং পেপ গার্দিওলার দলের সঙ্গে প্রভাব বিস্তারের জন্য সময় নষ্ট না করেই। লিভারপুল, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং টটেনহ্যাম সেমেনিওর প্রতি আগ্রহী অন্যান্য ক্লাবগুলির মধ্যে ছিল, যাদের একটি বাইআউট ক্লজ ছিল যা শনিবার শেষ হওয়ার কথা রয়েছে বলে জানা গেছে।

# যুবভারতীতে কি আদৌ নামবে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান?

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ জনয়ুারি ঃ ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়ার কথা ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল)। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যর উপস্থিতিতে ১৪টি ক্লাবের সম্মতির পর মনে করা হচ্ছিল, দ্রুতই সব জটিলতা কাটিয়ে নতুন মরশুমের আইএসএল শুরু হবে। কিন্তু বাস্তবে তার উল্টো ছবি। আলোচনার পর এক মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত গঠন হয়নি ফেডারেশনের গভর্নিং কমিটি, প্রকাশ পায়নি ক্রীড়াসূচি, এমনকি ক্লাবগুলির অংশগ্রহণ নিয়েও তৈরি হয়েছে চরম অনিশ্চয়তা। এরই মধ্যে শনিবার এক গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পাঠিয়ে আইএসএলের ক্লাবগুলিকে কড়া বার্তা দিল ফেডারেশন-সোমবার দুপুর ১২টার মধ্যে জানাতেই হবে, কোন স্টেডিয়াম তাদের হোম গ্রাউন্ড। এই চিঠির পরই নতুন করে প্রশ্ন উঠছে-কলকাতার দুই প্রধান ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান আদৌ কি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে খেলতে পারবে? নাকি স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো ও সংস্কার সংক্রান্ত জটিলতায় বদলাতে হবে ভেনু?
কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর আইএসএলের ক্লাবগুলি অপেক্ষায় ছিল, কবে ফেডারেশন সব কিছু চূড়ান্ত করে জানাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, সময় গড়ালেও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা। ক্লাবগুলির মধ্যে বাড়ছে অসন্তোষ। কেউ বুঝতে পারছে না, কবে গঠিত হবে গভর্নিং কমিটি, কবে প্রকাশ পাবে ক্রীড়াসূচি। এই অবস্থায় সোমবার বিকেল পর্যন্ত সময় চেয়ে ফেডারেশনকে চিঠি পাঠিয়েছে ওড়িশা এফসি। তাদের বক্তব্য, আর্থিক পরিস্থিতি বিচার করে তারা চূড়ান্তভাবে জানাবে-আইএসএলে খেলার মতো খরচ বহন করা তাদের পক্ষে সম্ভব কি না। শুধু ওড়িশা নয়, আর্থিক অনিশ্চয়তার কারণে একাধিক ক্লাবই দোলাচলে ভুগছে। শনিবার বিকেলে আইএসএলের সব ক্লাবকে একটি চিঠি পাঠান ফেডারেশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল সত্যনারায়ণ। সেই চিঠিতেই প্রথমবার স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, ২০২৫-২৬ মরশুমের আইএসএল আয়োজনের সম্ভাব্য বাজেট। ফেডারেশনের হিসেব অনুযায়ী, পুরো মরশুম আয়োজন করতে খরচ হবে প্রায় ২৪ কোটি ২৬ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। এর মধ্যে ৯ কোটি ৭৭ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা দেবে ফেডারেশন নিজে। বাকি খরচ মেটাতে প্রতিটি ক্লাবকে দিতে হবে কমপক্ষে ১ কোটি টাকা করে। এই অঙ্কই অনেক ক্লাবের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিঠিতে আরও জানানো

হয়েছে, সোমবার দুপুর ১২টার মধ্যে প্রতিটি ক্লাবকে লিখিতভাবে জানাতে হবে- তাদের হোম গ্রাউন্ড কোন স্টেডিয়াম, সেই স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, ম্যাচ আয়োজনের ক্ষেত্রে তারা কতটা প্রস্তুত। এই তথ্য পাওয়ার পরেই আইএসএলের জন্য ক্লাব প্রতিনিধি ও ফেডারেশন কর্তাদের নিয়ে গভর্নিং কমিটি গঠন করা হবে। ফেডারেশনের বক্তব্য, ক্লাবগুলির তরফে আইএসএলে অংশগ্রহণের চূড়ান্ত খস।। না পাওয়ার কারণেই আটকে রয়েছে পুরো প্রক্রিয়া। যতক্ষণ না ক্লাবগুলি লিখিতভাবে জানাচ্ছে যে তারা খেলতে রাজি, ততক্ষণ ম্যাচ সংখ্যা চূ।ান্ত করা যাচ্ছে না। আর ম্যাচ সংখ্যা চূড়ান্ত না হলে সম্প্রচার স্বত্বের অংশীদার নিয়োগ নিয়েও আলোচনা শুরু করা সম্ভব নয়। একবার ক্লাবগুলির সম্মতি মিললে- এএফসিকে ম্যাচ স্লট চেয়ে চিঠি পাঠানো হবে পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়াসূচি তৈরি হবে, ভেনু পরিদর্শন ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজ শুরু হবে।এই সব কিছুর দায়িত্ব নেবে নতুন গভর্নিং কমিটি। কিন্তু তার আগে ক্লাবগুলির কাছ থেকে সোমবারের মধ্যে স্পষ্ট উত্তর চাইছে ফেডারেশন। এই গোটা পরিস্থিতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি নজর যুবভারতী ক্রী।ঙ্গনের দিকে। লিওনেল মেসির কলকাতা সফরের সময় এই স্টেডিয়াম কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল। মাঠ ও গ্যালারির অবস্থা নিয়ে তখন ব্যাপক সমালোচনা হয়। প্রশ্ন উঠছে, প্রয়োজনীয় সংস্কার ছাড়া সেখানে কি আদৌ আইএসএলের ম্যাচ আয়োজন সম্ভব? কলকাতার দুই প্রধান-ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের হোম গ্রাউন্ড হিসেবেই দীর্ঘদিন ধরে যুবভারতী ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে স্টেডিয়ামের প্রস্তুতি, নিরাপত্তা এবং পরিকাঠামো নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। ফেডারেশনের নির্দেশ অনুযায়ী, ক্লাবগুলিকে এখন বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে-যা থেকেই বোঝা যাবে, যুবভারতী আদৌ আইএসএলের জন্য উপযুক্ত কি না। ১৪ ফেব্রুয়ারি আইএসএল শুরুর ঘোষণার পর সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। অথচ এখনও অনেক প্রশ্নের উত্তর অজানা- ক'টি ক্লাব খেলবে? কোথায় হবে ম্যাচ? সম্প্রচারকারী কে? কবে প্রকাশ পাবে ক্রীড়াসূচি? সব কিছুর চাবিকাঠি এখন সোমবার দুপুর ১২টার মধ্যে ক্লাবগুলির পাঠানো চিঠির ওপরেই নির্ভর করছে। এই ডেডলাইন পার হওয়ার পরই পরিষ্কার হবে-এই মরশুমের আইএসএল আদৌ কতটা বাস্তব, আর যুবভারতীর মতো ঐতিহ্যবাহী স্টেডিয়ামে ইস্ট-মোহনকে মাঠে দেখা যাবে কি না। ফুটবলপ্রেমীরা আপাতত তাকিয়ে সোমবারের দিকেই।

# 'বরুণ যদি ফিট থাকে', টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতই ফেভারিট-কার প্রশংসায় ভাসালেন সৌরভ?

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি ঃ আর মাত্র এক মাসেরও কম সময় বাকি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে। ক্রিকেটপ্রেমীদের উত্তেজনা তুঙ্গে, প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সব দল। সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে টিম ইন্ডিয়া এবার নামছে বিশ্বকাপের মঞ্চে ট্রফি ধরে রাখার দৃঢ় লক্ষ্য নিয়ে। ঠিক এই আবহেই ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা অধিনায়ক, প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট এবং বর্তমানে কোচ হিসেবে নতুন ইনিংস শুরু করা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন-এই বিশ্বকাপে তাঁর ফেভারিট দল ভারতই। শুধু দল বাছাই নয়, এক বিশেষ ক্রিকেটারের প্রশংসাতেও মুখ খুললেন '
দক্ষিণ আফ্রিকার জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ SA২০-এ এই প্রথমবার কোচের ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে। প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। শনিবার বোল্যান্ড পার্কে SA২০ লিগের একটি ম্যাচ শেষে বিশ্বকাপ প্রসঙ্গে মুখ খুললেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট আত্মবিশ্বাস-ভারত এবার ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ খেলবে, আর সেটাই তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। সৌরভ বলেন,ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ খেলাটা সব সময়ই বাড়তি সুবিধা এনে দেয়। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো হবে। এর থেকে ভালো পরিবেশ আর কী হতে পারে? আমার কাছে বরাবরের মতো এবারও ফেভারিট দল ভারতই। দলের স্পিন বিভাগ অত্যন্ত শক্তিশালী। বিশেষ করে যদি বরুণ চক্রবর্তী পুরোপুরি ফিট থাকে, তাহলে ভারতের জন্য সেটা সব দিক থেকেই দারুণ খবর। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে শুরু হতে চলেছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ইতিমধ্যেই ভারতের বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণা হয়েছে, যেখানে স্পিন বিভাগে রয়েছে চারজন বিশেষজ্ঞ। বরুণ চক্রবর্তী ছাড়াও দলে আছেন কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল এবং ওয়াশিংটন সুন্দর। এই চার স্পিনারের মধ্যে অক্ষর ও ওয়াশিংটন ব্যাট হাতেও সমান দক্ষ, যা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দলকে বাড়তি ভারসাম্য দেয়। তবে সৌরভের নজর বিশেষভাবে বরুণ চক্রবর্তীর দিকে। মিস্ট্রি স্পিনার হিসেবে পরিচিত বরুণ বর্তমানে কেরিয়ারের সেরা ফর্মে রয়েছেন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি তে তাঁর পারফরম্যান্সই তার প্রমাণ। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১০ উইকেট নিয়ে ক্রিকেট মহলে নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছেন তিনি। পরিসংখ্যানও বরুণের পক্ষে কথা বলছে। এখনও পর্যন্ত ৩৩টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৫৫টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। তাঁর ইকোনমি রেট মাত্র ৬.৯৫-টি-টোয়েিটর মতো ফরম্যাটে যা নিঃ সন্দেহে অসাধারণ। শুধু তাই নয়, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে কেরিয়ারের সেরা রেটিং পয়েন্ট নিয়ে আইসিসি টি-টোয়েন্টি বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠেছিলেন বরুণ। নভেম্বরের শুরুতেও সেই শীর্ষস্থান ধরে রেখেছিলেন তিনি। তারপর থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রথম স্থানেই রয়েছেন এই ভারতীয় স্পিনার।
সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বরাবরই বিশ্বাস করেন, বড় টুর্নামেন্টে ম্যাচের ভাগ্য বদলে দেন এমন ক্রিকেটাররাই, যারা চাপের মুহূর্তে আলাদা কিছু করতে পারেন। তাঁর মতে, বরুণ ঠিক তেমনই একজন। অজানা ভ্যারিয়েশন, ফ্লাইট, গতি-সব মিলিয়ে ব্যাটসম্যানদের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেন বরুণ। আর ঘরের মাঠে যদি তিনি ফিট ও আত্মবিশ্বাসী থাকেন, তাহলে বিশ্বকাপে ভারতের স্পিন আক্রমণ কার্যত অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে পারে।অধিনায়ক, মেন্টর, ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট, বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট -ভারতীয় ক্রিকেটে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাতেই সাফল্যের ছাপ রেখেছেন। কিন্তু হেড কোচ হিসেবে এটাই তাঁর প্রথম বড় অভিজ্ঞতা। SA২০ লিগে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া নিয়ে অকপটে নিজের অনুভূতির কথা বললেন তিনি।
সৌরভ বলেন, জীবনে এই প্রথমবার পুরোপুরি কোচের ভূমিকায় রয়েছি। দায়িত্বটা আমি সত্যিই উপভোগ করছি। পার্থ জিন্দাল আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনিই আমাকে কোচ হওয়ার প্রস্তাব দেন। ভাবলাম, নতুন কিছু শেখার সুযোগ পাওয়া যাবে-তাই রাজি হয়ে যাই।তিনি আরও যোগ করেন,আমি দেশের হয়ে অনেক ম্যাচ খেলেছি, অধিনায়কত্ব করেছি, প্রশাসনিক দায়িত্বও সামলেছি। কিন্তু কোচিং একেবারেই আলাদা অভিজ্ঞতা। এখানে শুধু শেখানো নয়, শেখারও অনেক কিছু আছে। প্রতিদিন নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছি, খেলোয়া।দের মনোভাব বুঝছি, তাঁদের সঙ্গে কথা বলছি। কোচিং করানোর পাশাপাশি নিজেও অনেক কিছু শিখছি। সৌরভের মতে, খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নামলে নিজের পারফরম্যান্সটাই মূল ফোকাস থাকে। কিন্তু কোচ হিসেবে পুরো দলটাকে দেখতে হয়, প্রতিটি ক্রিকেটারের মানসিক অবস্থা বোঝা জরুরি। কখন কাউকে সমর্থন দিতে হবে, কখন কঠোর হতে হবে-এই ভারসাম্যটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের ড্রেসিংরুমে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিচ্ছেন সৌরভ। তরুণ ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানো, সিনিয়রদের সঙ্গে আলোচনা-সব মিলিয়ে কোচ হিসেবে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করছেন তিনি। সব মিলিয়ে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্যে স্পষ্ট-এই বিশ্বকাপে ভারতই তাঁর চোখে সবচেয়ে শক্তিশালী দল। ঘরের মাঠ, ভারসাম্যপূর্ণ স্কোয়াড, শক্তিশালী স্পিন আক্রমণ ।

# নতুন বছরের শুরুতেই শুভমান গিলের বদলাল 'টস-অভিশাপ'

মুম্বাই, ১১ জানুয়ারি ঃ চোট আর ফর্ম নিয়ে যতটা আলোচনা, তার থেকেও বেশি দিন ধরে তাঁকে ঘিরে ছিল এক অদ্ভুত বিতর্ক-টস ভাগ্য। একের পর এক ম্যাচে টস হার, হাসিমুখে মুদ্রা ছোড়ার পর হতাশ ফিরে আসা-এই ছবিটাই যেন শুভমান গিলের নেতৃত্বের সঙ্গে জু।ে গিয়েছিল। কিন্তু নতুন বছরের শুরুতেই বদলে গেল সেই চিত্রনাট্য। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ানডেতে টস জিতে অবশেষে স্বস্তির হাসি হাসলেন ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল। ওয়ানডে ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসেবে এই প্রথমবার টস জিতলেন তিনি। রবিবার বরোদার নতুন স্টেডিয়ামে আয়োজিত ম্যাচে টস জিতে প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেন গিল। তাঁর যুক্তি স্পষ্ট-দ্বিতীয় ইনিংসে শিশির পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা ব্যাটিংয়ের পক্ষে সহায়ক হতে পারে। মাঠে দাঁড়িয়ে গিল বলেন, আমরা প্রথমে বল করব। আশা করছি, পরে ব্যাট করতে নামলে শিশিরের সুবিধা পাওয়া যাবে। বিজয় হাজারে ট্রফিতে দলের প্রায় সবাই কয়েকটা করে ম্যাচ খেলেছে। সবাই ভালো ফর্মে রয়েছে।ভারতীয় ওয়ানডে ক্রিকেটে সাম্প্রতিক অতীতে টস যেন একপ্রকার ' হয়ে দাঁ।য়েছিল। অধিনায়ক বদলেছে, দল বদলেছে, কিন্তু টসের ফল বদলায়নি। রোহিত শর্মা থেকে শুভমান গিল-নেতৃত্বের হাতবদল হলেও একটি বিষয় ছিল একেবারে অপরিবর্তিত, তা হল টস হারার পরিসংখ্যান। ২০২৩ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে হয়েছিল ভারতকে। সেই ম্যাচের পর থেকেই যেন টস দেবী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন মেন ইন ব্লুর দিক থেকে। টানা ২০টি ওয়ানডে ম্যাচে কোনও ভারতীয় অধিনায়ক টস জিততে পারেননি-যা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক বিরল ও অস্বস্তিকর রেকর্ড। গত বছরের শেষে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলেছিল ভারত। সেই সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচেই টস হারেন তকালীন অধিনায়ক কেএল রাহুল। অবশেষে তৃতীয় ম্যাচে বাঁহাতে মুদ্রা ছুড়ে ভারতের এই ' কিছুটা কাটান রাহুল। আর তার পর থেকেই ভাগ্যের চাকা ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই সিরিজ শুভমান গিলের নেতৃত্বে ভারতের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। তরুণ অধিনায়কের কাঁধে দায়িত্ব যেমন ব।, তেমনই প্রত্যাশাও আকাশছোঁয়া। এমন সময়ে টস জিতে ম্যাচ শুরু করাটা মানসিক দিক থেকে যে ব। স্বস্তি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রবিবার টস জয়ের সঙ্গে সঙ্গে পরপর দুই ম্যাচে টস ভারতের পক্ষে গেল-যা নিঃ সন্দেহে দলের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। মাঠে গিলের হাসিমুখই বলে দিচ্ছিল, এই টস জয় শুধুই আনুষ্ঠানিক নয়, বরং প্রতীকী এক সাফল্য। এই ম্যাচের আরেকটি বিশেষ দিক হল-বরোদার নতুন স্টেডিয়ামে ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। আধুনিক পরিকাঠামো, দর্শকদের উচ্ছ্বাস, সব মিলিয়ে পরিবেশ ছিল বেশ জমজমাট। তবে উইকেট নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা ছিল দুই অধিনায়কের মনেই। কালো মাটির এই পিচ কীভাবে আচরণ করবে, কতটা সাহায্য পাবে পেসাররা বা স্পিনাররা-এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে ম্যাচ গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ানডেতে শক্তিশালী একাদশ নামিয়েছে ভারত। অধিনায়ক শুভমান গিলের সঙ্গে ওপেনিংয়ে রয়েছেন অভিজ্ঞ রোহিত শর্মা। মিডল অর্ডারে বিরাট কোহলি ও শ্রেয়স আইয়ারের মতো নির্ভরযোগ্য ব্যাটাররা রয়েছেন। উইকেটের পিছনে কেএল রাহুল, যিনি ব্যাট হাতেও বড় ভূমিকা নিতে পারেন। অলরাউন্ড বিভাগে রয়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দর ও রবীন্দ্র জাদেজা-দু'জনেই ব্যাট ও বল দু'দিকেই ম্যাচের রং বদলাতে সক্ষম। বোলিং আক্রমণে রয়েছে বৈচিত্র্য-হর্ষিত রানা ও প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর গতি, মহম্মদ সিরাজের অভিজ্ঞতা এবং কুলদীপ যাদবের স্পিন।
ভারতের প্রথম একাদশ-শুভমান গিল (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার, কেএল রাহুল (উইকেটরক্ষক), ওয়াশিংটন সুন্দর, রবীন্দ্র জাদেজা, হর্ষিত রানা, কুলদীপ যাদব, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ।
অন্যদিকে নিউজিল্যান্ডও শক্তিশালী দল নামিয়েছে। ডেভন কনওয়ে, হেনরি নিকোলস, উইল ইয়ংদের ব্যাটিং লাইনআপ যেমন বিপজ্জনক, তেমনই অলরাউন্ডার গ্লেন ফিলিপস ও ড্যারিল মিচেল ম্যাচ ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। অধিনায়ক মাইকেল ব্রেসওয়েলের নেতৃত্বে কিউইরা এই সিরিজে ভারতকে কঠিন চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত।
নিউজিল্যান্ডের প্রথম একাদশঃ ডেভন কনওয়ে, হেনরি নিকোলস, উইল ইয়ং, ড্যারিল মিচেল, গ্লেন ফিলিপস, মিচেল হে (উইকেটরক্ষক), মাইকেল ব্রেসওয়েল (অধিনায়ক), জ্যাক ফোকস, ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক, কাইল জেমিসন, আদিত্য অশোক।
হয়তো একটি টস জয়ের সঙ্গে সরাসরি ম্যাচ জয়ের কোনও নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু দীর্ঘদিনের দুর্ভাগ্যের পর এই জয় ভারতীয় শিবিরে মানসিক স্বস্তি এনে দিয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। নতুন বছরের শুরুতেই শুভমান গিলের হাতে টস জেতা যেন ইঙ্গিত দিচ্ছে-এই বছরটা হয়তো বদলের বছর হতে চলেছে। এখন দেখার, এই ' বদল মাঠের ফলাফলেও কতটা প্রভাব ফেলে। তবে একথা নিশ্চিত, নতুন বছরে ভারতীয় ক্রিকেট পেল এক নতুন হাসিমুখের মুহূর্ত।

## সালাহ-মারমুশের গোলে আফ্রিকা কাপের সেমিফাইনালে মিশর

আগাদির, মরক্কো, ১১ জানুযারি (হি.স.)ঃ শনিবার রাতে কোয়ার্টার ফাইনালে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আইভরি কোস্টকে ৩-২ গোলে হারিয়ে শেষ চারের টিকিট নিশ্চিত করেছে মিশর। সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ ২০২১ সালের চ্যাম্পিয়ন। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিল মিসর। চতুর্থ মিনিটেই সিটি ফরোয়ার্ড ওমর মারমুশের গোলে এগিয়ে যায় ফারাওরা। ৩২ মিনিটে সালাহর কর্নার থেকে হেডে ব্যবধান বা।ান রামি রাবিয়া। তবে বিরতির আগে ৪০ মিনিটে আহমেদ আবু এল ফাতুহর আত্মঘাতী গোলে ম্যাচে ফেরার ইঙ্গিত দেয় আইভরি কোস্ট। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই দলের ত্রাণকর্তা হয়ে ওঠেন সালাহ। ৫২ মিনিটে ইমাম আশুরের সহায়তায় লিভারপুল তারকা ঠান্ডা মাথায় গোল করে মিসরকে আবার দুই গোলের ব্যবধানে এগিয়ে দেন। এটি চলতি আফকানে সালাহর চতুর্থ গোল, যা শেষ পর্যন্ত ব্যবধান গড়ে দেয়। ৭৩ মিনিটে গিলা দোয়ের চমকার ব্যাকহিল গোল আইভরি কোস্টকে ম্যাচে ফেরার স্বপ্ন দেখালেও শেষ পর্যন্ত আর সমতা ফেরাতে পারেনি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। ফলে উত্তেজনাপূর্ণ ল।ইয়ে ৩-২ ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে মিসর। এই জয়ে রেকর্ড অষ্টম আফ্রিকা কাপ শিরোপার পথে আরেক ধাপ এগিয়ে গেল মিশর।


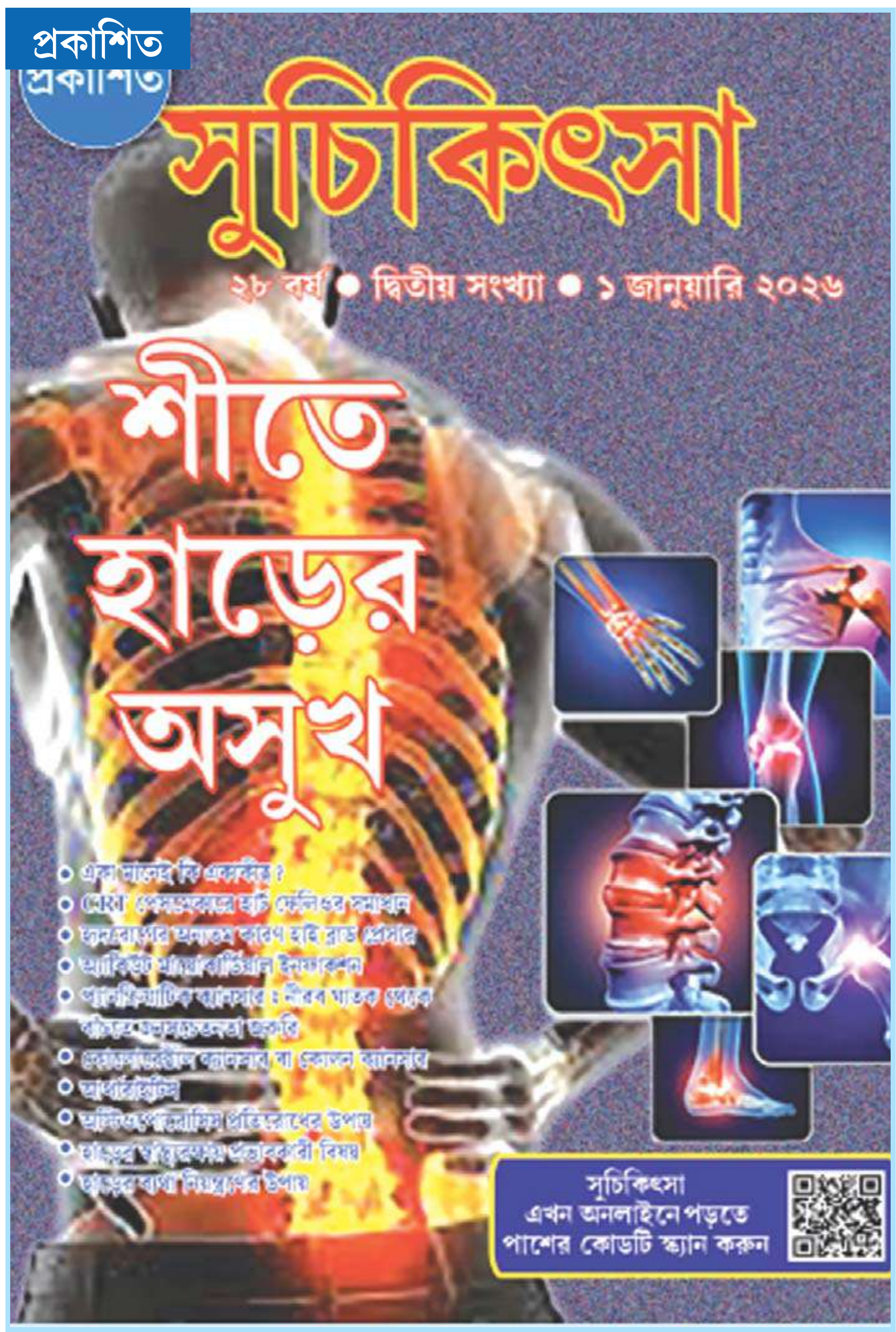



# বিসিবি-র নিরাপত্তা উদ্বেগের সামনে বাংলাদেশি আম্পায়ারের বড় প্রতিবাদ

ম্‌বাই, ১১ জজানুয়ারি ঃ ভারতে অনুষ্ঠিত ভারত-নিউ জিল্যান্ড প্রথম ওয়ানডে ম্যাচে বাংলাদেশের আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা বরোদায় টিভি আম্পাযার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড -এর ঘোষণা এবং অবস্থানের মুখে বড় প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই ঘটনা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলে বিশেষ গুরুত্ব পেল, কারণ এর মাধ্যমে দেখা গেল,বিসিবি যেটি ভারতের নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ দেখিয়েছিল, সেটি কতটা যৌক্তিক বা অযৌক্তিক হতে পারে।
রবিবার বরোদায় অনুষ্ঠিত ম্যাচে বাংলাদেশের প্রখ্যাত আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা টিভি আম্পাযারের দায়িত্বে ছিলেন। এটি শুধু তার ক্যারিযারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়, বরং এটি বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ডের জন্য এক দারুণ ইঙ্গিত। বিসিবি সম্প্রতি ভারতে খেলতে না আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যা তারা নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে গ্রহণ করেছিল। তবে শরফুদ্দৌলার এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেল, যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এমন ঝুঁকি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। শরফুদ্দৌলা ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেছেন এবং দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আম্পায়ার হিসেবে কাজ করছেন। তিনি ৩২টি টেস্ট, ১১৮টি ওয়ানডে, ৭৫টি টি-টোয়েিটি, ১৭টি মহিলা ওয়ানডে এবং ২৮টি মহিলা টি-টোয়েিট আন্তর্জাতিক ম্যাচে আম্পায়ারিং করেছেন। তার অভিজ্ঞতা এবং পেশাদারিত্ব এই ম্যাচে আবারও প্রমাণিত হলো।
বিসিবি এবং ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এর মধ্যে সম্পর্ক সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেশ টানাপোড়েনপূর্ণ।

এর মূল সূচনা হয়েছিল ২০২৬ সালের আইপিএল সিজনে, যখন কলকাতা নাইট রাইডার্স বাংলাদেশের পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে ৯.২ কোটিতে কিনে। কিন্তু পরে বিসিসিআই-এর নির্দেশে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনা দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল। এরপর বাংলাদেশের টেলিভিশনে ক্রগুল্প সম্প্রচারও নিষিদ্ধ করা হয়৷ ২০০৮ সালে লিগটি শুরু হওয়ার পর এটি প্রথমবারের মতো ঘটে। এরপর আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বিসিবি ভারতীয় ভেন্যুতে দল পাঠাতে অস্বীকার করে। তাদের যুক্তি ছিল, বর্তমান পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশ দলের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে. উদ্বেগ রয়েছে। বিসিবি জানিয়েছে, তারা এখনও আইসিসি-এর কাছ থেকে ভারতের ভেন্যুতে খেলা নিয়ে সরাসরি প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।
বিসিবি যে নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ দেখিয়েছিল, সেটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলে আলোচনা ও বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তবে বরোদায় বাংলাদেশি আম্পায়ারের অংশগ্রহণ এই উদ্বেগকে চ্যালেঞ্জ করেছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, একদল পেশাদার ব্যক্তির উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, খেলোয়াড় বা ম্যাচ অফিসিয়ালদের নিরাপত্তা ঝুঁকি তেমন বড় নয়। শরফুদ্দৌলার বরোদায় উপস্থিতি শুধু একটি সিম্বলিক ঘটনা নয়। এটি প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ডের নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ হয়তো অতিরঞ্জিত। এটিবিসিবি-এর অবস্থানের সমালোচনা এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলে বাংলাদেশি ক্রিকেটের পেশাদারিত্বের প্রতি একটি ইঙ্গিত।
ICC-এর নিয়ম অনুযায়ী, ওয়ানডে ম্যাচে আম্পায়ার নিয়োগ নির্দিষ্ট ধারা অনুসারে করা হয়।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com